পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 220 Friday, 11 July, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২২০ সংখ্যা ❋ ২৬ আষাঢ় ১৪৩২, শুক্রবার, ১১ জুলাই ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

নবান্নে মমতা-ওমর বৈঠক

কাশ্মীরকে ঘিরে 'ভালবাসা আর নিরাপত্তার' বার্তা, দুর্গাপুজোয় আমন্ত্রণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ পহেলগামের বিভীষিকার পরে ফের কাশ্মীরকে ঘিরে আশার আলো দেখাতে এলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। বৃহস্পতিবার পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, রাজ্য সচিবালয় নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন তিনি। শুধু সৌজন্য সাক্ষাৎ নয়, কাশ্মীরকে ঘিরে রাজ্য ও কেন্দ্রের ভূমিকা, নিরাপত্তা, পর্যটনের পুনরুদ্ধার এবং পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময়- সব মিলিয়ে ঘরোয়া অথচ তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনায় বসলেন দুই মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক শেষে ওমর আবদুল্লা বলেন, ''দিদিকে বলেছি, সুযোগ পেলে যেন কাশ্মীরে আসেন। আমি তো বহুবার অতিথি হয়ে এসেছি বাংলায়। এবার বাংলা থেকেও চাই বেশি পর্যটক যাক কাশ্মীরে।'' জবাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহভরা আশ্বাস, ''কাশ্মীর আমাদের দেশের গর্ব। পহেলগামে যা ঘটেছে, সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু তার জন্য কাশ্মীরকে একঘরে করে রাখা যায় না। কেন্দ্রকে দেখতে হবে, কাশ্মীর যেন আরও নিরাপদ হয়। আমি কাশ্মীরকে ভালোবাসি। দুর্গাপুজোতে আমি ওমরজিকে আমন্ত্রণ জানালাম- বাংলা যেন ওঁকে অতিথি হিসেবে পায়।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন. ''টলিউডের পরিচালক-প্রযোজকদের বলব কাশ্মীরে গিয়ে শুটিং করুন। ওখানকার অপার সৌন্দর্য যেন পর্দায় ফিরে আসে। কাশ্মীরের সংস্কৃতি বাংলায় তুলে ধরার জন্য পর্যটন দফতরকে নির্দেশ দেব।'' কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর গলাতেও আত্মবিশ্বাসের সুর,

''পহেলগামের ঘটনার পরে কিছুদিন হোটেলগুলো ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বিমান চলাচল কমে গিয়েছিল। কিন্তু এবার আবার ঘুরে দাঁড়াচ্ছে কাশ্মীর। দিনে ৫০টা বিমান যেত, তা নেমে গিয়েছিল ১৫-তে, এখন আবার বেড়ে হয়েছে ২০-২৫। কলকাতা থেকেও সরাসরি ফ্লাইট চালু হয়েছে।'' তিনি জানান, কাশ্মীর এখন আর 'ফাঁকা' নয়। ওমরের কথায়, ''পর্যটকরা আসছেন, অমরনাথ যাত্রায় লক্ষাধিক মানুষ যাচ্ছেন। কেউ তো বলেননি তাঁরা নিরাপদ বোধ করেননি। নিরাপত্তা বাহিনী সর্বোচ্চ তৎপরতায় কাজ করছে।'' ওমর এও বলেন, ''আমি ফাঁকা কাশ্মীরকে প্রোমোট করতে আসিনি, এসেছি কাশ্মীরের সম্ভাবনাকে ফের জাগিয়ে তুলতে।'' উল্লেখ্য, জঙ্গি হামলায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কাশ্মীরের পর্যটন ব্যবসার। পর্যটন ব্যবসাকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনতে মরিয়া কাশ্মীরের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। বাঙালি পর্যটকদের আবার কাশ্মীর মুখো করতে তাই পর্যটন ব্যবসায়ীরা ঘোষণা করছেন ব্যাপক ছাড়ের। দুর্গাপুজোর ছুটিতে বাঙালি পর্যটকদের কাশ্মীরমুখো করতে ব্যাপক ছাড়ের ঘোষণা। হোটেল, গাড়িতে লাগু এই ছাড়। পাশাপাশি কমেছে বিমানে যাওয়ার খরচও। পর্যটন ব্যবসায়ীরা বলছেন, জঙ্গি হামলার পর পর্যটন ব্যবসা যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, তা কিছুটা স্বাভাবিক হলেও এখনও ক্ষরা চলছে। তাই পর্যটকদের জন্য ছাড় ঘোষণা করে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে সর্বোচ্চ ৫০ শতাংশ ছাড়ের ঘোষণা পর্যটন ব্যবসায়ীদের। পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট এবং মহারাষ্ট্র থেকেই কাশ্মীরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পর্যটকরা ঘুরতে যান। তাই কাশ্মীর। বিধায়ক ফারুক আহমেদ শাহ বলেন, ''আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের অ্যাম্বাসেডর। আমাদের আলাদা করে আর কোনও ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরের প্রয়োজন হয় না। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলে দিয়েছে, ভারতের যে কোনও প্রান্তের পর্যটন মেলা-অনুষ্ঠান হোকে, সেখানে আমরা অংশ নেব। আমরা প্রমোশন-পাবলিসিটির ওপর এখন ভীষণভাবে জোর দিচ্ছি। বাংলার সঙ্গে আমাদের পুরনো সম্পর্ক। অধিকাংশ কাশ্মীরিদের সেকেন্ড হোম বাংলা। আর বাঙালিদের সামাজিক অনুষ্ঠানেও অংশ নেয়। শীতকালে প্রচুর কাশ্মীরি বাংলায় আসেন।'' বিধায়ক ফারুক আহমেদ শাহ জানান, কাশ্মীরে পর্যটক শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের বেশ কয়েকজন প্রধানও বাংলায় এসেছেন। তাঁরা ইতিমধ্যেই পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাড়ের ঘোষণা করেছেন। নিরাপত্তা আরও বেশি জোরদার করা হয়েছে বলেও জানিয়েছেন বিধায়ক। এক ব্যবসায়ী বলেন, আগে ''কলকাতা থেকে শ্রীনগরের যে বিমানের টিকিটের দাম ছিল, ২২ হাজার টাকার কম নয়। কিন্তু সেটা এখন কমে ৭-৮ হাজার টাকা হয়ে গিয়েছে। দিল্লি শ্রীনগরের বিমানের টিকিটের দাম ৪ হাজার টাকা হয়েছে। বিমানের টিকিটেই ৭০ শতাংশ ছাড়, হোটেলের ভাড়াও ৫০ শতাংশ ছাড়। দুর্গাপুজোতেও বিশেষ ছাড় থাকবে।''

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনীতে স্থগিতাদেশ নয়, আধার কার্ডকে মান্যতা দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাইঃ আবেদনকারীরা যেহেতু অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ চাননি, সে কারণে এই পরিস্থিতিতে বিহারে বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে বাধা দিল না সুপ্রিম কোর্ট। খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে আগামী ১ অগস্ট। তাই এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে তার আগে, ২৮ জুলাই। এই মামলার বিষয়ে জবাবি হলফনামা ২১ জুলাইয়ের মধ্যে কমিশনকে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনকে বেশ কিছু বিষয়ে সমালোচনা করলেও তালিকা সংশোধনের কাজে কোনও স্থগিতাদেশ দিল না সর্বোচ্চ আদালত। কমিশনকে শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ জানিয়েছে, ভোটার তালিকায় নাম রাখা বা ভোটদানের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য ১১টি প্রমাণপত্রের নাম দাখিল করতে। যাতে আধার কার্ড, সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র এবং রেশন কার্ডের মতো জনপ্রিয় পরিচয়পত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত করা থাকে। বিহারে বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধনী প্রক্রিয়ার গুরুত্বের কথা মেনে নিলেও তা রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে কেন করা হচ্ছে, তা নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের নির্বাচন কমিশনের এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মহুয়া মৈত্র সহ একগুচ্ছ আবেদনের শুনানি হয় এদিন। শুনানি চলাকালীন দেশের সর্বোচ্চ আদালত নির্বাচন কমিশনের কাছে এও প্রশ্ন তুলেছে যে, বিশেষ এই ভোটার তালিকা সংশোধনীতে আধার কার্ডকে কেন নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে ধরা হচ্ছে না? আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী গোপাল শঙ্করনারায়ণ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে আধার হল একটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ। কিন্তু, বিহারের ক্ষেত্রে কমিশন সেটাকেও বৈধ প্রমাণ বলে গণ্য করছে না। তখন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ প্রশ্ন তোলে যে, কেন? কেন আধারকে গ্রাহ্য বলে ধরা হবে না? নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী আদালতকে জানান, নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে আধারকে ব্যবহার করা যাবে না। বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া এর জবাবে বলেন, নাগরিকত্ব এমন একটা ইস্যু যা ভারতের নির্বাচন কমিশন ঠিক করে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। কমিশনের আইনজীবী সংবিধানের ৩২৬ ধারার উল্লেখ করে বলেন, ভোটাধিকার আছে কিনা তা পরখ করে দেখতে কমিশন নাগরিকত্বের প্রমাণ চাইতে পারে, সেই অধিকার দেওয়া রয়েছে কমিশনকে।

পরীক্ষায় বসতে পারবেন না 'দাগি'রা

রাজ্য-এসএসসির আবেদন খারিজ কলকাতা হাইকোর্টে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ স্কুল সার্ভিস কমিশনের মামলায় রাজ্য ও এসএসসির আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-এর ডিভিশন বেঞ্চ। একক বেঞ্চের নির্দেশ বহাল বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে। পরীক্ষায় বসতে পারবেন না 'দাগি' চাকরিপ্রার্থীরা। এসএসসির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য যে রায় দিয়েছিলেন, তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করে রাজ্য এবং এসএসসি (স্কুল সার্ভিস কমিশন)। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৫ হাজার ৭৩৫ জন শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল হয়। তাঁরা সকলেই ২০১৬ সালের এসএসসির প্যানেলভুক্ত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য শিক্ষা দফতর। কিন্তু অভিযোগ ওঠে, এসএসসি-র ২০২৫-এর ওই বিজ্ঞপ্তি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরিপন্থী। ওই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। ওই মামলায় সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের নির্দেশ, কোনও 'দাগি' বা চিহ্নিত অযোগ্য' প্রার্থী যদি ইতিমধ্যেই আবেদন করে থাকেন, সেই আবেদনপত্র বাতিল করতে হবে। হাইকোর্ট স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। একই সঙ্গে গত ৩০ মে যে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল এসএসসি, তাকে সামনে রেখেই নিয়োগপ্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। বিজ্ঞপ্তির বাকি অংশে আদালত হস্তক্ষেপ করেনি। হাইকোর্টে নিজেদের অবস্থান জানায় রাজ্য এবং এসএসসি। বলে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে কোথাও বলা নেই যে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত 'অযোগ্য' চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগপ্রক্রিয়ায় যোগ দিতে পারবেন না। রাজ্যের আরও যুক্তি ছিল, 'অযোগ্য'দের চাকরি গিয়েছে। বেতন ফেরত দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এই শাস্তির পরে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়াটা আরও এক শাস্তি। তাই এসএসসি ও রাজ্যের আইনজীবীর সওয়াল, একই অপরাধের জন্য কাউকে দু'বার শাস্তি দেওয়া যায় না। যদিও এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, ''কমিশনের কাছ থেকে এই ব্যাখ্যা প্রত্যাশিত নয়।'' তার পরেই হাইকোর্ট জানায়, শুধু 'দাগি বা চিহ্নিত অযোগ্য'দের নিয়োগপ্রক্রিয়া থেকে বাদ দিতে হবে। তাতে আবার রাজ্য ও এসএসসি সন্তুষ্ট না হওয়ায় ডিভিশন বেঞ্চে মামলা করা হয়। সেই মামলার রায়েই স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হল একক বেঞ্চের নির্দেশ বহাল থাকবে। কোনও চিহ্নিত অযোগ্যই পরীক্ষায় বসতে পারেবেন না।

সরকারি চাকরির পুলিশ ভেরিফিকেশন নিয়ে বিশেষ নির্দেশিকা নবান্নের

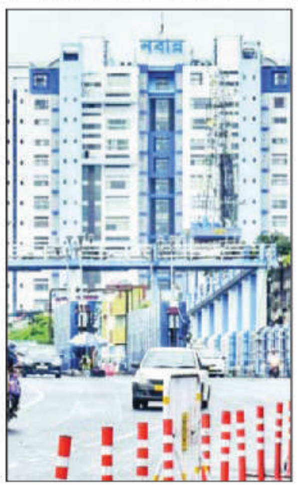

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ সরকারি চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে বিশেষ নির্দেশিকা দিল রাজ্য। নিয়োগে যাতে দেরি না হয়, সেই কারণে এই নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের একাধিক সরকারি দফতর থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। সেই বিষয়েই এদিন নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পুলিশের ভেরিফিকেশন ৩০ দিনের মধ্যেই করে নেওয়ার কথা। অর্থাৎ প্রার্থী যখন নিয়োগপত্র পাবেন, তার থেকে ৩০ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ করার কথা ওই দুই প্রক্রিয়া। কিন্তু সম্প্রতি বেশ কিছু ক্ষেত্রে পুলিশি যাচাই প্রক্রিয়া এবং মেডিক্যাল রিপোর্ট পেতে দেরি হওয়ার জন্য চাকরিপ্রার্থীদের নিয়োগে দেরি হচ্ছিল বলে অভিযোগ ওঠে। সেই প্রক্রিয়া যাতে দেরি না হয়, সেই কারণেই মুখ্যসচিব এই বিশেষ নির্দেশিকা দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর। রাজ্যের প্রতিটি দফতরকেই এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে সব দফতরের সেক্রেটারি, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং অ্যাডিশনাল সেক্রেটারির কাছে। সংশ্লিষ্টে দায়িত্বে যে আধিকারিকরা আছেন, তাঁদের সতর্ক করেছেন মুখ্যসচিব। প্রয়োজনে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে পদক্ষেপ করারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব।

সাত সকালে ভূমিকম্প হরিয়ানায়, কাঁপল দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকা

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাইঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নয়াদিল্লি এবং তার সংলগ্ন এলাকা। বৃহস্পতিবার সকালেই রাজধানীর একাধিক জায়গায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। সকাল ৯টা ৪ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয় বলে জানিয়েছে জাতীয় ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থা। রিখটার স্কেলে ভূকম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৪, যা তুলনামূলকভাবে মাঝারি হলেও, রাজধানীর মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় তা যথেষ্ট অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটির উৎসস্থল ছিল হরিয়ানার ঝজ্জর, দিল্লি থেকে খুব বেশি দূরে নয়। জানা গিয়েছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে উপন্ন হয়েছিল কম্পনটি। ফলে তার প্রভাব রাজধানী ও আশপাশের

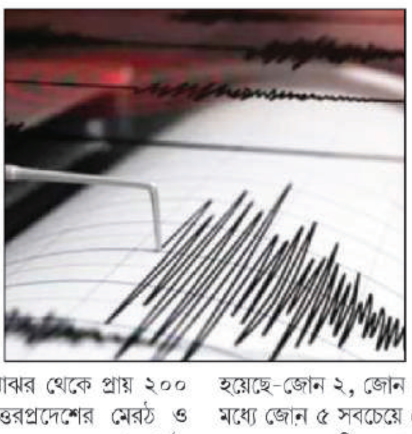

এলাকায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ঝাঝর থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মেরঠ ও শামলিতেও কম্পন অনুভূত হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। দিল্লি-এনসিআর ভারতের ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের মধ্যে পড়ে এবং এখানে মাঝারি থেকে ছোট ধরনের ভূমিকম্প মাঝে মধ্যেই হয়। এর আগে চলতি বছরই ফেব্রুয়ারিতে দিল্লির ধৌলা কুয়ানে ৪.০ মাত্রার ভূমিকম্প হয়েছিল। সেই কম্পনেও অনেকেই আতঙ্কিত হয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে গিয়েছিলেন। এদিন কম্পন অনুভূত হতেই বাড়ি ও অফিস থেকে মানুষজন রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ভূমিকম্পের সময় অফিসগুলিতে কম্পিউটারগুলি কেঁপে ওঠে বলে জানিয়েছেন কর্মীদের অনেকে। তাঁরা ভয়ে বহুতল অফিস ছেড়ে বাইরে রাস্তায় বেরিয়ে আসেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে ভবিষ্যতেও এমন ভূমিকম্প ঘটতে পারে। তাই বাসিন্দাদের সচেতন থাকা ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। সিসমিক জোনিং ম্যাপ অনুযায়ী, ভারতকে চারটি ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে-জোন ২, জোন ৩, জোন ৪ এবং জোন ৫। এর মধ্যে জোন ৫ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, যেখানে বড় ধরনের ভূমিকম্পের আশঙ্কা সর্বাধিক। অন্যদিকে, জোন ২-তে ঝুঁকির মাত্রা তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে কম। দেশের রাজধানী দিল্লি সিসমিক জোন ৪-এর অন্তর্ভুক্ত, যা উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত। ফলে এই অঞ্চলে মাঝেমধ্যেই মাঝারি মাত্রার, এমনকি ৫ থেকে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ভিনরাজ্যে আটকে পড়া শ্রমিক ইস্যুতে মুখ্যসচিবকে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিনরাজ্যে অত্যাচারের যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে ওড়িশা সরকারের কাছে তথ্য জানতে চাইল আদালত। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি ওড়িশা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চে

ওড়িশার সঙ্গে যোগাযোগ করে এই বিষয়ে তথ্য দিতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সম্প্রতি অভিযোগ ওঠে, বাংলাদেশি বলে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে ওড়িশায় আটকে রাখা হয়। সেই ঘটনা নিয়েই হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সেই বিষয়েই তথ্য জানতে চেয়েছে আদালত। শ্রমিকদের কেন আটক করা হল, কতক্ষণ আটক করে রাখা হয়েছিল, সেই সব তথ্য ওড়িশা সরকারের থেকে জানবেন মুখ্যসচিব। শ্রমিকদের বেআইনিভাবে আটকে রাখার অভিযোগে যে মামলা দায়ের হয়েছে, তাতে নোডাল অফিসার চায় রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে একজন অফিসার উঠেছে মামলাটি। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, রাজ্য কি ওড়িশা প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলেছে? তখন রাজ্য জানায়, আদালত নোডাল অফিসার নিয়োগ করুক অথবা এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার বিষয়টি দেখবেন। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''আমরা জানতে পারছি, ওড়িশায় ২০০ জন বাঙালি আটকে আছেন। এটা খুব সিরিয়াস বিষয়।'' আগামী সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। সেখানে রিপোর্ট দিতে হবে। শুধুমাত্র ওড়িশা নয়, দিল্লিতেও এভাবে বাংলার শ্রমিকদের আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে।

দ্রুত করতে হবে আড়াই হাজার ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নির্দেশ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ একদিন আগেই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গিয়েছে গুজরাটে। ব্যস্ত সময়েই মাঝখান থেকে ভেঙে পড়ল আস্ত সেতু। ভদোদরায় মহিসাগর নদীর ওপর গম্ভীরা ব্রিজের ওই ভয়ঙ্কর অবস্থা চিন্তা বাড়িয়েছে গোটা দেশেরই। সেতু ভেঙে নদীতে পড়ে একাধিক গাড়ি। মৃত্য হয় একাধিক ব্যক্তির। ভয়ঙ্করভাবে ঝুলতে দেখা যায় আস্ত একটা ট্রাককে। এরইমধ্যে এবার নড়েচড়ে বসল রাজ্যও। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সব ক'টি ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার নির্দেশ দিল পূর্ত দফতর। যে সব সেতুর বয়স অনেকটাই হয়ে গিয়েছে, যেগুলি ভার বেশি বহন করে সেগুলির উপর বিশেষ নজর দিচ্ছে রাজ্য। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, এরকম সেতুগুলির স্পেশাল ইনস্পেকশন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পূর্ত দফতরের তরফে। প্রতি জেলার পূর্ত দফতরের আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়রদের কাছে এই নির্দেশ পৌঁছে গিয়েছে। তথ্য বলছে, সব মিলিয়ে এ রাজ্যে প্রায় ২৫০০ র মতো ছোট- বড় ব্রিজ আছে।

'জনতার টাকা দিয়ে এলিট শিক্ষা?' ফিরহাদের সন্তানদের স্কুল নিয়ে শমীকের কটাক্ষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সম্প্রতি রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিজেপির সম্পর্ক ও তাদের উন্নয়নে কেন্দ্রের নেওয়া পদক্ষেপ নিয়ে বারবার কথা বলছেন শমীক। রাজ্যের রাজনৈতিক মঞ্চে, বিশেষ করে সায়েন্স সিটিতে বিজেপির সদর দফতরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি সাফ জানিয়েছেন, বিজেপি সংখ্যালঘুদের উন্নতি চায় এবং তাই তাদের উচিত দলের সঙ্গে আসা। তবে শমীক এই বার্তা দেওয়ার পরই রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতা ফিরহাদ হাকিমের কড়া প্রতিক্রিয়া আসতে থাকে। ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি এক সভায় দাবি করেছেন, বিজেপি কোনওভাবেই সংখ্যালঘুদের ভোট পাবে না। তাঁর এই মন্তব্যের পর শমীক ভট্টাচার্য পাল্টা জবাব দিয়ে বলেছেন, ''ভোট পাওয়ার জন্য আমি কোনো আবেদন করিনি। মুসলিম ভাইয়েরা ভোট না দিলেও, তৃণমূলের বিসর্জন ঘটাবো।'' শমীক মূলত তাঁর বক্তব্যে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ''মুসলমানদের চিন্তা করতে বলছি, ববি হাকিমের মেয়েরা কোথায় পড়াশোনা করেছেন? তারা কি সেই শিক্ষা পেয়েছেন, যা সাধারণ মুসলিম পরিবারগুলোর সন্তানদের জন্য সম্ভব নয়?'' শমীকের এই প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি তৃণমূলের দুই মুখপাত্র ফিরহাদ ও ববি হাকিমের 'দ্বিমুখী' রাজনীতি এবং তাদের শিক্ষাদানে অবগতির অভাবের দিকে আঙুল তুলেছেন শমীক আরো দাবি করেন, ''ববি হাকিম, সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এবং জাভেদ খানের মতো তৃণমূল নেতারা তাঁদের সন্তানদের কখনো মাদ্রাসায় পড়াননি। তাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো সবই ছিল বেসরকারি, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কলেজ।'' তার বক্তব্যে তিনি তৃণমূল নেতাদের 'উন্নত শ্রেণি' হিসেবে তুলে ধরেন, যারা নিজেদের সন্তানদের জন্য 'বিশ্ববিদ্যালয়ের' শিক্ষা নিশ্চিত করেছেন, কিন্তু সাধারণ মুসলিম জনগণের জন্য এই সুযোগ নেই। এমনকি শমীক হুমকি দেন, ''তৃণমূল যখন ভোট চাইবে, তখন মুসলমানদের জন্য তাদের 'ধর্মীয় খোলস' ফিরে আসবে। ফেজ টুপি পরে মুসলমানদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে, কিন্তু এটি আর কাজ করবে না।'' এর মাধ্যমে তিনি তৃণমূলের রাজনৈতিক কৌশলকে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যেখানে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ভোট চাওয়ার প্রচলন রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শমীকের এই বক্তব্যটি বিজেপির একটি দীর্ঘদিনের কৌশল, যেখানে তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাথে

সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাইছে। এই ধরনের বার্তা দিয়ে শমীক জনমত সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন, যেখানে তারা দাবি করছেন যে তৃণমূলের শাসনকালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যথাযথ উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। তাঁর মতে, তৃণমূল শুধু ভোটব্যাংক হিসেবে মুসলিম সম্প্রদায়কে ব্যবহার করছে, তাদের প্রকৃত উন্নয়নে কাজ করছে না। ফিরহাদ হাকিমের 'দূর্গা পূজা' প্রসঙ্গ তুলে শমীক বলেন, ''ববি হাকিম তো দুর্গা পূজা করেন, তার এমন পরিবর্তন কীভাবে হলো?'' শমীকের এই মন্তব্যটি তৃণমূলের 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভাবমূর্তির প্রতি একটি চ্যালেঞ্জ। তৃণমূল এবং বিশেষ করে হাকিম পরিবার এর আগে মুসলিম সম্প্রদায়ের একধরণের পৃষ্ঠপোষকতা দাবি করলেও, শমীকের এই মন্তব্যে তৃণমূলের দুইমুখী রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শমীকের বক্তব্যে এমন এক অবস্থা ফুটে ওঠে, যেখানে সংখ্যালঘুদের জন্য বাস্তব উন্নয়ন এবং সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। শমীকের মতে, তৃণমূল তাদের রাজনৈতিক গেমের জন্য মুসলমানদের ধর্মীয় পরিচয় ব্যবহার করলেও তাদের সন্তানরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না। ফলে সাধারণ জনগণের জন্য এই 'উন্নয়ন' কেবল এক রূপকথা। এই প্রসঙ্গে, শমীকের অভিযোগ যে, তৃণমূল নেতারা মুসলমানদের 'ভোটার' বানিয়ে রেখে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করতে চান, তা রাজ্য রাজনীতির জন্য নতুন আলোচনার সূত্রপাত করেছে। তবে, শমীকের এই বক্তব্য রাজ্যে নতুন বিতর্কের জন্ম দিতে পারে, কারণ এটি শুধুমাত্র রাজনীতির চালাকি নয়, সমাজের বৃহত্তর অবস্থানকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত, শমীকের এই কটাক্ষ তৃণমূলের রাজনৈতিক কৌশলকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুযোগ তৈরি করেছে। আগামী দিনগুলোতে এই বিষয়টি রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মোড় নিতে পারে, যা ভোটব্যাংক রাজনীতি, ধর্মীয় পরিচয় এবং উন্নয়নের বাস্তবতা নিয়ে চরম বিতর্ক সৃষ্টি করবে।

সরকারি খরচে লাগাম, নয়া নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সরকারি খরচ বাঁচানো নিয়ে বড় গাইডলাইন তৈরি করল নবান্ন। মূলত কিছু ক্ষেত্রে খরচের উর্ধসীমা নির্ধারন করা হয়েছে। সোমবার এনিয়ে নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নবান্নের জারি করা সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, সেচ, পূর্ত, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পুর ও নগর উন্নয়ন দফতরের মতো দফতরগুলি সর্বোচ্চ ৩ কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন দিতে পারবে। তার বেশি অনুমোদন তারা দিতে পারবে না। এদিকে ২০২৩ সালের নির্দেশিকায় এটাই ছিল ৫ কোটি টাকা। সেই উর্ধসীমা কিছুটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে নয়া নির্দেশিকায়। এদিকে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতর, সুন্দরবন উন্নয়ন দফতরের কাজের ক্ষেত্রে এই অনুমোদনের উর্ধ্বসীমা আগে ছিল ৩ কোটি টাকা। সেটা এবার থেকে কমিয়ে ১ কোটি টাকা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আবাসন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই), তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের ক্ষেত্রে এই উর্ধসীমা ধার্য করা হয়েছে ৭৫ লাখ টাকা। বাকি যে অন্যান্য দফতর রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে উর্ধ্বসীমা ধার্য করা হয়েছে ৫০ লাখ টাকা। অর্থাৎ একাধিক ক্ষেত্রে খরচের ক্ষেত্রে লাগাম টানল সরকার। মূলত সরকারি কোষাগার থেকে অতিরিক্ত খরচের ভার কমাতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে।

দুরন্ত বার্তা

গুরু পূর্ণিমায় শুভেচ্ছা ও প্রণাম নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা। বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে এই বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এই সঙ্গে এ দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে সকল গুরুদের প্রতি আমি প্রণাম জানাই। ভারতীয় সংস্কৃতিতে, গুরু এবং শিষ্যের সম্পর্ক কেবল শিক্ষার মাধ্যম নয়, বরং আজীবন নির্দেশনারও। আমাদের ইতিহাসে, গুরুরা সর্বদা শিষ্যদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, জ্ঞান, আচরণ, সংস্কৃতি এবং মাতৃভূমির প্রতি আনুগত্য জাগিয়ে তোলার জন্য কাজ করেছেন। এই উপলক্ষে, আমি দেশ গঠনে অবদান রাখা সকল গুরুদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা জানাই। অন্যদিকে রাজ্য জুড়ে মানুষকে গুরু পূর্ণিমার শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়েছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তাকে পথ দেখিয়েছেন এমন সকল গুরু এবং পরামর্শদাতাদের প্রতিও তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।সামাজিক মাধ্যমে, মুখ্যমন্ত্রী মাঝি লিখেছেন, গুরু পূর্ণিমার শুভ উপলক্ষে, আমি সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাকে পথ দেখিয়েছেন এমন সকল শিক্ষাগত, আধ্যাত্মিক বা পেশাদার গুরুদের চরণে আমি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।অন্যদিকে গুরু পূর্ণিমার এই শুভক্ষণে রাজ্যবাসীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। বৃহস্পতিবার শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদারতিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, এই পবিত্র দিনে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের প্রতি যাঁরা জ্ঞান, মূল্যবোধ ও আদর্শের পথ দেখিয়ে আমাদের গড়ে তুলেছেন। গুরুজনের দ্বারা সঞ্চারিত শিক্ষা এবং আশীর্বাদেই গড়ে ওঠে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ। তাঁদের প্রতি প্রণতি জানিয়ে আসুন আমরা আজ আরও একবার দৃঢ় সংকল্প করি জ্ঞান, ন্যায় ও মানবিকতার পথে চলার।

পাঁচদেশীয় বিদেশ সফর শেষ করে দেশে ফিরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কূটনৈতিক সাফল্যে উজ্জ্বল যাত্রাপথ

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাইঃএক দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সফর শেষে বৃহস্পতিবার সকালে মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাঁচটি দেশের-ঘানা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং নামিবিয়া-সফর করে দেশে ফিরলেন তিনি। এই সফরকে কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশ্লেষকরা।প্রধানমন্ত্রী মোদীর এবারের বিদেশ সফর ছিল বহুমুখী উদ্দেশ্য পূরণের এক অনন্য প্রচেষ্টা। আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের পাঁচটি দেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে এই সফরের পরিকল্পনা করা হয়। প্রতিটি দেশেই তিনি স্থানীয় রাষ্ট্রনাযকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন এবং পরবর্তী দশকের জন্য কৌশলগত ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার রূপরেখা তৈরি করেন।প্রথমে তিনি পা রাখেন ঘানায়। পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটির সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিক সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। স্বাধীনতা-উত্তর আফ্রিকায় ভারতের প্রভাব ও সমর্থন, বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে কেন্দ্র করে, ঘানার রাজনীতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। এবার সেই সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, কৃষি সহযোগিতা এবং প্রযুক্তি আদানপ্রদানের নতুন দিকচিহ্ন তৈরি হয়েছে। ঘানার রাষ্ট্রপতি নান আকুফো-আডো-র সঙ্গে বৈঠকে কৃষি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং আইটি ক্ষেত্রে যৌথ প্রকল্প চালুর বিষয়ে চুক্তি হয়।এরপরে তিনি রওনা দেন ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর দিকে। এই দেশটিতে বহু ভারতীয় বংশোদ্ভূত বাস করেন এবং প্রবাসী ভারতীয় সমাজের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর আন্তরিক সংযোগ এই সফরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। ত্রিনিদাদের প্রধানমন্ত্রী দেশটির প্রেসিডেন্ট ও

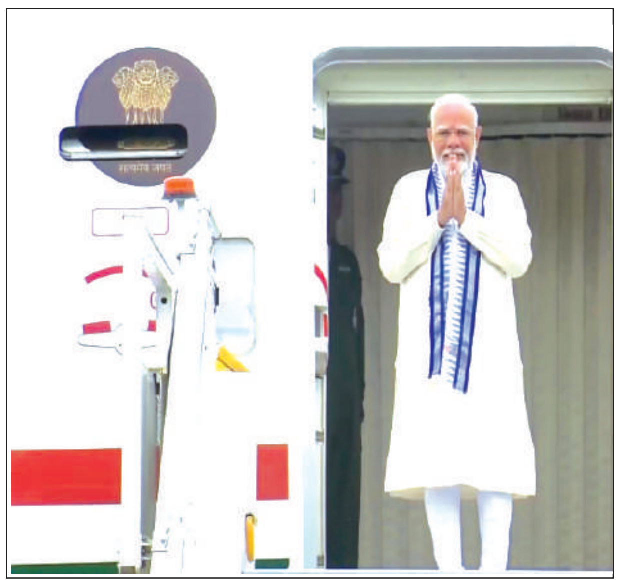

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন এবং দ্বিপাক্ষিক সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বিষয়ে আলোচনা করেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের জন্য একাধিক নতুন প্রকল্প ঘোষণাও হয়। পাশাপাশি, সেখানকার ইউনিভার্সিটি গুলিতে হিন্দি ভাষা শিক্ষা প্রসারে ভারতের সাহায্য এবং সফট পাওয়ারের প্রসার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়।আর্জেন্টিনায় মোদীর সফর ছিল অনেকটাই অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার দিকে ঝুঁকে। বিশেষ করে কৃষি প্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যাল গবেষণা ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে যৌথ উদ্যোগ গড়ে তোলার কথা উঠে আসে। আর্জেন্টিনার রাষ্ট্রপতি হাভিয়ের মিলেই-র সঙ্গে এক যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ভারত-আর্জেন্টিনা সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও প্রসারিত হবে এবং দুই দেশের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গবেষণায় পারস্পরিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। দুই দেশের মধ্যে নিউক্লিয়ার মেডিসিন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।এরপর তিনি যান ব্রাজিলে, যেখানে এবারের ১৭তম ব্রিকস (BRICS) শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন, দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রনাযকরা। এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থান আরও মজবুত হয়েছে বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। মোদী তাঁর বক্তব্যে ব্রিকসের দেশগুলির মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা, প্রযুক্তিগত সংহতি এবং বিশ্ব-দক্ষিণ (Global South)-এর উন্নয়ন প্রসঙ্গে জোর দেন। পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, সাইবার নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক ইস্যুগুলিতেও ভারত যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তা তুলে ধরেন।সফরের শেষ গন্তব্য ছিল নামিবিয়া। আফ্রিকার এই দক্ষিণাঞ্চলীয় দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে চিতাবাঘ স্থানান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে। ভারত থেকে নামিবিয়ায় চিতা পাঠানো এবং পরিবেশ রক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতা বিশ্বজুড়ে নজর কেড়েছে। এবার প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফরে সেই সম্পর্ক আরও জোরদার হয়েছে। দু'দেশের মধ্যে প্রতিরক্ষা, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একাধিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।এই পাঁচদেশীয় সফরে প্রতিটি পর্যায়ে ভারতের অগ্রাধিকার ভিত্তিক কূটনৈতিক কৌশল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রতিটি দেশেই ভারতকে ভবিষ্যতের উন্নয়ন-অংশীদার হিসেবে তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে শুধু রাজনৈতিক নয, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কও নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে।বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সফরের মাধ্যমে ভারত একদিকে যেমন আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সঙ্গে তার ঐতিহাসিক বন্ধন আরও দৃঢ় করেছে, তেমনই বৈশ্বিক রাজনীতিতে ভারতের গুরুত্বও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিকস সম্মেলনে মোদীর অংশগ্রহণ এবং সেখানে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে দেওয়া ইঙ্গিত দিচ্ছে, আগামী দিনে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিসরে ভারত তার নেতৃত্বের ভূমিকাকে আরও জোরদার করতে চলেছে।বৃহস্পতিবার সকালে যখন প্রধানমন্ত্রী মোদী দেশের মাটিতে পা রাখেন, তখন এক সফল কূটনৈতিক অভিযানের সঙ্গে তাঁর ফেরা যেন এক নতুন আত্মবিশ্বাসের বার্তা দিল ভারতের জনগণকে। কূটনীতির এই সাফল্য ভারতের বিদেশনীতি এবং বিশ্ব নেতৃত্বের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে বলেই আশা করা যায়।SEO Keywords: প্রধানমন্ত্রী মোদী পাঁচদেশীয় সফর, নরেন্দ্র মোদী বিদেশ সফর ২০২৫, ব্রিকস সম্মেলন রিও ডি জেনেইরো, ভারত নামিবিয়া সম্পর্ক, ভারত ঘানা সহযোগিতা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো ভারত, আর্জেন্টিনা সফর মোদী, মোদী ব্রাজিল সফর, আন্তর্জাতিক কূটনীতি ভারত, মোদীর কূটনৈতিক সাফল্য

শ্রাবণী মেলার সূচনায় ভক্তদের শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী শ্রাবণী মেলার সূচনায় ভক্তদের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাংলার হুগলি জেলার ঐতিহ্যবাহী তারকেশ্বর শ্রাবণী মেলা আজ থেকে শুরু হচ্ছে। বাবা তারকনাথের মাহাত্ম্যধন্য এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে প্রতিবছরই গোটা শ্রাবণ মাস জুড়ে ভগবান শিবের আশীর্বাদ কামনায় সমাগম ঘটে লক্ষ-লক্ষ ভক্তবৃন্দের। আমি এই মেলায় আগত সেই সকল ভক্তবৃন্দকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, এ প্রসঙ্গে বলি, তারকেশ্বর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে এবং পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে আমাদের সরকার নানা পদক্ষেপ করেছে, যার মধ্যে আছে এলাকাজুড়ে রাস্তাঘাটের সংস্কার,পানীয় জলের ব্যবস্থা, দুধপুকুরের সংস্কার, স্নানঘাট নির্মাণ, তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন, অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত পুলিশি ব্যবস্থা, সিসিটিভি ইত্যাদি। আমাদের গড়ে দেওয়া তারকেশ্বর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এলাকার উন্নয়নে সদা সক্রিয়। সকল ভক্তবৃন্দকে বলব - সাবধানে, আস্তে আস্তে যান। ভাল করে জল ঢেলে নিরাপদে ফিরে আসুন বলে মনে করা হয়েছে।

দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা করে রাজনাথকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা মোদীর

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনাথের দীর্ঘায়ু ও সর্বদা সুস্থতা কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিংজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। তিনি তাঁর পরিশ্রমী স্বভাব এবং প্রজ্ঞার জন্য নিজেকে পৃথক করে তুলেছেন। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতকে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁর দীর্ঘ ও সুস্থ জীবনের জন্য প্রার্থনা করছি।

রাশিফল

মেষঃ আধ্যাত্মিকতার প্রতি আজ আগ্রহ বাড়বে মেষ রাশির জাতকদের। ভাই বা বোনের থেকে সাহায্য পেতে পারেন। গাড়ি কেনার যোগ রয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা নতুন পথ পেতে পারেন। শত্রুরা ক্ষতির চেষ্টা করলেও বিফল হবে। চাকরিজীদের পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে।।

বৃষঃআজ আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে। নতুন বিনিয়োগের জন্য আজকের দিনটি শুভ। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের ফল পাবেন। পারিবারিক সম্পর্ক মজবুত হবে। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা জরুরি। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন।।বিহারে যোগ হতে পারে।

মিথুনঃআজ লোহা ও বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম কিনলে সমস্যায় পড়তে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়বে। কর্মস্থানে নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। তরল দ্রব্যের ব্যবসা লাভজনক হবে। আয় উর্ধগামী হবে। প্রতিবেশীদের কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন।

কর্কটঃ আজকের দিনটি বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আর্থিক দিক থেকে কিছুটা চাপ থাকলেও, ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকবে। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে। মানসিক চাঞ্চল্য কমবে। গুরু পূর্ণিমার প্রভাবে আপনার মানসিক শান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।।

সিংহঃহাড় ও চর্ম রোগের সমস্যায. ভোগান্তির যোগ রয়েছে সিংহ রাশির জাতকদের। অর্থ সঞ্চয়ে বাধা পেতে পারেন। পড়াশোনায় ছাত্রছাত্রীদের অমনোযোগ বাড়বে। লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকছে। অফিসে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়তে পারেন।।

কন্যাঃ শুভ সংবাদ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা পাবেন। কর্মে পদোন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক লাভ হতে পারে। পারিবারিক জীবনে শান্তি বজায় থাকবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে ছোটখাটো সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। চিকিৎসায় অতিরিক্ত খরচের সম্ভাবনা। দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।।

তুলাঃহাঁপানি,বাত,অর্শ ও পুরনো অসুখে কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কর্মপ্রার্থীদের নতুন চাকরি পাওয়ার যোগ রয়েছে। যানবাহন থেকে বিপদের সম্ভাবনা থাকছে। বন্ধুর কারণে উপার্জনের নতুন পথ পেতে পারেন। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে। ব্যবসায় যথার্থ লাভ নাও হতে পারে।।

বৃশ্চিকঃআজকের দিনটি আপনার জন্য শুভ। বড় কোনও সুযোগ মিলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত সুযোগ আসতে পারে।

ধনুঃধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি উৎসাহ এবং নতুন সুযোগে পূর্ণ হবে। বিবাহের যোগ।

মকরঃএকটা জায়গার পর নিজের ওপর চাপ দেবেন না এবং ঠিকভাবে বিশ্রাম নিন। আপনার অস্থাবর সম্পত্তি যে কোনও আজই চুরি করতে পারে। শুভ রং লাল হবে।

কুম্ভঃ আজ আপনার ব্যক্তিত্ব অন্যদের আকৃষ্ট করবে। সামাজিক জীবনে সক্রিয় থাকুন। কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসবে। আর্থিক দিক থেকে দিনটি শুভ। সংসারে শান্তি।

মীনঃ গুরু পূর্ণিমার প্রভাবে আপনার আধ্যাত্মিক ও মানসিক শান্তি বৃদ্ধি ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্মান বাড়বে। নতুন সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক দিক থেকে উন্নতির যোগ

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মবার্ষিকীতে স্মারক ডাকটিকিট

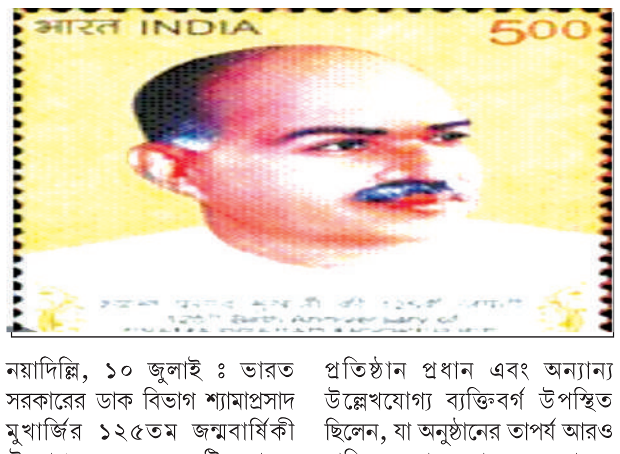

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ ভারত সরকারের ডাক বিভাগ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। দিল্লির সিরি ফোর্ট অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে বুধবার এটি প্রকাশ করা হয়।কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) ডঃ জিতেন্দ্র সিংয়ের উপস্থিতিতে স্মারক ডাকটিকিটটি উন্মোচন করা হয়। দিল্লি সার্কেলের প্রধান পোস্ট মাস্টার জেনারেল কর্নেল অখিলেশ কুমার পান্ডে প্রথম ডাকটিকিট অ্যালবামটি উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তা, প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন, যা অনুষ্ঠানের তাৎপর্য আরও বাড়িয়ে তোলে।ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশাত্মবোধক বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনা এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জীবন, উত্তরাধিকার এবং অবদানের উপর ভিত্তি করে একটি প্রদর্শনী দেখানো হয়।পাঁচ টাকা মূল্যের স্মারক ডাকটিকিট এবং সংশ্লিষ্ট ফিলাটেলিক জিনিসপত্র এখন সারা দেশের ফিলাটেলিক ব্যুরোয় এবং অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। বুধবার রাতে কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী এবং উত্তর-পূর্ব উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এক্স হ্যান্ডেলে এই ডাকটিকিট প্রকাশের কথা জানিয়েছেন।

নির্বিঘ্নেই চলছে অমরনাথ যাত্রা, পুণ্যার্থীদের অষ্টম দলও রওনা

জম্মু, ১০ জুলাই ঃ জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস বেস ক্যাম্প থেকে ৭,৩০৭ জন তীর্থযাত্রীর আরেকটি দল অমরনাথ গুহা মন্দিরে তীর্থযাত্রা করার জন্য কাশ্মীর উপত্যকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। ২৮৪টি গাড়িতে বৃহস্পতিবার ভোরে তীর্থযাত্রীরা বেস ক্যাম্প থেকে রওনা হয়েছেন।এই দলে ৫৫৩৪ জন পুরুষ, ১৫৬ জন মহিলা, ২৫ জন শিশু, ১৩৮ জন সাধু এবং ২৪ জন সাধ্বী আছেন। এর মধ্যে ৩০৮১ জন তীর্থযাত্রী ভোর ৩.১৫ মিনিটে বালতাল বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে এবং ৪,২২৬ জন পহেলগাম বেস ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে ৩.৫৮ মিনিটে রওনা হয়েছেন বলে মনে করাহয়।

বিহারের দুই নবাব পাপ্পু যাদবকে অসম্মান করেছেন, মন্তব্য পুনাওয়ালার

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা। তাঁর কথায়, বিহারের দুই নবাব পাপ্পু যাদবকে অসম্মান করেছেন। নির্বাচনমুখী বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিরুদ্ধে বুধবার পাটনায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মহাজোট। আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী একটি ট্রাকে দাঁ।ড়িয়ে বক্তব্য রাখেন। কিন্তু, পূর্ণিয়ার নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদবকে নিরাপত্তা কর্মীরা সেই ট্রাকে উঠতে দেননি।এ প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার পুনাওয়ালা বলেছেন, তথাকথিত 'পাপ্পু' কংগ্রেসকে ডুবিয়ে দিলেও, তেজস্বী যাদব এবং কংগ্রেস গতকাল আরেকটি পাপ্পুকে কাঁদিয়েছে। পাপ্পু যাদব বিহারের একজন সম্মানিত নেতা এবং একজন সাংসদ। পরে, তিনি একটি সাক্ষাৎকারে আবেগপ্রবণভাবে প্রকাশ করেছিলেন যে, তিনি এই অপমান গ্রাস করবেন। বিহারের দুই নবাব পাপ্পু যাদবকে অসম্মান করেছেন। কানহাইয়া কুমারকে ট্রাকে উঠতে না দেওয়াও প্রমাণ করে যে, শুধুমাত্র 'পরিবারবাদী নবাবদের' ট্রাকে যেতে দেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হয়েছে ।।

স্বস্তিতে তৃণমূল, ১০ নেতাকে বেকসুর খালাস করল দিল্লির আদালত

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃ স্বস্তি পেল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের ১০ নেতাকে বেকসুর খালাস করল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। নির্বাচন কমিশন দফতরের বাইরে ২০২৪ সালের বিক্ষোভের সঙ্গে জড়িত ১০ তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকে বেকসুর খালাস দিয়েছে রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। ডেরেক ও'ব্রায়ান, মহম্মদ নাদিমুল হক, সাকেত গোখলে, সাগরিকা ঘোষ, আবীর রঞ্জন বিশ্বাস, অর্পিতা ঘোষ, দোলা সেন এবং বিবেক গুপ্তা-সহ ১০ নাটকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারা ১৮৮, ১৪৫ এবং ৩৪-এর অধীনে বেআইনি সমাবেশ এবং জনসাধারণের আদেশ অমান্য করার অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।২০২৪ সালের এপ্রিলে নির্বাচন কমিশনের বাইরে বিক্ষোভের মামলায় দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়ান-সহ ১০ জনকে খালাস দিয়েছে। এই মামলায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছিল। ৮ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে নির্বাচন কমিশনের বাইরে বিক্ষোভ সংক্রান্ত মামলায় আদালত ডেরেক ও ব্রায়েন, মহম্মদ নাদিমুল হক, দোলা সেন, সাকেত গোখলে, সাগরিকা ঘোষ, বিবেক গুপ্তা, অর্পিতা ঘোষ, ডঃ শান্তনু সেন, আবীর রঞ্জন বিশ্বাস, সুদীপ রাহাকে সমন জারি করেছিল।

ভারতীয় সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে বধির শিক্ষার্থীদের ইংরাজি শেখানোর সর্বোত্তম পন্থা নিয়ে কর্মশালা দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই ঃকেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের আওতাধীন স্বশাসিত সংস্থা ইন্ডিয়ান সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার বা আইএসএলআরটিসি দিল্লিতে বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভারতীয় সাংকেতিক ভাষার মাধ্যমে বধির শিক্ষার্থীদের ইংরাজি শেখানোর সর্বোত্তম পন্থা সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করেছে। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রথম ধারাবাহিক পুনর্বাসন শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভারতীয় সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করে বধির শিক্ষার্থীদের ইংরাজি শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বধির শিক্ষার্থীদের ইংরাজি ভাষায় দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি ভারতীয় সাংকেতিক ভাষার পাঠক্রমের বিষয়গুলিও এখানে অন্তর্ভুক্ত।এই কর্মশালায় দেশের এবং বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ যোগ দেবেন। প্রশ্নোত্তর-ভিত্তিক আলোচনা, প্রেজেংটেশন এবং দল-ভিত্তিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই কর্মশালা সম্পন্ন হবে। প্রশিক্ষণ নেবেন বধিরদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং এইসব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার বিশেষ উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টিপাত চলবে দক্ষিণবঙ্গেও। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে। বৃহঃবার সকালেও আকাশ মেঘলা, বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.০ ডিগ্রি কম।আগামী বেশ কিছু দিন উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। রবি ও সোমবার জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর মাঝে সারা সপ্তাহ জুড়েই কমবেশি ঝড়-বৃষ্টি চলবে।

তাপমাত্রা- ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৮ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৯২ শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০৯.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টা ৫৭মিনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২২মিনিটে

কেশবচন্দ্র নাগের জন্মদিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ কেশব চন্দ্র নাগ, যিনি কে. সি. নাগ নামেই অধিক পরিচিত। প্রবাদ প্রতিম গণিতজ্ঞ কেশবচন্দ্র নাগের জন্মদিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, প্রবাদ প্রতিম গণিতজ্ঞ কেশব চন্দ্র নাগের জন্মদিবসে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য।আধুনিক গণিত - চতুর্থ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকের পথ প্রদর্শক। পরবর্তীতে উচ্চতরের পাঠ্য রচনা করেন তিনি। উল্লেখ্য, হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় তাঁর পৈতৃক জন্মভিটে রয়েছে। সেখানেই নাগ পাড়ায় তিনি ১৮৯৩ সালের এই দিনে জন্মগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে এবং গুরুপূর্ণিমার সন্ধিক্ষণেও স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা। এরপর মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতার পদে চাকরি করেন তিনি বলে মনে জানি।

বৃষ্টির জেরে মধ্যপ্রদেশে জারি সতর্কতা

ভোপাল, ১০ জুলাই ঃ মধ্যপ্রদেশে প্রবল বর্ষণে একাধিক জেলায় বন্যার পরিস্থিতি। বৃহস্পতিবার আবহাওয়া দফতরের তরফে জানা গেছে, ১৪টি জেলায় অতি ভারী এবং ২২ জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা

অসম-মিজোরাম সীমান্তে সিআইজেডব্লিউ স্কুল সম্প্রসারণঃভাইরেংটিতে কাছাড়-কোলাশিব প্রশাসনের যৌথ বৈঠক, কৌশলগত সহযোগিতার নজির

শিলচর, ১০ জুলাইঃঅসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী ভাইরেংটি-লায়লাপুর অঞ্চলে অবস্থিত কাউন্টার ইনসার্জেন্সি অ্যান্ড জঙ্গল ওয়ারফেয়ার (CIZJW) স্কুল-এর পরিকাঠামো সম্প্রসারণে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে যৌথ প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য এই বৈঠকে অংশ নেন অসমের কাছাড় এবং মিজোরামের কোলাশিব জেলার রাজস্ব ও বন দফতরের প্রতিনিধিরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গুয়াহাটির ডিফেন্স এস্টেট অফিস এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা। ভাইরেংটি-সিআইজেডডব্লিউ স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই বৈঠকে মূলত প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির চিহ্নিতকরণ, সমীক্ষা ও প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই প্রকল্প শুধুমাত্র একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ নয়, বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রতিরক্ষা কৌশল ও আন্তঃ রাজ্য সহযোগিতার এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত হিসেবেও দেখা হচ্ছে।কাছাড়ের জেলাশাসক মৃদুল যাদব এই বৈঠকে বিশেষ ভূমিকা নেন। প্রশাসনিক সূক্ষ্মতা ও সহমর্মিতার প্রয়োগে তিনি বলেন,

আজকের বৈঠক সহযোগিতা ও যৌথ দায়িত্ববোধের প্রতিচ্ছবি। দুই রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সুসমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা এই প্রকল্পকে বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব বলে আমি আশাবাদী। তিনি আরও জোর দেন, যৌথ সমীক্ষা, জমি চিহ্নিতকরণ এবং স্থানীয় জনগণের স্বার্থরক্ষা যেন সুনির্দিষ্টভাবে হয়।প্রকল্পটির গুরুত্ব অপরিসীম। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কৌশলগত প্রস্তুতি এবং নিরাপত্তা বাহিনীর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আরও মজবুত করতেই এই সম্প্রসারণের উদ্যোগ। পাহাড় ও জঙ্গলঘেরা এই অঞ্চলে সন্ত্রাসদমন ও গেরিলা কায়দায় যুদ্ধের উপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে সিআইজেডব্লিউ স্কুল। এর সম্প্রসারণ হলে পূর্বাঞ্চলে প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির নতুন দিগন্ত খুলবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই ধরনের প্রকল্পে দুই রাজ্যের মধ্যে অতীতে মতানৈক্য দেখা দিলেও এবার যৌথ উদ্যোগ ও পারস্পরিক সমঝোতার বার্তা মিলেছে এই বৈঠকের মাধ্যমে। স্থানীয় প্রশাসনের মতে, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলাকালীন স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয়, তা নিশ্চিত করাই হবে প্রথম অগ্রাধিকার।বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, যৌথ সমীক্ষা ও জমি নির্ধারণের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয়. প্রতিরক্ষা দপ্তর একযোগে প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে এগোবে।শিলচরের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আঞ্চলিক কার্যালয় এক সরকারি প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়েছে, এই উদ্যোগ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নের বার্তা বহন করছে। দুই রাজ্যের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে যৌথ প্রতিরক্ষা উদ্যোগ এই অঞ্চলের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে।এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে অসম-মিজোরাম সীমান্তের ভাইরেংটি এলাকাটি দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। পাশাপাশি, এটি হবে আন্ত ঃরাজ্য সহযোগিতার এক মডেল, যেখানে প্রশাসনিক সমন্বয়, জনসচেতনতা এবং প্রতিরক্ষা নীতির বাস্তবায়ন একসাথে বাস্তব রূপ পাবে।

কলকাতায় তিনদিনের পর্যটন মেলার সূচনা করলেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ বৃষ্টি বিঘ্নিত পরিবেশেই তিনদিনের পর্যটন মেলার সূচনা হল বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে। এই মুহূর্তে কলকাতায় ১৪ টি দেশের ও ২৫ টি রাজ্যের ৫০০ এর বেশি প্রতিনিধি তাদের ভ্রমণের পসরা নিয়ে যোগদান করেছেন এবারের মেলায। আগামী ১২ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই মেলা। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও প্রতিবেশী বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির ওই মেলাতে সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করেছে। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। এছাড়াও সে রাজ্যের গুলমার্গ সহ দুই কেন্দ্রের বিধায়ক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও থাইল্যান্ডের কনসাল জেনারেল, ছত্তিশগড় ট্যুরিজম বোর্ডের চেয়ারম্যান, সিকিম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ প্রমুখ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বরম্ভা এলাকায় জলজটে পচছে পটল গাছ, আশঙ্কায় চাষীরা

দুরন্তবার্তা, পূর্বস্থলী প্রসেনজিৎ দেবনাথ ঃ পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের বিশ্বরম্ভা এলাকার বিস্তীর্ণ চাষের জমিতে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে জমে রয়েছে জল। যার জেরে ভাসছে পটলের ক্ষেত। পটল গাছের গোড়ায় দীর্ঘ সময় ধরে জল দাঁড়িয়ে থাকার কারণে গাছ পচে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। শুধু পটল নয়, অন্যান্য সবজির ক্ষেতেও একই সমস্যা তৈরি হয়েছে। জল জমে থাকায় গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে।আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কয়েক দিন আরও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে চাষীদের কপালে। জমিতে জল বেরোনোর মতো উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। স্থানীয় এক চাষী বৃহস্পতিবার জানান, 'টানা বৃষ্টির ফলে আমাদের ক্ষেতের অবস্থা খুবই খারাপ। জমিতে জল দাঁড়িয়ে আছে। পটল গাছে এখন ফুল আস্ক্সার সময়, কিন্তু ফুল ঠিকমতো আস্ক্সছে না। যেগুলো আসছে, সেগুলোও ঝরে যাচ্ছে। এতে ফলন মার খাবে। অনেক গাছ ইতিমধ্যেই হলদে হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে।' চাষীদের মতে, দ্রুত জল বের করার ব্যবস্থা না করা গেলে পচে যেতে পারে সম্পূর্ণ ফসল। এতে বড়সড় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে চাষীদের। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের তরফে নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও চাষীদের সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গলসির গার্লস জুনিয়র হাইস্কুলে দুই শিক্ষিকা ও এক ছাত্রী

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান ঃ বিদ্যালয়ে দু'জন শিক্ষিকা, অথচ পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র ১! এই অবাক করা বাস্তব চিত্র পূর্ব বর্ধমানের গলসি দুই নম্বর ব্লকের মহড়া গ্রামে অবস্থিত গার্লস জুনিয়র হাইস্কুলে। তবে সবরকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শিক্ষাদানের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষিকা কাজরী পাঁজা ও সোমা সরকার। ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন পেয়ে ৩৫ জন পড়ুয়াকে নিয়ে শুরু হয় বিদ্যালয়ের পথচলা। এখানে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হয়। তখন একজন অবসরপ্রাপ্ত অতিথি শিক্ষক পাঠদানের দায়িত্বে ছিলেন। ২০২২ সালে তাঁর অবসরের পর ধীরে ধীরে কমতে থাকে পড়ুয়ার সংখ্যা। একসময় মাত্র চারজন পড়ুয়া বাকি ছিল, যাদের অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। এরপর প্রায় দু'বছর বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ বন্ধ থাকে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়টি আবার চালু হয়। তবে ততদিনে এলাকার বেশিরভাগ পড়ুয়াই অন্য স্কুলে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। ফলে এখন মাত্র একজন পড়ুয়াকে নিয়েই চলছে ক্লাস। টিচার-ইনচার্জ কাজরী পাঁজা বলেন, 'আমরা বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা চালাচ্ছি। আশা রাখছি আগামীতে পড়ুয়াদের সংখ্যা বাড়বে।' স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন, পরিকাঠামোগত উন্নতি হলে এবং নিয়মিত পঠনপাঠন চললে এলাকার ছেলেমেয়েরাই এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে। অভিভাবকদের মতে, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে দূরের স্কুলে যাতায়াত করা পড়ুয়াদের পক্ষে কষ্টকর। তাই এই বিদ্যালয়টি যদি ফের সম্পূর্নরূপে কার্যকর হয়, তা হলে অনেকেই এখানেই পড়াশোনার জন্য আসবে।

শংকরপুর সহ বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী গ্রামগুলি আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ জুলাই মাসে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বর্ষা শুরু হয়েছে। ফুলেফেঁপে উঠেছে খাল বিল নদী নালা। অন্যদিকে বিভিন্ন জলাধার থেকে ছাড়ছে জল। বাড়ছে সমুদ্রের জলস্তর। আর তাতেই অশনি সংকেত দেখছেন জেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার মানুষজন। কারণ বেহাল সমুদ্র বাঁধের অবস্থা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শংকরপুর, জামড়া, চাঁদপুর, বালিশাই সহ উপকূলবর্তী গ্রামগুলির কয়েক হাজার হাজার পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। বারবার প্রশাসনকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি অভিযোগ গ্রামবাসীদের। প্রসঙ্গত ২০২১ সালে ইয়াস ঝড়ে দিঘা মোহনা থেকে শংকরপুর এলাকার প্রায় তিন কিলোমিটার সমুদ্র বাঁধ কার্যত সমুদ্রের তলায় চলে যায় এমনকি সমুদ্র বাঁধ মেরামতির সময় ঝড় শুরু হয়ে যাওয়ার সেই অসমাপ্ত কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। যেটুকু কাজ হয়েছিল সেটুকু সমুদ্রে গর্ভে চলে গেছে। তাই প্রতিবছর সামুদ্রিক জোয়ারে একের পর এক সমুদ্রে পাড়ের এলাকা দোকান ঘর গৃহস্থলী সমুদ্র গর্ভে তালিয়ে গেছে। এমন কি বর্ষাকালে অমাবস্যা পূর্ণিমার জোয়ারে শংকরপুর, জামরা, চাঁদপুর সহ এলাকার বিস্তীর্ণ গ্রাম জলমগ্ন হয়ে যায়। ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় নিতে হয় উঁচু জায়গায় প্রশাসনকে জানিয়ে তেমন কোনও কাজ হয়নি। তাই ক্ষোভ গ্রামবাসীরা মনে। তাদের দাবি, অবিলম্বে এই অসমাপ্ত কাজ এবং স্থায়ী কংক্রিটের বাঁধ গড়ে তোলা হোক শংকরপুর এলাকায়। শুধু এলাকার বাসিন্দা নয় ওই এলাকার কয়েক হাজার মৎস্যজীবী যাদের জীবন জীবিকা নির্ভর শংকরপুর মৎস্য বন্দরের ওপর তারাও আতঙ্কে রয়েছেন।

ভিন রাজ্যে দুর্ঘটনায় আনন্দ পশ্চিমবঙ্গের শাসকদের, কটাক্ষ তথাগতর

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ গুজরাটে ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর তৃণমূলের মন্তব্যে কটাক্ষ প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়ের। বৃহস্পতিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখে ছেন, 'এককালে bengal thinks today india thinks day after ছিল, এখন বাঙালী সকাল থেকে রাত, গুজরাট, ইউপি, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের দিকে তাকিয়ে থাকে। কখন ব্রিজ ভাঙ্গল, কোথায় দুর্নীতি, কোথায় রেপ, যদি নিজের দোষ, থুড়ি গুন ঢাকা যায়। ন্যাংটোর আবার বাটপাড়ের ভয়!' প্রসঙ্গত, বুধবার সকালে ভারী বর্ষণের জেরে মোদী রাজ্য গুজরাতে ভেঙে পড়ে আনন্দ ও বরোদা জেলার সংযোগকারী গম্ভীরা সেতু। বেশ কয়েকজনের মৃত্যু হয়। মোরবির সেতু দুর্ঘটনার ক্ষত এখনও শুকায়নি। গুজরাতে একের পর এক ব্রিজ দুর্ঘটনায় তৃণমূল অভিযোগ তুলেছে, বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার কি ডাহা ফেল করছে। মহাকুম্ভ-সহ একাধিক দুর্ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি সরকারের কড়া সমালোচনা করেছে।

উরশ উপলক্ষে বীরভূমে রেলের বাড়তি পরিষেবা

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ শুক্রবার, ১১ জুলাই 'আলম বাবা উরশ মোবারকের' জন্য দুবরাজপুর ও চিনপাই স্টেশনে পাঁচ জোড়া মেমু ট্রেন দু'মিনিটের জন্য থামবে। নিম্নলিখিত পাঁচ জোড়া মেমু ট্রেনের স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১) ৬৩৫২৯, ৬৩৫৩০ অন্ডাল - রামপুরহাট - অন্ডাল মেমু, ২) ৬৩৫৩১, ৬৩৫৩২ অন্ডাল - সাঁইথিয়া - অন্ডাল মেমু, ৩) ৬৩৫৩৩/৬৩৫৩৪ অন্ডাল - সাঁইথিয়া - অন্ডাল মেমু, ৪) ৬৩৫৩৫/৬৩৫৩৬ অন্ডাল - সাঁইথিয়া - অন্ডাল মেমু, এবং ৬৩৫৩৭/৬৩৫৩৮ অন্ডাল - সাঁইথিয়া - অন্ডাল মেমু। রেলের এক প্রেস বিবৃতিতে একথা জানানো হয়েছে।

সার্বজনীন কালীমন্দিরের নবরূপে উন্নয়ন ও সংস্করণে ভিত্তিপ্রস্তর

দুরন্তবার্তা, নববারাকপুর ঃ বৃহস্পতিবার সকালে নব বারাকপুর পুরসভার ২ নং ওয়ার্ডে ৭৫ বছরের সার্বজনীন কালীমন্দিরের নবরূপে উন্নয়ন ও সংস্কারের ভিত্তিপ্রস্তর করা হল। মন্দির পুরোহিত পূজা অর্চনা করে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে শুভ কার্যারম্ভ সূচনা করেন পুরসভার পুরপ্রধান তথা মন্দির কমিটির সভাপতি প্রবীর সাহা। পুরপ্রধান বলেন আজ গুরু পূর্ণিমার পুন্য দিনে সুন্দর সন্ধিক্ষণে নববারাকপুর পুরসভার পুরবোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিককে সামনে রেখে ঐতিহ্যবাহী সুপ্রাচীন কালীমন্দিরের নবরূপে উন্নয়ন ও পুনঃনির্মান ভূমিপুজা করা হল। ১৯৫০ সালে ১৬ অক্টোবর নববারাকপুর শহরের স্রষ্টা পুরসভার প্রথম পুরপ্রধান প্রয়াত হরিপদ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন সুদূর বাংলাদেশের খুলনা জেলার বারাকপুর গ্রাম থেকে জলপথে মায়ের বিগ্রহটি সাথে করে নিয়ে। হরিপদ বিশ্বাসের সেই ভাবনাকে আস্ক্রো সুন্দর দৃঢ় সম্পন্ন করতে সার্বজনীন কালীমন্দিরের নবরুপে সংস্করণ আধুনিকিকরন সৌন্দর্যায়ন পরিকল্পনা গ্রহণে ভিত্তিপ্রস্তর করা হল। এলাকায় ধর্মীয় ভাবাবেগকে বিশেষত পূজা অর্চনা আরো সুন্দর ভালো ভাবে হয় সে ব্যাপারে লক্ষ রাখা হবে। নবরুপে মন্দিরের পুনঃনির্মান সম্পন্ন করতে স্থানীয় এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধিরা থাকবেন মন্দির কমিটির সাথে। পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে চারটে মন্দির (মনসা, রাধা গোবিন্দ, শনি, বজরংবলী) স্থাপন, আলাদা ভোগ রান্নার ঘর, পুরোহিত ও সেবায়ত বিশ্রামাগার, অফিস কার্যালয়, দুটো প্রহরী ঘর, পুরো মন্দিরের শেড নির্মাণ, স্টোর রুম, কষ্টিপাথরের কালি মায়ের মন্দির ও বাথরুম সংস্করণ এবং প্রবেশদ্বার নবনির্মিত সিংহ দুয়ারে গেট। আগামী বছর মে জুন মাসে মন্দিরের পুনঃনির্মান সম্পন্ন হবে। এদিন মন্দিরের ভূমি পুজা অনুষ্ঠানে ছিলেন পুরসভার উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি তথা মন্দির কমিটির সম্পাদক দেবাশিস মিত্র, পুরসভার বড়ো বাবু দেব প্রসাদ রাহা, নির্মিকা বাগচী, বেবী চক্রবর্তী, পুজা গুপ্ত, শোভা রায়, নিখিল মালো, সমাজসেবী মৃদুলা সাহা সহ মন্দির কমিটি ও ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা।

সমস্ত পরিকাঠামো থাকতেও নেই শুধু ছাত্ররাই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ তিনতলা ভবন রয়েছে, আছে ক্লাসরুম রয়েছে যাবতীয় পরিকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষিকাও রয়েছে পর্যাপ্ত, শুধু ছাত্ররাই নেই অথচ একটা সময় প্রায় ৮০০ পড়ুয়া ছিল। ক্লাস রুম ছিল ১৬ টি। এখন পড়ুয়া ২০০ জন। ছটি ক্লাসরুমে পড়াশোনা করা হয়। প্রতি ক্লাসে দুটি করে সেকশন ছিল এখন সেসব অতীত কেন এমন হল? উত্তর মিলছে, ক্ষুধার রাজ্যে শিক্ষা গদ্যময় সেকারণেই স্কুলে পড়তে পড়তেই ছাত্ররা হয়ে উঠছে শিশু শ্রমিক। ভয়াবহ এই ছবিটি কোনও প্রত্যন্ত গ্রামের নয়, খোদ মালদা শহরের ইংরেজবাজার পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে মালঞ্চপল্লি মিনু ঝা বয়েজ হাইস্কুল রয়েছেন ১২ জন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, একজন প্যারাটিচার, একজন কম্পিউটার প্রোগ্রামার এই স্কুলই এখন পড়ুয়ার সংকটে উঠে যাওয়ার অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে প্রধান শিক্ষক উজ্জ্বলকুমার দাস জানাচ্ছেন, তআমি ২০১৯ সালে এই স্কুলে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব নিয়েছি আজ যেমন ছাত্রের সংকট, একসময় তা কিন্তু ছিল না। তখন আটশোর উপর পড়ুয়া ছিল এর প্রথম এবং প্রধান কারণ, এলাকার আর্থ সামাজিক পরিকাঠামো তার সঙ্গে রয়েছে মানুষের সচেতনতার অভাব যারা এই স্কুলে পড়ে, তাদের বেশিরভাগই একেবারে নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে আসে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়ক শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী, তিনি জানান, শুধু এই স্কুল নয়, মালদা জেলায় অনেক স্কুলের একই পরিস্থিতি আমি তেমন অনেক স্কুল ঘুরে দেখেছি এই স্কুলগুলো এখন শিশু শ্রমিকদের সোর্স এরিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে এই পড়ুয়ারা বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে চলে যাচ্ছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শক্তিপদবাবু আরও বলেন, এই সমস্যার সমাধানে শুধু মানুষজনকে বোঝালেই হবে না, তাদের আর্থিক পরিস্থিতি উন্নত করতে হবে এর জন্য বড় পরিকল্পনা নিতে হবে। এই নিয়ে মালদা জেলা, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের ডি আই মলয় মন্ডল জানান প্রাথমিকভাবে আমাদের কাছে এ বিষয়টি জানা আছে আমরা এ বিষয়ে খতিয়ে দেখব যদি এই ফিডার সিস্টেমটিকে রিসাবেল করা যায় সেটা দেখা হবে। এদিকে বিজেপির পাল্টা দিয়েছে তৃণমূল। মালদা জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি, শুভময় বসু জানান প্রতিটা গ্রামাঞ্চলে এত স্কুল বেড়েছে যার ফলে সবাই গ্রামীণ বেশিরভাগ পড়াশোনা করছে।

'পার্টির প্রয়োজনে যেটা দরকার সেটা করব' - দিলীপ ঘোষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শমীক ভট্টাচার্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি হওয়ার পরেই আবার দিলীপ ঘোষ দলের মূল স্রোতে ফিরে এসেছেন। পার্টির ডাকে গিয়েছেন দিল্লিতে। বুধবার বিকেলে শিব প্রকাশের সঙ্গে বৈঠক হয় দিলীপের। বেরিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, ওঁর অভিজ্ঞতা আছে বাংলা সম্পর্কে। তাই পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর দাবি, এবার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির আস্ক্রও ১০০ আসন লাগবে। সেভাবেই প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। হঠাৎ কেন দিল্লি গেলেন দিলীপ? সেখানে গিয়ে কী আলোচনা হল? বুধবার সকাল থেকেই চলছিল জল্পনা। বিকেলে বৈঠক সেরে বেরিয়ে দিলীপ ঘোষ জানালেন, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে এদিন। দিল্লি কি দিলীপ ঘোষকে নতুন কোনো দায়িত্ব দিচ্ছে? দিলীপের বক্তব্য , 'দেখি পার্টি কীভাবে চায়। আমি তো বিধানসভায় আগে ক্যান্ডিডেট হয়েছি, লোকসভাতেও হয়েছি। পার্টির প্রয়োজনে যেটা দরকার সেটা করব।' আবার কি কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা পাবেন দিলীপ? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন সাংসদ জানান, এখনও পর্যন্ত কোনও বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। তৈরি হবে কেন্দ্রীয় কমিটি, তারপর ঠিক হবে।

সোনারপুরের ঘটনা নিয়ে এবার সাংবাদিক বৈঠকে জেলা সিপিএমের নেতৃত্ব

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর ঃ সোনারপুর কলেজ নিয়ে আরও বিতর্কিত ভিডিও প্রকাশ করলো জেলা সিপিএম। সোনারপুর মহা বিদ্যালয়ের আরও কিছু বিতর্কিত ভিডিয়ো এবার প্রকাশ্যে এল। বৃহস্পতিবার সিপিএমের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির তরফে বারুইপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে ভিডিয়ো গুলি প্রকাশ করা হয়। একটি ভিডিয়োয় দেখা যায় এক ছাত্রীকে প্রকাশ্যেই অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করেছে এক যুবক। সিপিএমের দাবি,এই ঘটনা কলেজের ইউনিয়ন রুমের ভিতরেই ঘটেছে। ওই যুবক কলেজেরই এক ছাত্র নেতা এবং ছাত্রী কলেজেরই পড়ুয়া বলেও দাবি করা হয়। এছাড়াও কলেজ ক্যাম্পাসে একাধিক পড়ুয়ার গাঁজা খাওয়ার ভিডিয়ো ও সামনে আনে এদিন সিপিএম। পাশাপাশি কলেজের ইউনিয়ন রুমে এলাকার তৃণমূল নেতাদের বসে থাকার ছবিও প্রকাশ করা হয়। প্রসঙ্গত, দু দিন আগে এই কলেজের ইউনিয়ন রুমে এক ছাত্রীর এলাকার এক যুব নেতার মাথা টিপে দেওয়ার ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে।সিপিএমের দাবি, এলাকার বিধায়ক তথা কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি লাভলি মৈত্রের মদতেই ক্রমাগত কলেজে এ ধরনের কাজ কর্ম চলছে। জেলার অন্যান্য কলেজ গুলিতেও তৃণমূলের মদতে শিক্ষার সার্বিক অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ তোলে সিপিএম। বৃহস্পতিবার এই সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ছিলেন সিপিএম নেতা সায়ন ব্যানার্জী ও জেলা সিপিএমের সম্পাদক রতন বাগচী।

পুরুলিয়া জেলা পুলিশের 'পথের দিশা' প্রকল্পের মাধ্যমে নিয়োগ হতে চলেছে অনেক

প্রত্যন্ত এলাকার ছেলে-মেয়েদের জন্য চাকরির সুযোগ করে দিচ্ছে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। অযোধ্যা পাহাড়ের আদিবাসী যুবক-যুবতীদের পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে চাকরির জন্য তিনমাস ব্যাপী হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শিক্ষকের ভূমিকায় দেখা যাবে জেলা পুলিশকে। ইতিমধ্যেই নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের হিলটপে আবাসিক ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার জন্য জড়ো হতে দেখা যায় এক ঝাঁক যুবক-যুবতীদের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ক্যাম্পে যোগদানের জন্য প্রায় ২৮০ জন আবেদন করেছিল। তাদের মধ্য থেকে তাদের মধ্য থেকে ২০৮ জনকে ডাকা হয়েছিল ক্যাম্পে। এইদিন চলে তাদের ইন্টারভিউ রাউন্ড। আর সেখান থেকেই ৫০ জনকে বাছাই করে আবাসিক ক্যাম্পে ট্রেনিং-এর সুযোগ দেওয়া হবে। রাজ্য কলকাতা পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ ও সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য শারীরিক , মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার সমস্ত প্রশিক্ষণ দেবে জেলা পুলিশ অন্যান্য আধিকারিকেরা। পুরুলিয়া জেলা পুলিশের 'পথের দিশা' প্রকল্পের অন্যতম অংশ হয়ে উঠতে চলেছে এই প্রশিক্ষণ।

মিউজিক ভিডিও প্রকাশের আগে নাটকীয় ইনস্টাগ্রাম টিজ দিয়ে শার্লি-অভিষেকের বিচ্ছেদের গুজব

দুরন্তবার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ টেলিভিশনের জনপ্রিয় দম্পতি, শার্লি মোদক এবং অভিষেক বোস, সম্প্রতি তাদের সম্ভাব্য বিচ্ছেদের গুঞ্জন শুরু করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাদের পরবর্তী সহযোগিতার ইঙ্গিত দিয়ে একটি আকর্ষণীয় সোশ্যাল মিডিয়া প্রকাশের মাধ্যমে গল্পটি উল্টে দিয়েছিলেন। তারা এপ্রিল মাসে গাঁটছড়া বাঁধেন, ঘনিষ্ঠ পরিবার এবং বন্ধুদের মধ্যে তাদের মিলন উদযাপন করেন। তাদের বিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ ও প্রাণবন্ত - ঐতিহ্যবাহী বাঙালি পোশাক থেকে আলাদা লেহেঙ্গা এবং শেরওয়ানির মিশ্রণে ছিল। অনলাইনে শেয়ার করা তাদের হানিমুনের ছবিগুলি নবদম্পতির আনন্দকে প্রতিফলিত করে, দম্পতির প্রতি জনসাধারণের স্নেহকে উস্কে দেয়। বিয়ের মাত্র দুই মাস পরে, ভক্তরা তাদের উভয় ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে রহস্যময় এবং আবেগপ্রবণ পোস্টগুলি লক্ষ্য করেছেন। অভিষেক একটি শান্ত কিন্তু মর্মস্পর্শী প্রতিচ্ছবি শেয়ার করেছেন, কীভাবে কিছু অভিজ্ঞতা কারও মনোবল ভেঙে দিতে পারে তা নিয়ে কথা বলেছেন, তবুও স্থিতিস্থাপকতার আহ্বান জানিয়েছেন। একই সাথে, শার্লি তার গল্পগুলিতে একটি সংক্ষিপ্ত বার্তা পোস্ট করেছেন যে 'কিছুই স্থায়ী নয়।' এই ওভারল্যাপিং অনুভূতিগুলি তাৎক্ষণিকভাবে ফাটলের জল্পনা শুরু করে, অনুগত ভক্তদের মধ্যে উদ্বেগের জন্ম দেয়। কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতকতা অনুভব করেছেন। এই নতুন বিবাহ কি ইতিমধ্যেই উন্মোচিত হতে পারে? অন্যরা, যারা সর্বদা আশাবাদী, সুযোগ দেখেছিলেন। আসন্ন প্রকল্পের আগে হঠাৎ করে আবেগের এই তীব্র আগ্রাসন কি কৌশলগত মোড়? বৃহস্পতিবার সকালে এই প্রশ্নের উত্তর তাৎক্ষণিকভাবে মিলে যায় যখন এই দম্পতি একটি আসন্ন মিউজিক ভিডিওর জন্য একটি ছোট টিজার ভিডিও পোস্ট করেন, যেখানে নিশ্চিত করা হয় যে পোস্টগুলি ইচ্ছাকৃত প্রচারমূলক প্রচেষ্টার অংশ ছিল। টিজারটি সম্পূর্ণ আখ্যানের বৃত্তকে নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করে - দুই অপরিচিত ব্যক্তির সাথে শুরু করে, প্রেমে পরিণত হয়, একটি বিবাহে পরিণত হয় এবং শেষ হয় একটি বিচ্ছেদে। শার্লি মোদক বিবাহের পোশাকে উপস্থিত হন যখন অভিষেক বোস পরিপূরক বিবাহের পোশাক পরেন। চিন্তাশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানসিক উত্তেজনা সহ একটি বিচ্ছেদ দৃশ্যে নাটকীয় পরিবর্তন, একটি গভীর সিনেমাটিক গল্পের ইঙ্গিত দেয়। ভিডিওর শেষে, দর্শকরা স্পষ্ট বার্তার টেক্সট দেখতে পান তাদের নতুন সঙ্গীত প্রকল্প আসন্ন। বিনোদন বিপণনের সাথে পরিচিত যারা তাৎক্ষণিকভাবে কৌশলটি চিনতে পেরেছিলেন। প্রাথমিক ইনস্টাগ্রাম পোস্টগুলিতে অস্পষ্টতা - সম্পর্কিত সংবেদনশীল প্রতিফলনের একটি সাবধানে নির্বাচিত মিশ্রণ - শক্তিশালী ক্লিকবেট প্রমাণিত হয়েছিল। টিজারটি মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে, স্পষ্ট করে যে এটি প্রকৃত হৃদয়বিদারক নয় বরং স্ক্রিপ্টেড হৃদয়বিদারক ছিল, ভক্তরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। সোশ্যাল মিডিয়া প্রতিক্রিয়া দ্রুত ছিল। অনেকেই গল্প বলার কৌশলগুলিকে কাজে লাগানোর জন্য দম্পতির প্রশংসা করেছিলেন। গানের থিম সম্পর্কে কৌতুকপূর্ণ কৌতূহল থেকে শুরু করে তাদের সাহসী কৌশলের প্রশংসা পর্যন্ত মন্তব্য করা হয়েছে 'জানতাম একটা চমক আসছে!দ, তুতোমরা দুজন আবার আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছ!' মন্তব্যগুলিতে শেয়ার করা হয়েছে। পর্দার আড়ালে, দম্পতি স্টাইলিং এবং লোকেশনে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন বলে জানা গেছে। বিবাহের দৃশ্যগুলি একটি নাটকীয় ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে চিত্রায়িত হয়েছিল, যখন বিচ্ছেদের দৃশ্যগুলিতে বৃষ্টি-রাতের আলো এবং শক্তিশালী আবেগপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে। প্রাথমিক ঝলকগুলি এই নাটকীয় আর্কের জন্য দৃশ্যত আকর্ষণীয় প্রযোজনা নকশা উপযুক্ত বলে মনে করে। শার্লি ও অভিষেকের সহযোগিতা তাদের ক্যারিয়ারের একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্তে আসে। টিভি মহলে পৃথকভাবে সম্মানিত প্রত্যেকেই - শক্তিশালী খ্যাতি অর্জন করেছে ও সঙ্গীতে এই ক্রসওভার একটি নতুন পর্যায়ের ইঙ্গিত দেয়। তাদের অনস্ক্রিন জুটির বাইরে, যৌথ সৃজনশীল উদ্যোগ সম্পর্কে সোচ্চার, আবেগগত সত্যতার সাথে আকর্ষণীয়, পারফরম্যান্স-চালিত গল্প বলার মিশ্রণ। সম্পূর্ণ মিউজিক ভিডিওর মুক্তির তারিখ ঘিরে প্রত্যাশা তৈরি হচ্ছে। দর্শকরা তাদের বাস্তব জীবনের আর্ককে কতটা ঘনিষ্ঠভাবে প্রতিফলিত করে এবং প্রেম এবং ক্ষতির থিমগুলি তাদের ইনস্টাগ্রাম টিজের মতোই জোরালোভাবে অনুরণিত হবে কিনা তা দেখার জন্য আগ্রহী। অবশেষে, দম্পতি স্থানীয় সাসপেন্স ও একটি আবেগপূর্ণ মোড়ের সাথে সর্বাধিক গুঞ্জন তৈরি করেছে। সম্ভাব্য বিভেদের উদ্বেগের সাথে যা শুরু হয়েছিল তা এখন আসন্ন শৈল্পিক কাজের জন্য উত্তেজনায় রূপান্তরিত হয়েছে। এমন একটি মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপে যেখানে সৃজনশীল বিপণন প্রায়শই মানসিক স্বচ্ছতার সাথে মিলিত হয়, শার্লি এবং অভিষেক ব্যক্তিগত বর্ণনাকে মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহার করে - এবং তারপরে এটিকে শৈল্পিক প্রচারে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে কেস স্টাডি হিসাবে কাজ করে।

হাসপাতালে বিধায়কের আচরণের তীব্র নিন্দা, ব্যবস্থার দাবি চিকিৎসকদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকের সঙ্গে বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের আচরণে তীব্র নিন্দা করে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলল 'জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টর্স', পঃবঙ্গ। একই সঙ্গে যে মানুষজন বিধায়কের ওই আচরণের প্রতিবাদ করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়েছে ওই সংগঠন। সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক ডা হীরালাল কোনার এবং ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ বৃহস্পতিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, 'স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের আউটডোরে এই রাজ্যের বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের কর্তব্যরত শিক্ষক চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার ও বদলির হুমকি দেবার বিষয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে এই কথাও বলা হয়েছে যে, এই ঘটনার সময়ে চিকিৎসক দেখানোর লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য রোগী ও তাদের পরিজনরা প্রতিবাদ করেন। আমরা সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ যত তীব্র হবে ততই এই ধরনের অসভ্য অভব্য ক্ষমতার আস্ফালনের সাহস কমতে থাকবে। সরকারি হাসপাতালে এই ঘটনার জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা দাবি করছি অবিলম্বে ওই বিধায়কের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক। সরকারি হাসপাতাল, সরকারি চিকিৎসকদের সম্মান, নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সরকারেরই। যদি এটা না করা হয় তবে রাজ্যের সাধারণ মানুষের কাছে এই বার্তাই যাবে যে সরকার এই বিধায়কের আচরণকে সমর্থন করে, সরকারি চিকিৎসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ও সম্মান দেখাতে, সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা প্রার্থী নাগরিকের চিকিৎসকদের প্রতি ভালোবাসার আবেগকে মর্যাদা দিতে এই সরকার অনিচ্ছুক, অপারগ।'

অ্যাকশন নাটকে তার ভূমিকা সম্পর্কে মানুশি ছিল্লার

দুরন্তবার্তা, মুম্বাই, ১০ জুলাই ঃ মুম্বাইয়ের একটি ব্যস্ত মাল্টিপ্লেক্সে তার নতুন ছবি মালিকের ট্রেলার ধুমধামের সাথে প্রিমিয়ারের সময়, অভিনেত্রী মানুশি ছিল্লার এই উত্তেজনাপূর্ণ মাইলফলক সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করেছেন। ছবিটির মুক্তি উদযাপনের জন্য মঞ্চে অভিনেতা-কলাকুশলীদের সাথে যোগ দেওয়ার সময় সন্ধ্যার অনুষ্ঠানটি করতালিতে প্রতিধ্বনিত হয়, যা এই সময়-এর দেবলীনা ঘোষের সাথে একটি সাক্ষাৎকারের জন্য সুর তৈরি করে। রাজকুমার রাও, সৌরভ শুক্লা এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মতো শক্তিশালী পুরুষ প্রতিপক্ষের মধ্যে একমাত্র বিশিষ্ট মহিলা প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন মানুশি। গল্পে যথেষ্ট সুযোগ থাকা একমাত্র মহিলা হওয়ার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে সেটে পুরুষ-প্রধান পরিবেশ একটি অন্তর্নির্মিত সমর্থন ব্যবস্থার সাথে এসেছিল, যাতে তিনি কখনও অভিভূত বোধ না করেন। পরিচালক পুলকিত পরিচালিত, ছবিটিতে গ্যাংস্টার নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়ে কিন্তু একজন কেন্দ্রীয় মহিলা চরিত্র রয়েছে যিনি গল্পে গভীরতা এবং জটিলতা এনেছেন। মানুশি জোর দিয়েছিলেন যে অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলি তীব্র হলেও তার চরিত্রটি পিছিয়ে নেই; তিনি পর্দায় সমানভাবে সময় কাটান এবং গুরুত্ব পান; এই ধারায় এটি একটি উল্লেখযোগ্য বিরল ঘটনা। কেবল বাহ্যিক চেহারার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত না করে, পুলকিতের পরিচালনার লক্ষ্য ছিল গ্ল্যামের সাথে স্থলভাগের অভিনয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা। যদিও মানুশি তার নিজের রুচিশীল এবং অ্যাকশন-ভিত্তিক চেহারায় অবাক হওয়া স্বীকার করেছেন, তিনি প্রাথমিক যেকোনো আত্ম-সচেতনতা কাটিয়ে উঠেছেন। 'একটি চরিত্রের চেহারা স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হওয়া স্বাভাবিক,' তিনি আরও বলেন, 'একটি চরিত্রের চেহারা স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হওয়া স্বাভাবিক,' তিনি আরও বলেন যে তিনি দ্রুত অভিযোজিত হয়েছিলেন এবং তার ভূমিকার জন্য তৈরি করা কঠোর নান্দনিকতার প্রশংসা করেছিলেন। অভিনয়ের আগে, মানুশির পটভূমিতে ছিল মিসেস ওয়ার্ল্ড জেতা এবং চিকিৎসা বিদ্যায় পড়াশোনা করা। চিকিৎসা থেকে বলিউডে স্থানান্তরের কথা চিন্তা করে, তিনি বাস্তববাদী এবং ঘরোয়া দক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্নগুলি মোকাবেলা করার সময় অটল। যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি রুটি বানাতে পারেন কিনা, তখন তিনি শান্ত হাস্যরসের সাথে উত্তর দিয়েছিলেন রান্না কোনও লিঙ্গভিত্তিক দক্ষতা নয়;এটি বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য ও এমন কিছু যা তিনি নিয়মিত অনুশীলন করেন বিশেষ করে বাড়ি থেকে দূরে থাকা। আজ, এটি একটি মৌলিকজীবনদক্ষতারমতোমনেহচ্ছে, তিনি যোগ করেন, এই ধরণের প্রশ্নগুলি অনুসন্ধানমূলক বা লিঙ্গ পক্ষপাতমূলক যে কোনও ধারণাকে উড়িয়ে দেন। মালিক তার জন্য একটি শেখার অভিজ্ঞতা হয়ে উঠেছে। তিনি প্রবীণ অভিনেতাদের; রাজকুমার, সৌরভ, প্রসেনজিৎকে; তাদের নৈপুণ্য ভাগ করে নেওয়ার জন্য কৃতিত্ব দেন। 'তাদের কাজ দেখা যেকোনো স্ক্রিপ্ট মিটিংয়ের চেয়ে বেশি কিছু শেখায়,' তিনি বলেন। যদিও তিনি সিনেমার প্রতি নতুন হতে পারেন, তাদের পেশাদারিত্ব পর্যবেক্ষণ তাকে একজন অভিনেত্রী হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। ছবিটি সম্পর্কে তার উত্তেজনা সংক্রামক। চেহারাটি গ্ল্যামারাস নয়, কোরিওগ্রাফ করা মারামারি এবং রুক্ষ স্টান্টের কারণে নোংরা। তিনি উল্লেখ করেন, 'আমি যখন নিজেকে পর্দায় দেখে অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু আমি পরিবর্তনটি গ্রহণ করেছি। এই নতুন চেহারায় আমি আসলে আরও ভালো বোধ করছি।' একজন নবাগত ব্যক্তির জন্য অ্যাকশন-ভারী ভূমিকায় অভিনয় করা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে, তবুও মানুশি এটিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে শক্তিশালী পরিচালক ও প্রশংসিত সহ-অভিনেতাদের সাথে সহযোগিতামূলক সুযোগগুলি আকর্ষণীয় ছিল। 'এই ধরণের ভূ মিকায় অভিনয় করা উত্তেজনাপূর্ণ,' তিনি বলেন, চ্যালেঞ্জ স্বীকার করেও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেন যে দর্শকরা তার অভিনয়ের প্রশংসা করবে। অভিজ্ঞ অভিনেতাদের দ্বারা ছাপিয়ে যাওয়ার ভয় পান কিনা জানতে চাইলে, তিনি স্বীকার করেন যে তিনি নতুন এবং অনভিজ্ঞ বোধ করছেন; কিন্তু এটিকে একটি ধাপ হিসেবে দেখে ন। 'আমি এখানে শিখতে এসেছি, লুকাতে নয়। আমার বিশ্বাস আমার অভিনয় দর্শকদের মনে দাগ কাটবে,' তিনি নিশ্চিত করেন। মালিক ১১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে মুক্তি পাবে। এই সাহসী নায়িকার পিছনে রয়েছেন সেই একই সাফল্য অর্জনকারী যিনি এমবিবিএস আসন অর্জন করেছিলেন এবং মিস ওয়ার্ল্ড খেতাব অর্জন করেছিলেন। মূলধারার সিনেমায় নতুন হলেও, তিনি একটি শান্ত দৃঢ় সংকল্প এবং প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে ঝুঁকি নেওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এসেছেন। এই ছবিটি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা এবং প্রধান ভূমিকার বাইরেও তার পরিসর প্রসারিত করার সুযোগ দিতে পারে। এটি তার সিনেমার যাত্রার শুরু বলে মনে হচ্ছে এমন একটি যা শেখ ার, অভিযোজনযোগ্যতা এবং সাহসিকতার ভারসাম্য বজায় রাখে যাতে সে শারীরিক এবং মানসিকভাবে চ্যালেঞ্জ করে এমন ভূমিকায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত করতে পারে।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে বেলুড় মঠে সকাল থেকেই ভক্তদের ভীড়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ বৃহস্পতিবার গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে বেলুড় মঠেও সকাল থেকেই দূর-দূরান্তের অগণিত ভক্ত তাঁদের গুরুদেবকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। হাতে শুভ্র-শ্বেত পদ্ম ও পুজার ডালি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে তাঁদের নিজ গুরুকে প্রণাম নিবেদন করেন তাঁরা। বেলুড় মঠে মঠাধ্যক্ষ্য ছাড়াও অন্য দুই সহ-মঠাধ্যক্ষ প্রণাম গ্রহণ করে এদিন আশীর্বাদ দান করেন। প্রতি বছরের মতো এবারও অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধায় ভাবগম্ভীর পরিবেশে বেলুড় মঠে গুরু পূর্ণিমা পালিত হয়। গুরু পূর্ণিমায় মন্ত্রদীক্ষিত গুরুকে প্রণাম জানাতে সকাল থেকেই এদিন বেলুড় মঠে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। উল্লেখ্য, গুরু পূর্ণিমার এই বিশেষ দিনটিতে ভক্তরা তাঁদের অভীষ্ট গুরুকে অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম নিবেদন করে থাকেন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা–২২০, শুক্রবার, ২৬ আষাঢ় ১৪৩২

মুল্ডারের মহৎ মূর্তি- রানে নয়, মননে প্রথম

টেস্ট ক্রিকেটের বিশ্বে রেকর্ড ভাঙা মানেই এক নির্দিষ্ট মর্যাদা ও স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু অতীতকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে ধরে রাখার মনোভাব ভাবায়- আর তাই সে মনস্থির করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক-ব্যাটার উইয়ান মুল্ডার। জিম্বাবোয়ে সফরের দ্বিতীয় টেস্টে ব্যক্তিগত ৩৬৭ রানে ডিক্লেয়ার করে ব্রায়ান লারার চারশো নট আউট রেকর্ড ভাঙার সুযোগ পেয়ে তিনি তা আঁকড়ে ধরেননি-সাধারণ মানেই নয়, এটি ছিল নিঃস্বার্থ শ্রদ্ধার এক মহ উদাহরণ । মুল্ডারের এই সিদ্ধান্ত স্রেফ রানের সংখ্যা বা ব্যক্তিগত গৌরবের খেলায় সীমাবদ্ধ নয় এটি প্রতিফলিত করে সেই গুণাবলীর প্রতি শ্রদ্ধা, যা তাকে মনে করিয়ে দেয়-কী থেকেই বা কাকে, এমনকি প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও, সম্মানের ও মর্যাদার স্থান অক্ষুন্ন রাখা যায়। ব্রায়ান লারা তাঁর সময়ের একজন লেজেন্ড, যিনি ২০০৪ সালে অভাবনীয়.৪০০ রানের ইনিংস খেলে ক্রিকেট বিশ্বকে স্তব্ধ করেছিলেন। আর সেই রেকর্ডের কাছেই আজ মুল্ডার কনিষ্ঠ অধিনায়ক হিসেবে এটি ভেঙে দিত, যদি তিনি চান তথাপি নিজের রানে গর্ব করেও ব্রায়ান লারার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ডিক্লেয়ার করলেন তিনি । ক্রিকেট শুধু রান ও উইকেটের খেলা নয়-তাতে মানবিক মূল্যবোধেরও এক নিরব ভূমিকা আছে। মুল্ডারের এই নিঃস্বার্থতা সেই মানবিকতার এক স্বতঃস্ফূর্ত ও স্পষ্ট চিত্র-শুধু খেলায় নিজস্ব সাফল্য নয়, প্রতিপক্ষের গৌরবেও আমরা প্রশংসিত হতে পারি। এই ‘দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বদর্শনে আমূল পরিবর্তন এনে দিতে পারে। আমাদের কতখানি প্রয়োজন আছে এমন খেলোয়াড়, যারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বজায় রেখেও সম্মান-শ্রদ্ধার বন্ধন অটুট রেখেছেন? অন্যদিকে, কিছু কণ্ঠ বলছে-রেকর্ড ভাঙার সুযোগ এলে তাতে ভুল কী? মুল্ডার তো তাঁর অধিনায়কত্বে নিজের রেকর্ড গড়েছেন আরেকটু ভাইরাস করে চারশো করার আগ্রহ করতেন সেও বুঝতে পারিনি কেন। তবে মনে রাখতে হবে-ক্রিকেটের রেকর্ড অর্থা মানবতা নয়, এগুলো ভাঙ্গা বা গড়া যায় দ্রুত কিন্তু যে মননের স্পদন থেকেই সেখানে ভঙ্গ হতে পারে না, তাতেই রয়েছে আসল দরকার। আর মুল্ডারের এই সিদ্ধান্তে বেড়ে ওঠে সেই মানবিক স্পন্দন-এই স্পন্দনেই নিহিত খেলোয়াড়ের আসল সম্মান। আর এক প্রশ্ন উঠে-মুল্ডারের এই মনোভাব কি উদ্ভাবনী? হয়তো খেলোয়াড়রা বরাবরই এমন সংযম দেখিয়েছেন, কিন্তু সাম্প্রতিক দশকে এরকম একটি দৃশ্য বিরল হয়ে পড়েছিল। আধুনিক যুগের ক্রিকেট যেন দখল করছে ব্যক্তিগত কীর্তি ও সংখ্যাগত বিস্ফোরণ, কিন্তু মুল্ডারের এই ছোট সিদ্ধান্ত অর্জন করলো এমন এক ছাপ-যা ইতিহাসে মানবতা ও মর্যাদার অন্তর্নিহিত সাক্ষর বহন করে। আমৃত্যু পেছনে টানা এই ইতিহাসের সাথে আমরা অনুধাবন করতে পারি-মানুষের চরিত্র গঠন হয় শুধুমাত্র সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে, বরং আত্মার মাধুর্য, শ্রদ্ধার অনুভূতি, বিবেকের কণ্ঠের শ্রুতিতে। মুল্ডারের ইনিংস কেবল একটি সংখ্যায় শেষ হয়নি তার পেছনে প্রতিপক্ষের প্রতি এক নম্রতার মূলকথা। ব্রায়ান লারার অবদান ও প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা ধরেই তিনি শুধুমাত্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন- আর সেটি হয়বে সেই কীর্তির থেকেও গভীর। ব্রায়ান লারা নিজেও আগের প্রজন্মের রেকর্ড ভেঙে গেছেন, প্রতিযোগিতার মাপকাঠিতে অধিক প্রবল হয়ে উঠতে গিয়ে। তাই এটি প্রতিযোগিতা নয়-নবীন আবেগকেও স্পর্শ করে মানবিক শিক্ষা, যার মূলমন্ত্র- এবং তাই মুল্ডারের এই কীর্তিপ্রসূত নম্রতা আমাদের শেখায়-রান রেকর্ড অমূল্য, কিন্তু ভাবনার নম্রতা আরও মূল্যবান। বিশ্ব ক্রিকেটে এবার মুল্ডারের এই উদাহরণ নতুন এক অধ্যায় শুরু করলো। আমাদের প্রত্যেকের জন্য তা এক প্রেরণার উৎস-নিজের জীবনে নতুন একটি রেকর্ড গড়ার আগে, পুরনো রেকর্ডে বিদ্যমান প্রতিপক্ষের কৃতিত্বকে স্বাগত জানানো শিখুন। খেলাধুলায় নতুন গন্তব্য স্পর্শ করার একমাত্র পথ নয় ঐতিহ্যকে সম্মান করাও এক মহৎ পথ। মুল্ডারের এই মেলবন্ধন শুধু ক্রিকেটেই নয়-আমাদের প্রতিদিনের জীবনে শ্রদ্ধাশীল মনন ও দায়িত্বশীল আচরণের প্রতীক হয়ে থাকবে। রেকর্ড ভাঙা হয.তবে সেই রেকর্ড ভেঙে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও মানবিকতা যদি ভাঙে, তাহলে আমরা এক সমাজ হিসেবে বড় করুণা হারিয়েছি।

অনুকূল ঠাকুরের বাণী

নারীশিক্ষা ও নারীর উন্নতি নিয়ে নানা সময় অনুকূল ঠাকুরের মুখনিঃসৃত হয়েছে মহান বাণী। নারী দিবসের প্রাক্কালে রইল সেই বাণীই।

‘‘নারীকে শিক্ষিত করিতে হইলে শিক্ষার ধারা এমনতরই হওয়া প্রয়োজন- যাহাতে তাহারা বৈশিষ্ট্য বর্দ্ধনশীল, উন্নতি-প্রবণ ও অব্যাহত হয়।’’

‘‘যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত নিজের মতকে প্রকাশ করে- এবং তসম্পর্কে কাহাকেও খাটো করে না, সে সহজেই আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়।’’

‘‘লক্ষ্মী মানে শ্রী-আর এই ‘শ্রী’ কথা আসিয়াছে সেবা করা হইতে তুমি যথোপযুক্তভাবে তোমার সংসার ও সংসারের পারিপার্শ্বিকের, যেখানে যতটা সম্ভব, বাক্য, ব্যবহার, সহানুভূতি, সাহায্য দ্বারা অন্যের অবিরোধ-ভাবে মঙ্গল করিতে চেষ্টা করিও, তোমার লক্ষ্মী-আখ্যা খ্যাতিমণ্ডিত হইবে দেখিও।’’

মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে নিষ্ঠা, ধর্ম্ম, শুশ্রুষা, সেবা, সাহায্য,সংরক্ষণ, প্রেরণা ও প্রজনন। তোমাদের ঐ বৈশিষ্ট্যের কোনওকিছুকেই ত্যাগ করিও না, ইহা হারাইলে তোমাদের আর কী রহিল?

এক দশকে ভারতের রূপান্তরের নীরব বিপ্লব

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ দশ বছর আগে, ২০১৫ সালের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত ধরে যাত্রা শুরু করেছিল ‘ইন্ডিয়া’ (Digital India) মিশন। আজ, ২০২৫ সালে এসে এই মিশন কেবলমাত্র একটি প্রশাসনিক কর্মসূচি নয়, বরং ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। গোটা দেশের গ্রামীণ এবং শহুরে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই প্রকল্পের প্রভাব প্রতিফলিত হচ্ছে। আজকের ভারত যখন প্রযুক্তির হাত ধরে আত্মনির্ভরতা এবং স্বনির্ভরতার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে, তখন এই মিশনের সাফল্য নিঃসন্দেহে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে সরকার ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব কমানো, পরিষেবাগুলিকে সহজলভ্য ও স্বচ্ছ করে তোলা এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর প্রসার ঘটানো। এই লক্ষ্যে প্রথম দিন থেকেই যে পরিকল্পনা ও রূপরেখা তৈরি করা হয়েছিল, তা ধাপে ধাপে বাস্তবায়িত হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি, সরকারি পরিষেবার ডিজিটাল রূপান্তর, ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং স্টার্ট-আপ সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেওয়ার মতো একাধিক দিককে একত্রিত করে গঠিত হয়েছে এক সুসংবদ্ধ ডিজিটাল ভারত। এই প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে দেশের কোটি কোটি নাগরিক আজ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে সরকার থেকে শুরু করে ব্যবসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাঙ্কিং, কৃষি ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরাসরি যুক্ত হতে পারছেন। প্রতিটি পরিবারে স্মার্টফোন, প্রতিটি গ্রামে ইন্টারনেট কানেকশন এবং প্রতিটি নাগরিকের হাতে আধার ও ডিজিটাল আইডেন্টিটি আজ যেন এক সাধারণ বাস্তবতা। সরকার ও নাগরিকদের মধ্যে এই সরাসরি সংযোগই গঠন করেছে ‘গভর্নেন্স’-এর এক নতুন কাঠামো। সরকারি পরিষেবাগুলির মধ্যে ডিজিটাল রূপান্তরের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হিসেবে উঠে আসে ‘ (DigiLocker), ‘ (UMANG), ‘গভ’ (MyGov) এবং আধার ভিত্তিক ই-কে ওয়াইসি (e-KYC) ব্যবস্থার কথা। এই প্ল্যাটফর্মগুলি শুধু কাগজপত্রের ঝঞ্ঝাট কমিয়েই থেমে থাকেনি, বরং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বাড়িয়ে তুলেছে। পেনশন, রেশন, স্কলারশিপ, কৃষক সহায়তা, স্বাস্থ্য সেবা, এমনকি করোনা মহামারির সময় ভ্যাকসিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পর্যন্ত - সমস্ত কিছুই আজ নাগরিকদের হাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সহজে পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়াও ভারত সরকারের ফিনটেক বিপ্লবের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস বা ইউপিআই। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আওতায় ইউপিআই ব্যবস্থা এমন এক সিস্টেম তৈরি করেছে, যা বিশ্বজুড়ে আজ প্রশংসিত। দোকান হোক বা রিকশা, চা-ওয়ালা হোক বা বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান - সর্বত্রই আজ কোড স্ক্যান করে অর্থ লেনদেন সম্ভব হচ্ছে। ২০২৫ সালের হিসাবে, প্রতি মাসে প্রায় ১২০০ কোটি ডিজিটাল লেনদেন ইউপিআই-এর মাধ্যমে হচ্ছে, যা সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। এই ডিজিটাল পেমেন্ট বিপ্লব শুধুমাত্র নগদহীন অর্থনীতির দিকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়নি, বরং ছোট ও মাঝারি ব্যবসার পরিধিও অনেকটা বাড়িয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকেও আমূল বদলে দিয়েছে। ডিজিটাল ক্লাসরুম, অনলাইন শিক্ষা প্ল্যাটফর্ম, ই-লাইব্রেরি এবং ন্যাশনাল ডিজিটাল এডুকেশন আর্কিটেকচার (NDEAR)-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আজ তাঁদের পছন্দসই বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারছে। অতিমারির সময় যখন স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল, তখন ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষা জগতে প্রাণসঞ্চার করেছিল। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রেও ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। ‘ভারত ডিজিটাল মিশন’-এর মাধ্যমে নাগরিকদের একটি ডিজিটাল হেলথ আইডি দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে তাঁদের সমস্ত মেডিক্যাল রেকর্ড সংরক্ষিত রাখা সম্ভব হয়েছে। রোগী, ডাক্তার এবং হাসপাতালের মধ্যে এই তথ্য বিনিময় অনেক সহজ হয়েছে। একইসঙ্গে টেলিমেডিসিন ও ই-সাঁজারির মতো নতুন ধারণা দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়াকে বাস্তব করে তুলেছে। গ্রামীণ ভারতেও ডিজিটাল রূপান্তরের চিত্র চোখে পড়ার মতো। ‘নেট’ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি গ্রামে অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় প্রশাসন ও পঞ্চায়েত স্তরের কাজও আজ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চলছে। ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড, অনলাইন জন্ম-মৃত্যু সনদ, ডিজিটাল ভোটার তালিকা ইত্যাদি পরিষেবার ফলে গ্রামীণ জনগণ অনেক বেশি ক্ষমতায়ন অনুভব করছেন। স্টার্টআপ সংস্কৃতির প্রসারেও ডিজিটাল ইন্ডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। তরুণ উদ্যোক্তারা আজ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য এবং পরিষেবা পৌঁছে দিচ্ছেন। সরকার চালু করেছে ‘ইন্ডিয়া’ ও ‘ইন ইন্ডিয়া’-র মতো কর্মসূচি, যার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা, পরামর্শ, ইকোসিস্টেম এবং বাজার সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ হাব হয়ে উঠেছে, যার পিছনে অন্যতম চালিকাশক্তি এই ডিজিটাল অবকাঠামো। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার প্রভাবে সামাজিক ক্ষেত্রেও বড় পরিবর্তন এসেছে। নারীদের ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি, কৃষকদের কাছে আবহাওয়া তথ্য

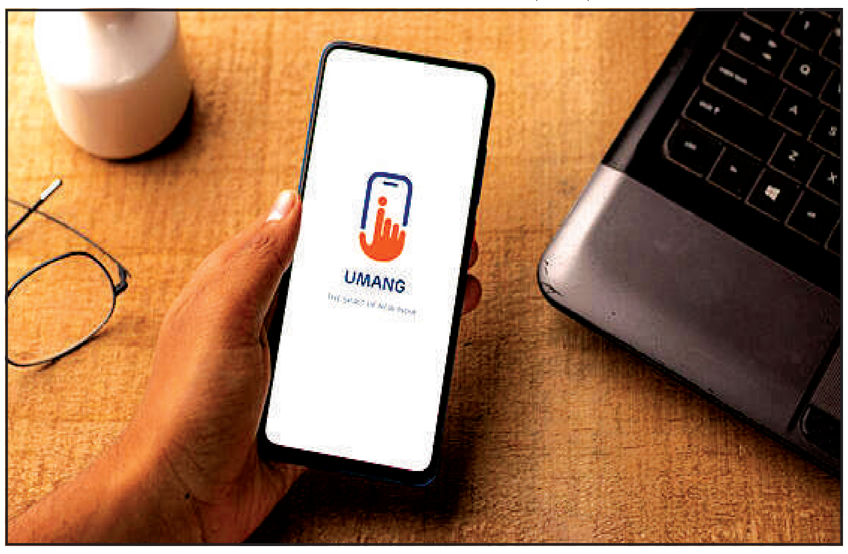

ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন

ও বাজারমূল্য পৌঁছে দেওয়া, শ্রমিকদের জন্য ই-শ্রম কার্ড, পরিবহণ ক্ষেত্রের জন্য FASTag, এমনকি ফিল্ম টিকিট থেকে শুরু করে সরকারি নথিপত্র পর্যন্ত আজ সবকিছুই অনলাইনে সহজে পাওয়া যাচ্ছে। এই পরিবর্তন শুধুমাত্র জীবনের গতি বাড়ায়নি, বরং মানুষের আত্মবিশ্বাস ও মর্যাদাও বাড়িয়েছে। তবে, এই সাফল্যের মধ্যেও কিছু চ্যালেঞ্জ এখনও বিদ্যমান। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ইন্টারনেট সংযোগের গুণমান, ডিজিটাল সাক্ষরতার ঘাটতি, সাইবার সুরক্ষা ও তথ্য গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠেছে। ডিজিটাল বিভাজন একটি বড় সমস্যা, কারণ সমাজের একাংশ এখনও এই রূপান্তরের বাইরে রয়ে গিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখাই হবে আগামী দিনের বড় লক্ষ্য। তবুও বলা যায়, ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন শুধুমাত্র প্রযুক্তির প্রসার ঘটায়নি, এটি একটি মানসিক রূপান্তরও ঘটিয়েছে। এক দশক আগে যেখানে প্রযুক্তিকে মনে করা হত কেবল শহুরে অভিজাতদের হাতিয়ার, সেখানে আজ গ্রামের একজন কৃষক থেকে শুরু করে শহরের ট্যাক্সি চালক পর্যন্ত সবাই এই প্রযুক্তিকে নিজের জীবনের অংশ করে তুলেছেন। এটি কেবলমাত্র একটি কর্মসূচি নয়, বরং একটি চলমান বিপ্লব - যা ভারতকে বিশ্বমানের ‘রাষ্ট্র’ হয়ে উঠতে সাহায্য করছে। আজ, যখন আমরা ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশনের এক দশক পূর্ণ হওয়ার মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি, তখন এই প্রকল্পের রূপকার ও সফল বাস্তবায়নকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। ভারত এখন এক নয়া যুগে প্রবেশ করেছে-যেখানে প্রযুক্তির মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি, উন্নয়ন ও আত্মনির্ভরতার একটি নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া শুধু গত এক দশকে দেশের গতিপথ পাল্টে দিয়েছে না, আগামী দশকের দিশাও দেখিয়ে দিচ্ছে।

সেতু ভেঙে পড়া বিকসিত ভারতে পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ ভারতকে ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকসিত ভারত হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার একাধিক নীতিগত কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করেছে। এই উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার কেন্দ্রে রয়েছে দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন।

দেশের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিকে আরও সমৃদ্ধ এবং ভবিষ্যতের উপযোগী করে তুলতে সড়ক, রেল, সেতু, বিমানবন্দর ও জলপথে নিরন্তর বিনিয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিসর বিস্তৃত করতে যেমন যুক্ত হচ্ছে একের পর এক মহাসড়ক, তেমনই যোগাযোগ ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু সম্প্রতি এক মাসের মধ্যে দেশের তিনটি ভিন্ন রাজ্যে সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনা এই প্রকল্পগুলির গুণমান, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সবচেয়ে সাম্প্রতিক দুর্ঘটনা ঘটেছে গুজরাটের বডোদরায়। একটি চার দশক পুরনো সেতুর একটি বড় অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় কমপক্ষে দশজনের মৃত্যু হয়েছে। আহতদের মধ্যে অনেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। প্রাথমিক তদন্তে জানা যাচ্ছে, বহুদিন ধরেই সেতুটির গঠনগত দুর্বলতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল, তার গার্ডার ও পিলারে ফাটলও ধরা পড়েছিল। কিন্তু সেই তথ্য থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট প্রশাসন সেতুটি বন্ধ করার কোনও পদক্ষেপ নেয়নি, বরং মেরামতির ব্যাপারেও দীর্ঘদিন গাফিলতি চলেছে। অবশেষে সেই অবহেলারই মাশুল দিতে হল নিরীহ সাধারণ মানুষকে।

এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তার আগেই গত মাসে মহারাষ্ট্রের পুনেতে একটি লোহার পদচারী সেতু ভেঙে পড়ে চারজনের মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সেতুটি আগেই ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেটিকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ না করে সীমিত ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, ফলে সেখানেও দেখা যায় চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্তহীনতা। আরও এক উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটে অসমের কাছাড় জেলায়, যেখানে সদ্য মেরামত করা একটি সেতু ভেঙে পড়ে। ভাগ্যবশত, ওই দুর্ঘটনায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু এতে সরকারের মেরামতির কাজে গুণমান ও দক্ষতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়। এই পরপর ঘটনার নিরিখে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যে দেশে পরিকাঠামো উন্নয়নের এতটা জোর দেওয়া হচ্ছে, সেই দেশেই গুণগত মান বজায় রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নে মারাত্মক খামতি থেকে যাচ্ছে। একটি প্রকল্প উদ্বোধনের সময় রাজকীয় আয়োজন ও প্রচারের অভাব নেই, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ বা গুণমান নিরীক্ষার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয় না-এই প্রবণতা এখন আতঙ্কজনক মাত্রায় পৌঁছেছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের বিনিয়োগ গত এক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বাজেট বরাদ্দ থেকে শুরু করে বহুজাতিক লগ্নি, অবকাঠামো প্রকল্পে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ - সবকিছুই বেড়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রায় ১১ লক্ষ কোটি টাকা পরিকাঠামো খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে, যা দেশের মোট বাজেটের একটি বিশাল অংশ। তা সত্ত্বেও, যদি পরপর সেতু ভেঙে পড়ে, তবে তা শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নয়, বরং এক গভীরতর নীতিগত ব্যর্থতার পরিচায়ক।

পরিকাঠামো মানে শুধুমাত্র নতুন রাস্তা বা সেতু তৈরি করা নয়, বরং তার সঙ্গে জড়িত রয়েছে টেকসইতা, সুরক্ষা ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি। সরকার যেভাবে ভবিষ্যৎ উপযোগী পরিকাঠামো গড়ার কথা বলছে, সেখানে প্রতিটি নির্মাণের স্থায়িত্ব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রযুক্তিগত মানদণ্ডের মতো বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যদি পুরনো সেতুগুলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণকে গুরুত্ব না দেওয়া হয়, তাহলে যতোই নতুন প্রকল্প নেওয়া হোক না কেন, জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতি নতুন কিছু ভাবার প্রয়োজনীয়তাও তৈরি করছে। প্রথমত, দেশের সমস্ত পুরনো ও ঝুঁকিপূর্ণ সেতু ও অবকাঠামোর স্বাস্থ্য নিরীক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে করতে হবে। দ্বিতীয়ত, স্থানীয় প্রশাসন ও পুরসভাগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের নির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। তৃতীয়ত, জনগণের কাছে এই পরিকাঠামো সংক্রান্ত তথ্য স্বচ্ছভাবে তুলে ধরতে হবে - যাতে কোনও স্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ হলে তা সবাই জানতে পারেন। চতুর্থত, নির্মাণ সংস্থাগুলির দায় নির্ধারণের জন্য কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। কোনও গাফিলতির কারণে প্রাণহানি ঘটলে কেবল তদন্ত নয়, শাস্তির দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে হবে।

এছাড়া, প্রযুক্তির ব্যবহারকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশে যেমন ড্রোন ও সেন্সরের মাধ্যমে রিয়েল টাইম মনিটরিং করা হয়, তেমন প্রযুক্তি ভারতে এখনো সীমিত পরিসরে ব্যবহৃত হয়। নতুন ও পুরনো সব ধরনের অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো উচিত, যাতে সময়মতো মেরামত এবং প্রয়োজনে তা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। পরিকাঠামো উন্নয়ন কোনও রাজনৈতিক প্রচার নয়- এটি সাধারণ মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। অতএব, এই খাতে যে কোনও অবহেলা, দুর্নীতি বা অদক্ষতা ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং অসমে পরপর ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা এই সতর্কবার্তাই দিচ্ছে। সরকার যদি সত্যিই বিকসিত ভারতের স্বপ্ন দেখতে চায়, তবে তাকে প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে একটি নিরাপদ, টেকসই ও বিশ্বাসযোগ্য পরিকাঠামো কাঠামো, যেখানে কেবল নির্মাণই নয়, রক্ষণাবেক্ষণ ও গুণগত মানই হবে প্রধান অগ্রাধিকার। এই ঘটনার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, এখন সময় এসেছে শুধুমাত্র উন্নয়নের বাহ্যিক মোড়কে মুগ্ধ হওয়া নয়, বরং সেই উন্নয়নের গভীরে গিয়ে তার স্থায়িত্ব, পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ওপর নজর দেওয়ার।

ভাষার লড়াইয়ে পথভ্রষ্ট ভারত

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ ভাষা শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, আত্মপরিচয়ের প্রকাশ। এই দর্শনের আলোকে ভারতের বহু ভাষাভাষী সমাজ একটি সাংস্কৃতিক সুষমার প্রতিচ্ছবি। অথচ স্বাধীনতার আট দশক পরেও দেশের ভাষানীতিকে ঘিরে বিভ্রান্তি, বিতর্ক এবং দ্বন্দ্ব যেন শেষ হওয়ার নয়। ‘দেশ, এক ভাষা’ প্রতিষ্ঠার রাজনৈতিক প্রয়াস যেমন বাড়ছে, তেমনই রাজ্যভিত্তিক ভাষাগত আত্মপরিচয়ের লড়াই আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। কারণ এখানে ভাষা কেবল অনুবাদেই হারিয়ে যাচ্ছে না, হারিয়ে যাচ্ছে সাংবিধানিক ভারসাম্য, সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতা এবং রাজনৈতিক পরিণতির বোধও। ভারতীয় সংবিধানে ২২টি ভাষাকে ‘নম্বর অনুচ্ছেদে’ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া ১৯৫০ সালের সাংবিধানিক ঘোষণায় বলা হয়েছিল, হিন্দি এবং ইংরেজি - এই দুটি ভাষাই কেন্দ্রীয় স্তরে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তবে এটি ছিল আপাতকালীন ব্যবস্থা, কারণ ‘বছর পরে হিন্দি হবে একমাত্র সরকারি ভাষা’ - এমনটাই ছিল ধারণা। কিন্তু বাস্তবতায় ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ ভারত, বিশেষত তামিলনাড়ুতে হিন্দি চাপানোর বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলে কেন্দ্রীয় সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরপর থেকেই একদিকে কেন্দ্রীয় স্তরে হিন্দির আধিপত্য বাড়ছে, অন্যদিকে আঞ্চলিক ভাষাগুলির অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই আরও জোরালো হচ্ছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সময় হিন্দিকে ‘ভাষা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার মতো মন্তব্য করেছে। যদিও সংবিধানে কোথাও ‘ভাষা’ বলে কিছু নেই। দেশের প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিন্দিকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। আবার কেন্দ্রীয় নিয়োগ পরীক্ষায়, নিট বা ইউজিএসসি-তে হিন্দি ও ইংরেজির বাইরে অন্য ভাষার সুযোগ সীমিত হওয়ায় বহু রাজ্য ক্ষুব্ধ। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি - তামিলনাড়ু, কেরল, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ - একাধিকবার স্পষ্ট করেছে যে, তারা কোনওভাবেই হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, ওড়িশা, অসম - সব রাজ্যেই নিজস্ব ভাষার গুরুত্ব ও সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা রক্ষায় রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট। এই নীতিকে ঘিরেও বিতর্ক তীব্র। তামিলনাড়ু সরাসরি জানিয়ে দেয়, তারা ‘ভাষা’ নয়, ‘ভাষার’ (তামিল ও ইংরেজি) পক্ষে। কারণ, ‘ভাষা ফর্মুলা’ কার্যত হিন্দিকে বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা বলে মনে করছে তারা। এই বিতর্ক একমাত্র শিক্ষা নয়, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও ভাষার রাজনীতির ইঙ্গিত দেয়। ভাষাগত বৈষম্যের সবচেয়ে বড় চিত্র উঠে আসে বিচারব্যবস্থায়। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টগুলিতে মূলত ইংরেজি ব্যবহৃত হয়, যা অধিকাংশ নাগরিকের বোধগম্য নয়। ফলে ন্যায়বিচার প্রক্রিয়া বহুজনের কাছে দুর্বোধ্য ও দূরতম হয়ে যায়। কিছু রাজ্যে হাইকোর্টে স্থানীয় ভাষায় শুনানির দাবি ওঠে, কিন্তু কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রকের অনুমোদন ছাড়া তা কার্যকর হয় না। এমনকি নিম্ন আদালতে অনুবাদ বা ব্যাখ্যা সঠিকভাবে না হওয়ায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ মামলা দীর্ঘায়িত হয়, কিংবা বিচারে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। ভারতের সিনেমা, সাহিত্য ও সংবাদমাধ্যম - এই তিন ক্ষেত্রেই ভাষার রাজনীতি একটা অদৃশ্য বিভাজন তৈরি করছে। হিন্দি ভাষার সিনেমাকে হিসেবে একাধিপত্য দেওয়া হচ্ছে, যেখানে তামিল, বাংলা, মালয়ালম, মারাঠি বা ওড়িয়া ছবিগুলি ‘সিনেমা’ নামে চিহ্নিত। এই শ্রেণিবিভাজন শুধু শিল্পের স্বীকৃতি নয়, বাণিজ্যিক বাজারেও বৈষম্য সৃষ্টি করছে। তেমনি, সাহিত্যিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রেও হিন্দি সাহিত্যিকদের কেন্দ্রীয় পুরস্কার ও প্রচারের সুযোগ তুলনামূলক বেশি। অন্য ভাষার সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রেই অনুবাদ নির্ভর এবং মূল ভাষার আবেদন হারিয়ে যায়। ইন্টারনেট ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হিন্দি ও ইংরেজির আধিপত্য স্পষ্ট। সরকারি ওয়েবসাইট, ডিজিটাল পরিষেবা বা মোবাইল অ্যাপস- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ভাষার অপশন সীমিত বা অনুপস্থিত। এতে বহু মানুষ প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবার বাইরে রয়ে যাচ্ছেন।

পাথরে আঁকা ছবি হয়ে উঠছে মহিলাদের আত্মনির্ভরতার হাতিয়ার

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ পাহাড়ঘেরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর পশ্চিমাঞ্চলের ছোট্ট জনজাতি অধ্যুষিত গ্রাম জামডহরি, যা ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের অন্তর্গত। এই গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গিয়েছে খরস্রোতা কৃপননদী, যা ঝাড়খণ্ডের উচ্চভূমি থেকে নেমে এসে ডুলুং নদীতে মিশেছে। বছরের অধিকাংশ সময়ে এই নদী জলে টইটম্বুর থাকে না ঠিকই, কিন্তু তার বুক জুড়ে পড়ে থাকে অগুনতি কোয়ার্টজাইট, চুনাপাথর ও স্লেটপাথরের ঢেলা। এতদিন এই পাথরগুলি পড়ে থাকত অবহেলিত অবস্থায়। কিন্তু এখন এই পাথরই হয়ে উঠছে গ্রাম বাংলার মহিলাদের স্বনির্ভরতা অর্জনের অন্যতম উপায়। এই নতুন দিশা দেখিয়েছেন কাপগাড়ি সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয়ের ভূগোলের অধ্যাপক প্রণব সাহু। তাঁর ভাবনায়, কৃপননদের তীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোয়ার্টজাইট পাথরগুলি ব্যবহার করে তৈরি করা যেতে পারে আকর্ষণীয় হস্তশিল্প, যা বাজারজাত করাও সম্ভব। সেই ভাবনার বাস্তব রূপ দিতে জামডহরি গ্রামে আয়োজিত হল এক অভিনব একদিনের কর্মশালা। কর্মশালায় গ্রামের মহিলা ও স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের শেখানো হয় পাথরের ওপর ছবি আঁকার কৌশল। প্রশিক্ষণ দিতে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড় থেকে চিত্রশিল্পী সুধীর মাইতি, তাঁর স্ত্রী শ্রাবণী মাইতি এবং ছেলে শুভ্রজ্যোতি মাইতি। এই শিল্পী পরিবার প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলাদের হাতে রং-তুলি তুলে দিয়ে বোঝাতে শুরু করেন- কীভাবে সাধারণ গোলাকৃতি পাথর রূপ পেতে পারে জগন্নাথ, বলরাম কিংবা সুভদ্রার মূর্তিতে। গ্রামের মহিলাদের ছবি আঁকার আগ্রহ ও প্রতিভা প্রশিক্ষকদেরও বিস্মিত করে। প্রথমে কিছুক্ষণ দেখানো হয় কীভাবে তুলির স্পর্শে পাথরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেবী মাণ্ডি, শ্রাবণী মাণ্ডি, সারন্তী হাঁসদারা নিজেরাই তুলিতে রং মিশিয়ে পাথরে আঁকতে শুরু করেন দেবদেবীর মুখ। তাঁরা নিজেরাই জানিয়েছেন, ‘গায়ে যে এত সুন্দর ছবি আঁকা যায় তা আগে জানা ছিল না। এখন শিখে খুব ভালো লাগছে। বাড়িতে কাজের ফাঁকে দিব্যি এই কাজটা করা যাবে।’’ প্রশিক্ষক সুধীর মাইতি বলেন, মধ্যে এক ধরনের প্রাকৃতিক প্রতিভা আছে। অল্প সময়েই ওঁরা ছবির বিষয়, রঙের ব্যবহার এবং তুলির কৌশল বুঝে নিয়েছেন। এতে বোঝা যায়, ওঁরা চাইলে আরও বড় স্তরে এই শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।’’এই প্রশিক্ষণের আসল উদ্দেশ্য শুধু শিল্পচর্চা নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাজারের দিকটিও। অধ্যাপক প্রণব সাহু জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের হাতে তৈরি পাথরে আঁকা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মুখের প্রতিকৃতি সহ অন্যান্য ছবি দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের বাইরে বসে থাকা ব্যবসায়ীদের কাছে পাঠানো হবে বিক্রির জন্য। পাশাপাশি, রাজ্য ও জেলায় অবস্থিত অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রেও এই হস্তশিল্প পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর ফলে, একদিকে যেমন তৈরি হবে একটি নতুন হস্তশিল্প বাজার, তেমনি গ্রামীণ মহিলাদেরও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার পথ খুলে যাবে। এই উদ্যোগ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ জামডহরি-সহ আশেপাশের বহু গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে পুরুষরা, ঝাড়খণ্ডের কলকারখানায় শ্রমিকের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু করোনা অতিমারির

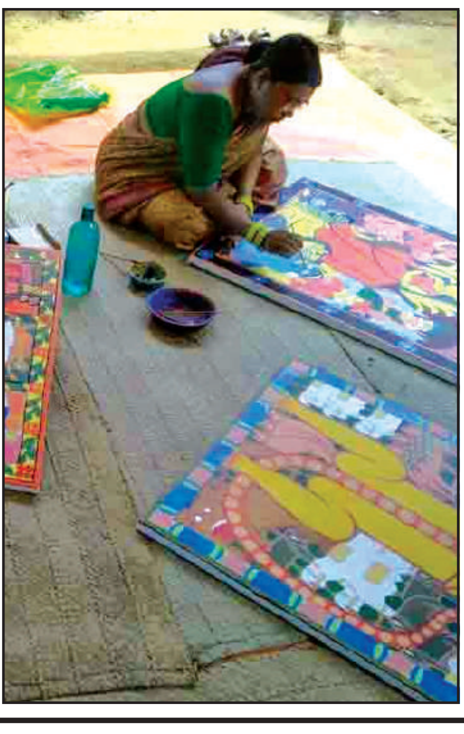

সময় তাঁরা কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন এবং বহু পরিবার চরম আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। তখন থেকেই এলাকার বিকল্প আয় ও স্বনির্ভরতার পথ খুঁজতে শুরু করেন অনেকেই। এই পরিস্থিতিতে মহিলাদের হাতে রং-তুলি ধরিয়ে পাথরের ওপর শিল্পচর্চার যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ইতিবাচক। তবে এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরবচ্ছিন্ন প্রশিক্ষণ, কাঁচামালের সহজলভ্যতা, রঙ ও অন্যান্য উপকরণের প্রাপ্যতা এবং বাজারের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ বজায় রাখা- এই কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কৃপন নদীর বুকেই পাওয়া যাচ্ছে প্রয়োজনীয় পাথর, যা এই শিল্পের জন্য কাঁচামালের এক নিরবচ্ছিন্ন উৎস। নদীর আশেপাশে ছড়িয়ে থাকা কোয়ার্টজাইট পাথরের গঠন এমনই, যা সহজেই চিত্রাঙ্কনের উপযোগী। এই পাথর শক্ত হলেও মসৃণ, ফলে তার ওপর তুলির টান ভালোভাবে ধরে থাকে এবং রঙও দীর্ঘস্থায়ী হয়। জলরোধী করতেও বিশেষ রাসায়নিক প্রলেপ ব্যবহার করলে পাথরের স্থায়িত্ব আরও বাড়বে। এই পাথরে কেবলমাত্র ধর্মীয় প্রতিকৃতি নয়, বনজ সম্পদ, পশুপাখি, উপজাতীয় সংস্কৃতি কিংবা স্থানীয় লোকগাথাকেও শিল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে তুলে ধরা যেতে পারে। এই উদ্যোগ সফল হলে ভবিষ্যতে জামডহরি ও আশেপাশের গ্রামগুলিতে একটি সংগঠিত শিল্পগ্রাম গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে, যেখানে মহিলারা নিজ নিজ বাড়ি থেকেই হস্তশিল্প তৈরি করে বাজারে পাঠাতে পারবেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে উৎপাদন ও বিপণনের একটি চক্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যাতে মহিলাদের আয়ও হবে, আবার তাঁদের সাংস্কৃতিক চর্চাও প্রসারিত হবে। এই উদ্যোগ প্রমাণ করে দেয়, বিকাশের পথে প্রকৃতি ও সংস্কৃতিকে একত্রে ব্যবহার করলেই সমাজের প্রান্তিক মানুষদের জন্য তৈরি করা যায় নতুন সম্ভাবনার জানালা। কৃপন নদীর বুকের পড়ে থাকা পাথর আজ আর কেবল মৃত বস্তু নয়, বরং তা হয়ে উঠছে জীবনের রঙিন ক্যানভাস - যেখানে গ্রামীণ নারীদের স্বপ্ন, সৃজনশীলতা ও আত্মনির্ভরতার গল্প আঁকা হচ্ছে নিঃশব্দে, ধীরে ধীরে, কিন্তু গভীরভাবে।

১২ জুলাই তারিখে গুয়াহাটি, ডিমাপুর এবং শিলিগুড়িতে রোজগার মেলা

মালিগাঁও, ১০ জুলাই ঃ ভারত সরকারের দেশব্যাপী কর্মসংস্থান পদক্ষেপের অংশ হিসেবে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১২ জুলাই ২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্থাৎ গুয়াহাটি, ডিমাপুর এবং শিলিগুড়িতে রোজগার মেলার আয়োজন করবে। রেল মন্ত্রালয় এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয়ের সহযোগিতায় আয়োজিত এই রোজগার মেলাগুলির উদ্দেশ্য কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন সরকারি পদের জন্য নির্বাচিত নবনিযুক্ত প্রার্থীদের নিয়োগপত্র বিতরণ করা। এই উদ্যোগটি যুবসমাজকে ক্ষমতায়ন করা এবং বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনসেবা মজবুত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সারা দেশে, এই অনুষ্ঠান একসাথে আয়োজন করার জন্য ৪৭টি রোজগার মেলার স্থান চূড়ান্ত করা হয়েছে, যা নগর-মহানগর থেকে শুরু করে ছোট আঞ্চলিক কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ভৌগোলিক পরিসরকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এই অনুষ্ঠানগুলির সমন্বয় ভারতীয় রেলওয়ে দ্বারা করা হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সাংসদরা উপস্থিত থাকবেন, যারা ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের হাতে নিয়োগপত্র হস্তান্তর করবেন। এই পদক্ষেপটি কর্মসংস্থানের সুযোগ ত্বরান্বিত করা, সরকারি নিয়োগকে সুগঠিত করা এবং যুবসমাজকে সরকারি চাকরিতে সুরক্ষিত ও অর্থপূর্ণ ক্যারিয়ারের সাথে সংযুক্ত করার জন্য সরকারের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জোনের মধ্যে, সরকারি দপ্তরের বিভিন্ন পদের জন্য নির্বাচিত প্রার্থীকে মোট ৬২৫ টি নিয়োগপত্র হস্তান্তর করা হবে। গুয়াহাটিতে এই অনুষ্ঠানটি মালিগাঁওস্থিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য কার্যালয়ের 'রং ভবন'-এ অনুষ্ঠিত হবে এবং এখানে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ ও জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল। ডিমাপুরে, আয়োজন স্থান হলো টাউন হল, সুপার মার্কেট লেন, হাফ নাগরজান, যেখানে উপস্থিত থাকবেন মাননীয় কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী কিরেন রিজিজু। শিলিগুড়িতে, রোজগার মেলাটি ভিআইপি অফিসার্স রেস্ট হাউস, কাশ্মীর কলোনি, নিউ জলপাইগুড়িতে মাননীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক রাজ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় তামতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যুব কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে এবং এই ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করে জাতীয় বিকাশে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিজেপি বিধায়ককে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান হেনস্তার অভিযোগ শাসকদলের বিরুদ্ধে

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১০ জুলাই ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় বছর খানেকের আগে থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ শুরু হয়েছে কোচবিহার জেলা জুড়ে। কখনোবা মঞ্চে দাঁড়িয়ে শাসকদলের নেতা মন্ত্রীদের হুমকির সুরে বক্তব্য কখনো শাসক বিরোধী অশান্তিতে উত্তপ্ত এলাকা। এবার বিরোধী বিধায়ককে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান ও হেনস্থার অভিযোগ উঠল শাসকদলের বিরুদ্ধে।

বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলার শীতলকুচি বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মনকে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান এবং হেনস্তার অভিযোগ উঠল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শীতলকুচির গোসাইহাটে একটি মন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিলেন বিজেবি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন। পুজো দেওয়ার পর তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন সেই সময় বিধায়ককে ঘিরে বিক্ষোভ হেনস্থা অভিযোগ তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। পরবর্তীতে এই ঘটনার প্রতিবাদে মাথাভাঙা মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপির প্রদান করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি নেতৃত্ব। শীতলকুচি বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন বলেন - গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে শীতলকুচি গোসাইহাট এলাকায় পুজো দিতে গিয়েছিলেন। আমি যখন ঠাকুরের আরাধনা করছিলাম গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে তখন মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় আমাকে গালাগালি করা হচ্ছিল। তৃণমূলের বেশ কিছু কর্মী সমর্থক তখন বলছিল আমি নাকি ভন্ড হিন্দু বাইরে বেরিয়ে আয় মজা দেখাবো। আমার সাথেও বেশ কয়েকজন ছিল এরপর যখন বাইরে বেরিয়ে আসি তারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে এমনকি ধাক্কা দেওয়া হয় আমাকে চরমহেনস্তার শিকার হতে হয়। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করে বলেন আমার সাথে আরও কয়েকজন গিয়েছিল তাদেরকেও হেনস্থা হতে হয় এমনকি তাদের পাথর দিয়ে মারা হয় বলেও অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনার পর চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। পরবর্তীতে শীতলকুচি থানার পুলিশের সাহায্যে ঘটনার স্থল থেকে বিধায়ক বেরিয়ে আসেন। বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মন বলেন - আমি এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করব থানায়। পরবর্তীতে এই ঘটনার প্রতিবাদে বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা মাথাভাঙ্গার মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেন এবং বিক্ষোভ দেখান। অপরপক্ষে এই বিষয়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন - এই ঘটনার সাথে তৃণমূলের কর্মীরাযুক্ত নয়। তিনি বলেন, বিধায়ককে এলাকার সাধারণ কখনোই দেখতে পান না সে কারণেই হয়তো স্থানীয় মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছে। তবে দিনে দুপুরে যেভাবে বিরোধী বিধায়কদের হেনস্থা শিকার হতে হচ্ছে তাতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে বিস্তর প্রশ্ন ? এখনো বিধানসভা ভোটার অনেকটা সময় বাকি তার আগে কেন বারবার উত্তপ্ত হচ্ছে কোচবিহার আদৌ কি নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্ভব নাকি আবার রক্তাক্ত হবে কোচবিহারের রাজপথ এ প্রশ্নই এখন সর্বত্র।

১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ মিলবে এবার? পরিদর্শনে পূর্ব বর্ধমানে কেন্দ্রীয় দল, তিন ব্লকের আটটি পঞ্চায়েতে নজর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১০ জুলাই ঃ দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আটকে থাকা ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে এবার নতুন আশার আলো দেখছে পূর্ব বর্ধমান। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দফতরের 'লেভেল মনিটরিং' (NLM)-এর প্রতিনিধিরা পরিদর্শনে এসে পৌঁছেছেন জেলায়। দিল্লির একটি সংস্থার হয়ে দুই প্রতিনিধি- সিনিয়র কনসালটেন্ট ধরম কুমার ও অ্যাসোসিয়েট কনসালটেন্ট সুরেন্দ্র সিংহ বুধবার পূর্ব বর্ধমানে পৌঁছেছেন। আগামী ১০ দিন তাঁরা জেলার বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ঘুরে দেখবেন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন। বৃহস্পতিবার জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা। বৈঠকের পরে ঠিক হবে, পূর্ব বর্ধমানের কোন আটটি পঞ্চায়েত তাঁরা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। সূত্রের খবর, জেলার আউশগ্রাম ২, কাটোয়া ২ ও পূর্বস্থলী ২ ব্লকের মোট ১৬টি পঞ্চায়েতের তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছে কেঃদ্রীয় দলের হাতে। এর মধ্যে রয়েছে দেবশালা, রামনগর, অমরপুর, কোটা, ভেদিয়া, এড়াল, অগ্রদ্বীপ, শ্রীবাটি, গাজিপুর, সিঙ্গি, করুই, জগাদনন্দপুর, মুকসিমপাড়া, কালেখাঁতলা ১, পাটুলি এবং মাজদিয়া পঞ্চায়েত। পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য শুধু ১০০ দিনের কাজ নয়-প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ), প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা, সহায়ক ভাতা, স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন সহ কেন্দ্রীয় মোট ১০টি প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হবে। সেই অনুযায়ী পঞ্চায়েতগুলিকে সবরকম তথ্য ও নথি প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জব কার্ডের রেজিস্টার, মাস্টার রোল, কেস রেকর্ড, এবং প্রকিউরমেন্ট ফাইলের উপর। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকল্পে কেন্দ্রীয় লোগো ঠিকমতো ব্যবহৃত হয়েছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার বলেন, কেন্দ্রীয় দল তো প্রতি বছরেই আসে, কিন্তু কিছুই খুঁজে পায় না। ১০০ দিনের কাজ শুরু করার নির্দেশ রয়েছে, তবুও বরাদ্দ আটকে আছে। আশা করি, এবার পরিদর্শনের পরে টাকা ছাড় হবে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে পূর্ব বর্ধমান ও হুগলির ১২টি পঞ্চায়েতে ৬২টি কাজ ঘুরে দেখেছিল কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল। সেই সময় একশো দিনের প্রকল্পে একাধিক অনিয়ম ধরা পড়ে। রায়না ও খণ্ডঘোষ ব্লকের কিছু পঞ্চায়েত টাকা ফেরত দিলেও আউশগ্রামের এড়াল ও রামনগর পঞ্চায়েতের প্রায় ৭৪ লক্ষ টাকা আটকে রেখেছিল কেন্দ্র। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে সেই টাকা ফেরত দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রের পাঠানো প্রশ্নের লিখিত জবাবও দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের তরফে। জেলার এক পদস্থ কর্তা বলেন, পুরনো সমস্ত বকেয়া পরিশোধ ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। এবার আর কোনও বাধা নেই বলেই বিশ্বাস। আশা করছি, পরিদর্শনের পরে অবশেষে আটকে থাকা বরাদ্দ ছাড়া হবে। উল্লেখ্য, পূর্ব বর্ধমান ছাড়াও এ রাজ্যের আলিপুরদুয়ার, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগণা ও নদীয়াতেও চলবে এনএলএম দলের পরিদর্শন। গোটা দেশে এই প্রকল্পের আওতায় ৩৫০টি জেলার মূল্যায়ন শুরু করেছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক।

পরিদর্শনে সেচ মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ১০ জুলাই ঃ কয়েকদিনের বৃষ্টিতে ঘাটালে বিভিন্ন নদীতে জল স্তর বাড়ছে। রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া বৃহস্পতিবার বিভিন্ন প্লাবিত এলাকা পরিদর্শন করেন। এই তিনি ফের বলেন, বিভিন্ন জলাধারগুলি আলোচনা ছাড়া জল ছাড়ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

সিনিয়র ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত টেন্ডার নোটিশ নং. এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/ ৫৫৫ তারিখ ০২.০৭.২০২৫ এর অধীনে ই-টেন্ডার নং. এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/২১/২৫-২৬/ আরআরএসকে-এর সাথে সম্পর্কিত, নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে ঃ **শিডিউল আইটেম নং. ৪৫-এর অন্তর্গত ফেন্সিং ব্যবস্থার জন্য ড্রয়িং নং. সিডব্লুএম ০০২২৩ কে টেন্ডার নথির অংশ হিসেবে আইআরইপিএস-এ আপলোড করা হয়েছে।** উল্লিখিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

SDAH-116/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/ **NIT(e)-07/2025- 26(2 nd Call)** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O- Para, District- Purulia, 01 (One) no. works/Schemes under 15 th CFC & MDW Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **10.07.2025 up to 16.07.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **10.07.2025 up to 16.07.2025 at 16:00 PM.** And Opening on **18.07.2025 at 16:05 P.M.** For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

TENDER NOTICE

Prodhan Som-II GP invites e-tender in authority's contact from reliable resource and eligible contractor for NIT No-07/25- 26/Som-II G.P up to 18.07.25 17;00 hrs for others details visit website – **https://wbtenders.gov.in** or Sompara-II G.P

Sd/-
Prodhan
Sompara-II G.P

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএল-এএসএন-সিওন-টিআরএল-১৭৩-২০২৫-I-এনআইটি; টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এএসএন-সিওন-টিআরএল-১৭৩-২০২৫-I; তারিখঃ ০৮.০৭.২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক পর্যাপ্ত আর্থিক সক্ষমতা এবং নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সহ বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা ইত্যাদির থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** "পূর্ব রেলওয়ের আসানসোল ডিভিশনের সীতারামপুরে (৬.৬৯৫ কিলোমিটার) বাই-পাস লাইন নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত ২২০ কেভি কল্যাণেশ্বরী-বার্ণপুর লাইন (এল#২২৯) এবং ২২০ কেভি এমটিপিএস-বার্ণপুর লাইন (এল#২৩২), ২২০ কেভি ডি/সি কল্যাণেশ্বরী-বার্ণপুর লাইন (এল#২৩৯ এবং ২৪০) এবং ২২০ কেভি ডি/সি আরটিপিএস-কল্যাণেশ্বরী লাইন (এল#২৬৩ এবং ২৬৪)-এর পথ পরিবর্তন ও উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য ট্রান্সমিশন লাইনের ডিজাইন, ড্রয়িং, সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা এবং চালু করা।" **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ₹ ২২,৪৭,৯৫,৫৮৭.৪৬/-; **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ১২,৭৪,০০০/-; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ০৬ (ছয়) মাস; **বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ** ৩০.০৭.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টায়। এই টেন্ডারের বিপরীতে উপরে উল্লিখিত টেন্ডারের শেষ তারিখ ও সময়ে বা তার আগে "টেন্ডার নথির মূল্য" এবং "বায়না অর্থ" অনলাইনে পেমেন্ট করার পরে টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যেতে পারে এবং **www.ireps.gov.in**-এ বিড জমা দেওয়া যেতে পারে। এই টেন্ডারের জন্য সমস্ত ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ এবং উপরে বর্ণিত সমস্তসহ টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। টেন্ডারের জন্য বিডিং উপরের ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং প্রাপ্ত হলে যে কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না এবং সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করা হবে। টেন্ডারের নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ বিবরণ, সময়ে সময়ে জারি করা সংশোধনী(গুলি) (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাথমিক তথ্য **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন/এএসএন, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল-৭১৩৩০১-এর নোটিশ বোর্ডেও দেখা যেতে পারে।

CON-24/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Pradhan
GARAFUSRA GRAM PANCHAYAT
Vill-Sindri, PO-Sindri
Chasmore, Dist:-Purulia
Notice Inviting e-Tender
No: WBPUR/GGP/NIET-01/ 25-26, Date: 30/06/2025

E-tender is invited by the Pradhan, Garafusra Gram Panchayat for 6(Six)Nos. different works. Last date of submission of Bid(online) **22.07.2025 at 5.00 P.M.** Bid opening date(online): **25.07.2025 at 11.00 A.M.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Garafusra Gram Panchayat

SANKARHATI 1 GRAM PANCHAYAT
Vill. & P.O.-Munshirhat
P.S.-Jagatballavpur, Dist.-Howrah
NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for exec ut ion of different works vide **Etender Tender ID-(1) 179/SANK-I/15TH/25-26, Date: 10/07/2025**, Date of sale of Tender Form on any working days from **14/07/2025 to 22/07/2025 (from 11.30 AM to 2.00PM)**. Last date of dropping of Sealed Tender form on or before **22/07/2025 up to 2.30PM**, Date of opening of Tender: **24/07/2025 at 3.00 PM**. Details Contact: **wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sankarhati-I Gram Panchayet

E-TENDER NOTICE

Chairperson Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Construction of Cement Concrete Road & Surface Drain & sidewall in Ward No-18, Waste Bin Holder, Vat Point at Ward No-15, Land Development With Cement Concrete & Sidewall & Slab in Ward No-01 and Construction of Surface Drain in Ward No-04 under Dankuni Municipality for **E-N.I.T No- WBMAD/DKM/CP/e-NIT- 53,54,55,56/2025-26 & WBMAD/DKM/CP/e-NIT-24/2025-26 (2nd Call)** Bid Submission closing date (Online)- **21/07/2025,** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender.

Sd/- Chairperson
Dankuni Municipality

OFFICE OF THE BAGNAN-II PANCHAYAT SAMITY
ANTILA, BAGNAN, HOWRAH
Abridged Notice Inviting Tender
E-NIT No:-WB/HOW/BAG-II/NIET-05/2025-26, dt.-07.07.2025 (3 Nos. work) Submission Closing Date: 21.7.2025 upto 6.00 PM

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned from bonafied and resourceful contractors for implementation of 03 nos scheme under Bagnan-II Panchayet Samity. For other details contact office of the undersigned within office hour.

Sd/-
Executive Officer
Bagnan-II Panchayet Samity
Antila, Bagnan, Howrah

ঐতিহাসিক রায় দিল জলপাইগুড়ি জেলা আদালত

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ জুলাই ঃ একদিনে তিন জনের ফাঁসি সাজা ঘোষণা করা হল জলপাইগুড়ির জেলা আদালতে। এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ঐতিহাসিক রায় দিল জলপাইগুড়ি বিশেষ পকসো আদালত। ২০২০ সালে রাজগঞ্জ থানা এলাকায় ঘটে যাওয়া সেই নৃশংস ঘটনায় অভিযুক্ত তিন ব্যক্তিকে ফাঁসির সাজা শোনালেন বিচারক রিন্টু শূর। এই প্রথমবার জলপাইগুড়িতে ধর্ষণ মামলায় একসঙ্গে ৩জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। ঘটনার সূত্রপাত ২০২০ সালের অগাস্টে। অভিযোগ, ওই নাবালিকাকে প্রথমে অপহরণ করা হয়। তারপর তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয় এবং মৃতদেহ সেপটিক ট্যাঙ্কে ফেলে দেওয়া হয়, যাতে প্রমাণ লোপাট করা যায়। দীর্ঘ প্রায় চার বছর ধরে মামলার শুনানি ও একাধিক সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনার পর আজ বিশেষ পকসো আদালত এই রায় ঘোষণা করে। মামলার সরকারি কৌঁসুলি দেবাশিস দত্ত জানান, জলপাইগুড়িতে এই প্রথম একসঙ্গে তিনজনকে ধর্ষণ মামলায় ফাঁসির সাজা দেওয়া হল। এটি নজিরবিহীন।

নোটিশ

কাঞ্চন দাস মহাশয় এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ৭১২০ / ২০২৪ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, সুমন রায় মহাশয়কে, উনি পাওয়ার বলে সুধীর পাসোয়ান মহাশয়কে এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ৯০৮০ / ২০২৪ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালি জগাছা ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- বাঁইগাছি, হাল দাগ-৪০।

Office of the Pradhan
Hutmura Gram Panchayat
Vill+PO – Hutmura, Purulia, Pin-723148
Memo No.-123/HGP Dated-10/07/2025
NOTICE INVITING e-TENDER No.-02(8)/2025-26

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of total 8 (Eight) Nos. different works. Bid Submission end date **18.07.2025 4 pm.** Date of Opening of Bid (Technical) **22/07/2025 at 9 AM.** For more details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Hutmura Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

জিইএম বিড নং. জিইএম/২০২৫/বি/ ৬৩৭২০৩৬ তারিখ ঃ ০৩.০৭.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য জিইএম-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) বিজ্ঞপ্তিটি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম এবং এটির স্থান ঃ** ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ডে.সিইই (ডব্লিউ)/কেপিএ সংস্থার অধীনে টার্নকি ভিত্তিতে ০২ বছর/৫৯৬ কার্যদিবসের জন্য শপের মেঝে পরিষ্কার; ডে.সিইই (ডব্লিউ)/কেপিএ সংস্থার অধীনে টার্নকি ভিত্তিতে ০২ বছর/৫৯৬ কার্যদিবসের জন্য আবর্জনা নিষ্কাশন; ডে.সিইই (ডব্লিউ)/কেপিএ সংস্থার অধীনে টার্নকি ভিত্তিতে ০২ বছর/৫৯৬ কার্যদিবসের জন্য অফিস, টয়লেট, জলের বুথ, ক্যারেজ কমপ্লেক্সের পিট মেশিন দ্বারা/ম্যানুয়াল পরিষ্কার; **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ₹ ৬৫,৭৯,০৭২.৫০/-; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **ওয়েবসাইট যেখান থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ পাওয়া যাবে ওয়েবসাইট ঃ **www.gem.gov.in** থেকে ০৩.০৭.২০২৫ থেকে ২৬.০৭.২০২৫ তারিখ বিকাল ৪টা পর্যন্ত; **বায়না অর্থ জমা করতে হবে ঃ** ₹ ১,৩১,৬০০/-; **কাজ সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর; **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** ০৩.০৭.২০২৫ থেকে ২৬.০৭.২০২৫ বিকাল ৪টা পর্যন্ত; **অফার জমা দেওয়ার সময়সীমাঃ** ০৩.০৭.২০২৫ থেকে ২৬.০৭.২০২৫ বিকাল ৪টা পর্যন্ত; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৭.২০২৫ বিকাল ৪টা পর্যন্ত; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৭.২০২৫ বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত।

MISC-128/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:- WB/HOW/BAG2/HGP/NIET-4/ 25-26, Dated:-10.07.2025

For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 1(One) work. Bid Submission closing date (online): **18/07/2025 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **21/07/2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.

Sd/- PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for "Different types of electrical works in different wards (31,35,29 etc.) under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by EE,(E&M)Deptt" BMC vide NIT No.12/PHE(E&M)/BMC (2nd Call) Dated: 10-07-2025, Tender ID: 2025_MAD 876772_1,2&3 details are available with office of EE/ PHE(E&M) BMC
Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only.
Please visit: https://wbtenders.gov.in
Last date of Bid submission (online): 29th July 2025 up to 15:00 Hrs.

Sd/-
EE,(E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

জেরুড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ঠিকানাঃ গ্রাম-বালিডাঙ্গা পোঃ-খানপুর জেলা- হুগলি
নিবন্ধন সংখ্যা (Registration No) ১১২ H.G., তারিখঃ০৬।০৭।১৯৬৩
প্রতিনিধি নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক হুগলি রেঞ্জ তথা হুগলি জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশ নম্বর ৫৬৩ তারিখ ১৯।০৫।২০২৫ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় নির্বাচন কমিশন রেগুলেশন ২০১২ অনুসারে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, জেরুড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন আগামী ১০।০৮।২০২৫ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। ওই প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট এই বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করা হল। উক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার জন্য সমিতির সকল সদস্য ও সদস্যা গনকে আহ্বান করা হচ্ছে।

প্রতিনিধি নির্বাচনের নির্ঘন্ট (Schedule for Delegate Election)

ক্রম নং.	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১.	মনোনয়নপত্রবিলি	২১.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমবায় সমিতি অফিস
২.	মনোনয়নপত্র পেশ	২১.০৭.২০২৫ হইতে ২২.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমবায় সমিতি অফিস
৩.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৪.০৭.২০২৫	দুপুর ১২টা হইতে বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমবায় সমিতি অফিস
৪.	বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ	২৪.০৭.২০২৫	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যহতির পর	সমবায় সমিতি অফিস
৫.	প্রার্থীপদ / মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার শেষ তারিখ	২৫.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টা পর্যন্ত	সমবায় সমিতি অফিস
৬.	চূড়ান্তপ্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২৫.০৭.২০২৫	বিকেল ৩টার পর	সমবায় সমিতি অফিস
৭.	ভোটগ্রহণের তারিখ, সময় ও স্থান (প্রয়োজনে)	১০.০৮.২০২৫	দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত	বালিডাঙা প্রাইমারী স্কুল
৮.	ভোট গণনা ও ফলপ্রকাশ	১০.০৮.২০২৫	ভোট শেষের পর	বালিডাঙা প্রাইমারী স্কুল

WBCS Act এবং রুলস অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন হওয়ার যে যোগ্যতা মনোনয়ন পেশ এর জন্য তা থাকতে হবে।
প্রতিনিধি সংখ্যা ও সংরক্ষণ নিম্ন বর্ণিত তালিকা অনুযায়ী হইবেঃ-

নির্বাচন ক্ষেত্র অনুযায়ী প্রতিনিধি সংখ্যা ও সংরক্ষণ তালিকা

নির্বাচন ক্রম নং.	এলাকা	ভাটার সংখ্যা	প্রতিনিধি সংখ্যা	সংরক্ষণ তালিকা
১.	বালিডাঙা	৩২৯	১৪	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-২ ২) মহিলা-২ ৩) অসংরক্ষিত-১০
২.	খানপুর	১১৬	৫	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-০ ২) মহিলা-০ ৩) অসংরক্ষিত-৫
৩.	জেরুড়	১১৪	৬	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-০ ২) মহিলা-০ ৩) অসংরক্ষিত-৬
৪.	গুড়বাড়ী	১৭৬	৮	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-১ ২) মহিলা-১ ৩) অসংরক্ষিত-৬
৫.	মহিষগড়িয়া	৭৩	৩	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-০ ২) মহিলা-০ ৩) অসংরক্ষিত-৩
৬.	চৌঘাটা	২৭	২	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-১ ২) মহিলা-০ ৩) অসংরক্ষিত-১
৭.	উঃ মামুদপুর	৮৯	৪	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-১
৮.	গাড়লমুড়ি	১১১	৫	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-১ ২) মহিলা ৩) অসংরক্ষিত-৩ ৩) অসংরক্ষিত-৩
৯.	রূপরাজপুর	১৪৩	৬	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-০ ২) মহিলা-২ ৩) অসংরক্ষিত-৪
১০.	উঃ জগন্নাথপুর	৬২	৩	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-০ ২) মহিলা-১ ৩) অসংরক্ষিত-২
১১.	হরিরামপুর	৭৫	৩	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-০ ২) মহিলা-০ ৩) অসংরক্ষিত-৩
১২.	বংশীপুর	১৪১	৬	১) তপঃ জাতি / উপজাতি-০ ২) মহিলা-০ ৩) অসংরক্ষিত-৬
	মোট	১৪৮৭	৬৫	

তারিখ- ০৮।০৭।২০২৫

চঞ্চল রায়
সহকারী নির্বাচন আধিকারিক
জেরুড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

MIRAE ASSET
Mutual Fund

In order to impart an insight on mutual fund, to educate and create awareness among the investors about the financial market, Mirae Asset Mutual Fund undertakes numerous events and activities at various places across the country and in number of ways such as conducting Investor Awareness Programs (IAPs) / seminars, contents on investor awareness in print media (newspapers, magazines etc.) and programs on Mutual Funds in electronic media (TVs, radios etc.).

In this regard, please see below schedule of upcoming IAP:

Date	Time	Address
July 13, 2025	11:00 A.M.	Somani INN, Sevayatan Road, Bachurdoba, Jhargram, West Bengal - 721 507.

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited. CIN - U65990MH2019PTC324625)
Registered & Corporate Office: 606, 6th Floor, Windsor Building, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ☎ 1800 2090 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com 🌐 www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Water Supply/BDT)/ KMC** invites e-tender for the following works (Submission of bid through online) :–

1. NIeT No.: **KMC/WS/GBDT/M/2025-26/17** Name of the Work: **Replacement of 1 No. 10 HP Submersible Pump-Motor Set for the Tubewell at Nonadanga Block-A, Ward No.-108, Borough-12.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,23,335.00.** Earnest Money: **2,500.00**. Time of Completion: **7 days.**
2. NIeT No.: **KMC/WS/GBDT/E/2025-26/35** Name of the Work: **Refurbishing of 9 Nos. Submersible Pump Motor Set at Malipara (WD-111) and other 8 Nos. Big-dia T/W under Garfa Unit.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,83,904.00.** Earnest Money: **5,700.00**. Time of Completion: **20 days.**
3. NIeT No.: **KMC/WS/GBDT/E/2025-26/34** Name of the Work: **Electrical Work and other Ancillary Works for The Tubewell at Nayabad Mini Bus Stand Ward No.-109, Borough-12, Dakshin Anandapally Ward-114, Borough-11 and Marteen Para near Aboni Club Ward No.-108, Borough-12.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,78,558.00.** Earnest Money: **5,600.00**. Time of Completion: **15 days.**
4. NIeT No.: **KMC/WS/GBDT/M/2025-2026/22** Name of the Work: **Withdrawal and Reinstallation of Submersible Pump Motor at Bakultala Park (Ward No.-126) Bigdia Tubewell and other 14 Nos. Big Dia Tubewell under Garfa Big-Dia T/W Unit.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,88,771.00.** Earnest Money: **5,800.00**. Time of Completion: **25 days.**
5. NIeT No.: **KMC/WS/GBDT/E/2025-26/37** Name of the Work: **Electrical Work and other Ancillary Works for the Big Dia. Tubewell at Niranjan Pally Congress Nagar Ward No.-113, Borough-11.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **1,37,870.00.** Earnest Money: **2,800.00**. Time of Completion: **10 days.** Last date of submission and opening date & time: **22.07.2025 up to 2.00 p.m.** and **25.07.2025 at 2.00 p.m. respectively.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from **11.07.2025 (2.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Water Supply/ GRWW), KMC** invites e-tender for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE/WS/GRWW/25-26/PH-II/12** Name of the Work: **Renovation of Existing Rolling Shutters by Replacing Damaged Parts with other Allied Works at PH-II Sub-station, CWPS-II and CWPS-III of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **1,83,485.00.** Earnest Money: **3,700.00**. Period of Completion: **12 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE/WS/GRWW/25-26/PH-II/18** Name of the Work: **Renovation with replacement of Worn Out Spare Parts, Testing and Commissioning of Chlorination System for Chlorinator (20 KG/HR.) No. 4 at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount: **QUOTATION**. Earnest Money: **5,000.00**. Period of Completion: **12 days.**
3. NIT No.: **KMC/EE/WS/GRWW/25-26/PH-II/11A** Name of the Work: **Supply, delivery, installation of one number 250 MM Dia. Non Return Valve along with replacement of Worn Out Spare Parts of Horizontal Split Casing Centrifugal Recirculation Pump No. 1 at WTP-III, GRWW.** Estimated Amount: **QUOTATION.** Earnest Money: **3,600.00**. Period of Completion: **10 days.**
4. NIT No.: **EE/O&M-III/GRWW/e-T-17/2025-26** Name of the Work: **Renovation of damaged drain Gate Valve of Filter Bed No.-8 at WTP-I under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **1,74,241.00.** Earnest Money: **3,500.00**. Period of Completion: **10 days.**
5. NIT No.: **EE/O&M-III/GRWW/e-T-16/2025-26** Name of the Work: **Supply, fitting & fixing of New Spare Parts by Replacing damaged one of Pre-Chlorinator Unit-I under WTP-I under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,33,660.00.** Earnest Money: **4,700.00**. Period of Completion: **05 days.**
6. NIT No.: **WS/GRWW/WTP-II/07/2025-26/08** Name of the Work: **Fabrication and installation New M.S. Baseframe by replacing broken base frame against Backwash Pump No.-01 and installation of Three Numbers New Screening arrangement at sludge Pumps Suction Area with Allied Works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **1,84,266.00.** Earnest Money: **3,700.00**. Period of Completion: **21 days.**
7. NIT No.: **WS/GRWW/WTP-II/08/2025-26/10** Name of the Work: **Replacement of broken door and windows Glass Panels and Supporting Frame Structure by New One at Northern side of Filter House Against Filter Bed No.-14 and 16 with Allied Civil Repairing Works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,70,670.00.** Earnest Money: **5,420.00**. Period of Completion: **15 days.**
8. NIT No.: **WS/GRWW/WTP-II/03/2025-26/09** Name of the Work: **Modification of Chemical Lifting Pipe Line System with Backwash arrangement and Civil Repairing Works at Chemical Godown under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,45,648.00.** Earnest Money: **4,920.00**. Period of Completion: **21 days.**
9. NIT No.: **EEWS/KMC/GRWW/24-25/125** Name of the Work: **Construction of Valve Chamber alongwith laying of 300 MM Dia. Pipeline from Delivery Manifold of Sludge Water Recirculation Station to Northern and Southern Side of Clean City Compactor Station at Sludge Pond area of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,93,736.00.** Earnest Money: **5,900.00**. Period of Completion: **18 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (online): **26.07.2025 at 2.00 p.m./ 28.07.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3), **19.07.2025 at 12.00 noon / 21.07.2025 at 12.00 noon** (for Sl. No. 4 & 5), **23.07.2025 at 2.00 p.m./ 25.07.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 6 to 8) & **21.07.2025 at 2.00 p.m./23.07.2025 at 2.00 p.m.** (for Sl. No. 9). The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3 & 6 to 9) & **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 4 & 5).

The **Executive Engineer, Water Supply (Br-XI), J. Unit, KMC** invites e-tender for the following works:–

1. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/75/2025-26** Name of the Work: **Replacing with re-install of 2 Nos. Air Valve at Burir Pukur (Ajanta Park) in Ward No.-101, Borough-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,88,247.44.** Earnest Money: **4,000.00**. Period of Completion: **21 days.**
2. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/74/2025-26** Name of the Work: **Restoration of W/S Pipe Line by Cutting Flushing, Leak Repair S.V. Installation with Allied Works at Nathpara, Jamadar Para and Boral Main Road surroundings area in Ward No.-111, Borough-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,98,098.11.** Earnest Money: **6,000.00**. Period of Completion: **45 days.**
3. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/73/2025-26** Name of the Work: **Restoration of W/S Pipe Line by Leak Repair Cutting and Flushing Shifting House Connection and SV Installation with Chamber etc. Ramkrishnapally Mitali Math Panpara area in Ward No.-111, Borough-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,98,742.60.** Earnest Money: **4,000.00**. Period of Completion: **45 days.**
4. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/72/2025-26** Name of the Work: **Restoration of W/S Pipe Line by Leak Repair Cutting and Flushing Shifting House Connection and SV Installation with Chamber Ujjwal Park Gostotala area in Ward No.-111, Borough-XI.** Estimated Amount: ₹ **1,96,033.05.** Earnest Money: **4,000.00**. Period of Completion: **45 days.**
5. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/71/2025-26** Name of the Work: **Supplying & Laying of 100 MM Dia DI Pipe by Replacing Existing Worn Out 100 MM C.I. Pipe from H/O Dipak Das to Ranjan Rayat at Tetultala in Ward No.-114, Borough-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,59,389.83.** Earnest Money: **5,200.00**. Period of Completion: **28 days.**
6. NIT No.: **EE(WS)/BR-XI/NIeT/70/2025-26** Name of the Work: **Link connection with Pipe Laying of Newly Installed 2 Nos. Big Dia Tubewell at Nathpara in Ward No.-111.** Estimated Amount: ₹ **2,58,036.84.** Earnest Money: **5,200.00**. Period of Completion: **21 days.** Last date of receipt / opening of Tender (online): **25.07.2025, 5.00 p.m. / 28.07.2025, 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 6).

624/25-26

অফবিট

এক শতাব্দীরও বেশি পুরনো রহস্যে ঘেরা কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান

বিশেষ প্রতিনিধি

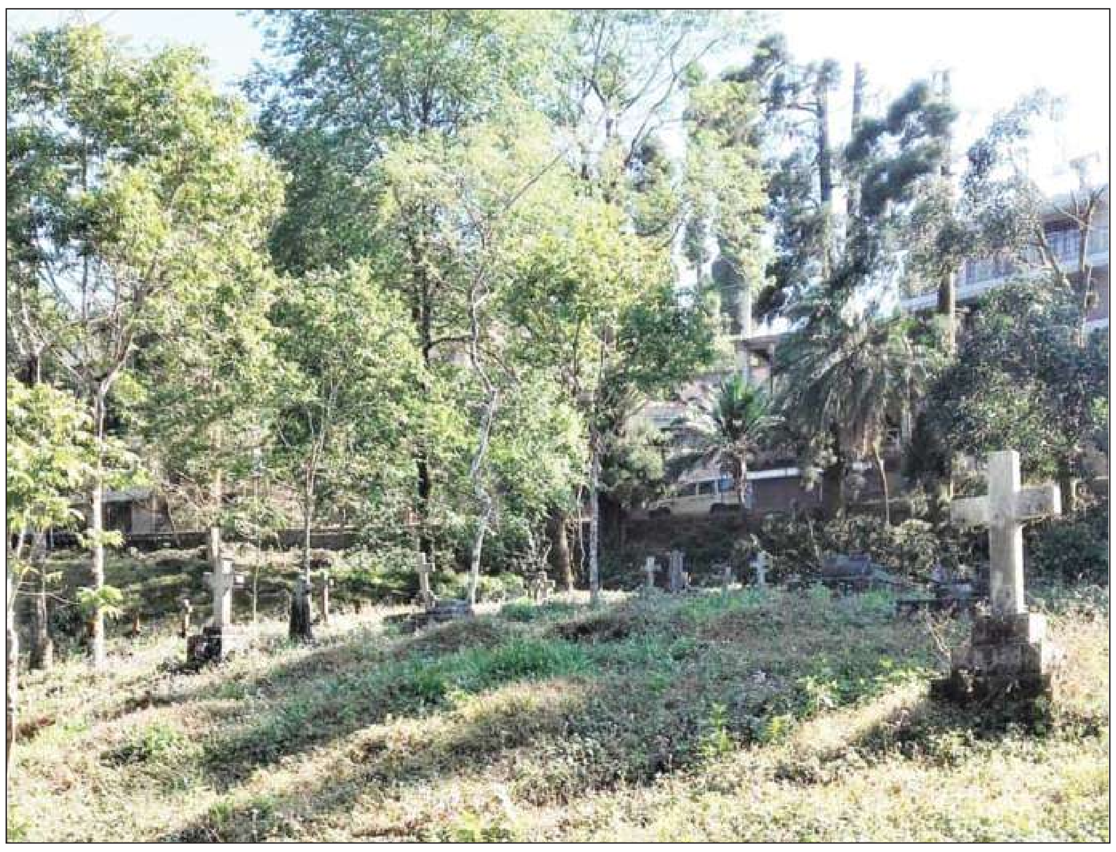

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার কার্সিয়াং শহরে অবস্থিত ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান একটি ঐতিহাসিক স্থান, যা শুধুমাত্র একটি সমাধিক্ষেত্র নয়, বরং ঔপনিবেশিক যুগের গল্প এবং রহস্যের একটি জীবন্ত সাক্ষ্য। এই কবরস্থানটি কার্সিয়াংয়ের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা ১৮০০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিদ্যমান। এটি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের স্মৃতি বহন করে এবং এখানে সমাহিত ব্যক্তিদের জীবন ও অবদানের মাধ্যমে দার্জিলিং পাহাড়ের ইতিহাসের একটি অংশ প্রকাশ পায়। তবে, এই কবরস্থানের রহস্যময় গল্প এবং অবহেলিত অবস্থা এটিকে একটি বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্র করে তুলেছে।

কবরস্থানের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান, যা প্রায়শই 'ওল্ড সিমেট্রি' নামে পরিচিত, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম দিকের বসতি স্থাপনকারীদের শেষ বিশ্রামস্থল। এই কবরস্থানে সমাহিত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন ব্রিটিশ প্রশাসক, চা বাগানের মালিক, এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ব, যারা দার্জিলিং এবং কার্সিয়াংকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চা উপাদনকারী অঞ্চলে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই কবরস্থানে প্রায় ১০০টিরও বেশি সমাধি রয়েছে, যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সমাধির শিলালিপি অস্পষ্ট হয়ে গেছে বা ভেঙে পড়েছে। কিছু সমাধিতে এখনও পড়া যায় এমন শিলালিপি রয়েছে, যা ঔপনিবেশিক যুগের জীবনযাত্রা এবং সংস্কৃতির একটি আভাস দেয়।

বিশিষ্ট সমাধি এবং তাদের গল্প

কবরস্থানটির উল্লেখযোগ্য সমাধিগুলোর মধ্যে রয়েছে লুই মান্ডেলির সমাধি, যিনি ছিলেন একজন ইতালীয় চা বাগানের মালিক এবং অপেশাদার পাখি বিশেষজ্ঞ। তাঁর সমাধির শিলালিপিতে তাঁর প্রতি সম্মান এবং তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া, এই কবরস্থানে আরও অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তির সমাধি রয়েছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন ব্রিটিশ, স্কটিশ, আইরিশ এবং ওয়েলশ। কিছু সমাধিতে ভিক্টোরিয়ান যুগের শৈলীতে লেখা শিলালিপি রয়েছে, যেমন একটি সমাধিতে লেখা রয়েছে, 'Like the flower of the field which to day is and tomorrow withered away. Blessed are the pure in heart as they shall see god'. এই ধরনের শিলালিপি সেই সময়ের ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায়।

রহস্য এবং অবহেলা

কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থানের সবচেয়ে বড় রহস্য হলো এর অবহেলিত অবস্থা এবং হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড। ১৯৭০-এর দশকে সেন্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চের তত্ত্বাবধানে এই কবরস্থানের সমাধিগুলোর শিলালিপির ছবি তোলা হয়েছিল এবং একটি রেকর্ড তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সেই রেকর্ডটি এখন হারিয়ে গেছে। ফলে, অনেক সমাধির পরিচয় এখন অজানা। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা (এএসআই) শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট সমাধি, যেমন লেফটেন্যান্ট জেনারেল জর্জ অ্যালমার লযেড় এবং হাঙ্গেরিয়ান ভাষাতাত্ত্বিক আলেকজান্ডার সোমা দে কোরোসের সমাধির রক্ষণাবেক্ষণ করে। বাকি সমাধিগুলোর দেখাশোনার জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। এই অবহেলার কারণে সমাধিগুলোর উপরে বৃষ্টি, উত্তর থেকে আসা পাহাড়ি হাওয়া এবং সময়ের প্রভাবে অনেক সমাধি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য

কার্সিয়াংয়ের এই কবরস্থানটি ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা দ্বারা 'জাতীয় গুরুত্ব' সম্পন্ন স্থান হিসেবে ঘোষিত। এটি শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক ইতিহাসের একটি স্মৃতিস্তম্ভ নয়, বরং দার্জিলিং পাহাড়ের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটি অংশ। এই কবরস্থানে সমাহিত ব্যক্তিরা, যেমন লয়েড এবং দে কোরোস, দার্জিলিংকে একটি বিশ্বখ্যাত চা উৎপাদনকারী অঞ্চল এবং স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তবে, এই স্থানটির রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং হারিয়ে যাওয়া রেকর্ডগুলো এর ঐতিহাসিক মূল্যকে বিপন্ন করছে।

পর্যটন ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান পর্যটকদের জন্য একটি অপরিচিত গন্তব্য হলেও ইতিহাসপ্রেমীদের কাছে এটি একটি বিশেষ আকর্ষণ। লেবং কার্ট রোডে অবস্থিত এই কবরস্থানটি শহরের কেন্দ্র থেকে প্রায় ১.৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং এটি সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রবেশমূল্য ফ্রি। কবরস্থানের পটভূমিতে সবুজ চা বাগান এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্য এটিকে একটি মনোরম স্থান করে তোলে। তবে, স্থানীয় বাসিন্দারা এবং পর্যটকদের মধ্যে এটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন। ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সিমেট্রিজ ইন সাউথ এশিয়া (বিএসিএসএ) এই কবরস্থানের সংরক্ষণে কাজ করছে, কিন্তু আরও স্থানীয় উদ্যোগ প্রয়োজন।

কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান একটি ঐতিহাসিক ধন, যা দার্জিলিং পাহাড়ের ঔপনিবেশিক অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। এর রহস্যময় গল্প, অবহেলিত সমাধি এবং হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড এটিকে একটি বিশেষ রহস্যের আবেশে ঘিরে রেখেছে। এই কবরস্থানটি কেবল ইতিহাসের একটি অংশ নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক স্মৃতিস্তম্ভ, যা সংরক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য জীবন্ত রাখা সম্ভব। ইতিহাসপ্রেমী এবং পর্যটকদের জন্য এটি একটি অবশ্য-দর্শনীয় স্থান, যা কার্সিয়াংয়ের ঐতিহ্যের একটি অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

***বিদ্রঃ** উপরের তথ্যগুলো কার্সিয়াংয়ের ভিক্টোরিয়ান কবরস্থান সম্পর্কে সাধারণ তথ্য এবং দার্জিলিংয়ের ওল্ড সিমেট্রির তথ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, কারণ কার্সিয়াংয়ের কবরস্থান সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য সীমিত। দার্জিলিংয়ের ওল্ড সিমেট্রির তথ্য এই প্রতিবেদনের জন্য প্রাসঙ্গিক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।*

ভারতে এবার রকেটের স্পিডে ইন্টারনেট দেবে স্টারলিংক

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাইঃ অবশেষে মিলল ছাড়পত্র। ভারতে আসছে স্টারলিঙ্ক। ইলন মাস্কের এই স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা বদলে দিতে পারে দেশের পথচলা। দীর্ঘদিন ধরেই জল্পনা থাকলেও, নানা নীতি, ছাড়পত্রের কারণে তা আটকে ছিল। অবশেষে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল স্পেস প্রোমোশন অ্যান্ড অথারাইজেশন সেন্টারও স্টারলিঙ্ককে ছাড়পত্র দিয়ে দিল। এবার ভারতে স্টারলিঙ্কের ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করতে আর কোনও বাধা থাকবে না। গত মাসেই তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের কাছ থেকে ছাড়পত্র পেলেও, মিলছিল না ভারতের মহাকাশ নিয়ামক সংস্থার সবুজ সঙ্কেত। বুধবার সেই ছাড়পত্র মিলতেই শুরু হয়ে গিয়েছে তোড়জোড়। বর্তমানে স্টারলিঙ্ক ভারতের তৃতীয় স্যাটেলাইট ইন্টারনেট প্রদানকারী হল। এর আগে ওয়ানওয়েব এবং রিলায়েন্স জিয়োর স্যাটকম এই লাইসেন্স পেয়েছে। তবে প্রতিযোগীদের থেকে অনেক এগিয়ে স্টারলিঙ্ক কারণ ৭০টিরও বেশি দেশে বর্তমানে এই স্যাটেলাইট ইন্টারনেটের উপস্থিতি রয়েছে। অনুমতি মেলায় এবার স্টারলিঙ্ক ভারতে তাদের পরিকাঠামো তৈরি করা শুরু করবে। সরকারের কাছ থেকে কিনবে স্পেকট্রাম। ইলন মাস্কের সংস্থার তরফে এখনও ভারতে পরিষেবা শুরু করার কোনও নির্দিষ্ট দিন ঘোষণা না করা হলেও, শোনা যাচ্ছে দুই মাসের মধ্যেই পরিষেবা চালু হতে পারে। বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে স্টারলিঙ্কের ইন্টারনেটের মাসিক খরচ ৩ হাজার টাকা হতে পারে। প্রথমবার কিনতে হবে হার্ডওয়্যার কিট, যার মধ্যে স্যাটেলাইট ডিশ, ওয়াইফাই রাউটার রয়েছে। এর জন্য খরচ পড়তে পারে ৩৩ হাজার টাকা।

সদ্যোজাতকে মৃত ঘোষণা! ১২ ঘণ্টার মধ্যেই হল 'ম্যাজিক'

মুম্বই, ১০ জুলাইঃ চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কে জানত, ১২ ঘণ্টার মধ্যেই গোটা ছবিটা বদলে যাবে। যে পরিবারের অন্দরে ঘণ্টা খানেক আগেও জড়ো হয়েছিল দুঃখের মেঘ। সেই পরিবারই চোখের সামনে ফের দেখবে আশার আলো। ঘটনা মহারাষ্ট্রের বিড়ের। গত ৭ই জুলাই রাতবিরেতে গর্ভবতী অবস্থায় বিড় জেলার আম্বাজোগাইয়ের সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় বালিকা ঘুগেকে। কিন্তু শিশু জন্ম হলেও, সেই সদ্যোজাতকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। নিমিষে শোকের ছায়া পরিবারের অন্দরে। জন্মের ১২ ঘণ্টার পর্যন্ত সেই সদ্যোজাতকে হাসপাতালেই রাখেন চিকিৎসকরা। যদি প্রাণ ফেরে। সেই আশাতেই হাসপাতালে সদ্যোজাতর দেহটা রেখে দেন চিকিৎসকরা। কিন্তু কোনওই লাভ হয় না। ফলত, নিরাশ হয়েই পরিবারের হাতে সেই প্রাণহীন সদ্যোজাতর দেহটি তুলে দেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এরপরই ঘটে ম্যাজিক। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে সদ্যোজাতর দেহটি কবর দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছিল তারা। কিন্তু কবর দেওয়ার আগে একবার শেষবারের জন্য সেই সদ্যোজাতকে দেখতে চায় তার দিদা। তখনই দেহটিতে জড়ানো কাপড় সরাতেই তিনি দেখেন একটু নড়ে উঠল নবজাতটি। বুঝতে পারেন, সে জীবিত। আতঙ্ক ও আনন্দে চমকে ওঠে পরিবার। এরপরই সঙ্গে সঙ্গে ওই জেলা হাসপাতালে ছুটে যায় তারা। সেখানে তড়িঘড়ি ভর্তি করা হয় সেই নবজাতটিকে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আপাতত স্থিতিশীল রয়েছে সদ্যোজাতটি। তবে এই ঘটনার দায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে নবজাতর মা। তাঁর অভিযোগ, ''ওকে যখন চিকিৎসকরা নিয়ে গিয়েছিল, তখনই একটু নড়তে দেখা গিয়েছিল। আমরা সেই ব্যাপারটা নার্সদের জানিয়েও ছিলাম। কিন্তু ওরা গুরুত্ব দেয়নি। সাফ বলে দিয়েছিল, ও নাকি আর বেঁচে নেই।''

বাজারে এবার আসছে ৫০ টাকার কয়েন? সরকার জানাল বড় আপডেট

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাইঃ বাজারে আসছে ৫০ টাকার কয়েন? শোনা যাচ্ছিল এই জল্পনা। এবার এই জল্পনায় ইতি টানল কেন্দ্রীয় সরকার। সাফ জানিয়ে দেওয়া হল যে বাজারে আদৌ আসছে কি না এই ধরনের কয়েন। দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জানতে চেয়েছিল যে ৫০ টাকার কয়েন আনার কোনও পরিকল্পনা রয়েছে কি না। কেন্দ্রীয় সরকার এর জবাবে জানিয়েছে, ৫০ টাকার কয়েন আনার কোনও প্রস্তাবনা বা পরিকল্পনা নেই। দৃষ্টিহীনদের সুবিধার্থে ৫০ টাকার কয়েন আনার আবেদন করা হয়েছিল হাইকোর্টে। বলা হয়েছিল, বাজারে ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকার কয়েন থাকলেও, ৫০ টাকার কোনও কয়েন নেই। এই নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। এর জবাবেই

অর্থ মন্ত্রকের তরফে হলফনামায় জানিয়েছে, এমন কোনও পরিকল্পনা নেই। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার ২০২২ সালের এক সমীক্ষাতেই উঠে এসেছিল যে সাধারণ মানুষ কয়েনের বদলে ব্যাঙ্ক নোটই বেশি পছন্দ করেন। ১০ টাকা, ২০ টাকার কয়েনের বদলে নোট পছন্দ করেন। সেই সমীক্ষায় উঠে এসেছিল, কয়েনের ওজন ভারী ও আকার বড় হওয়ায়, মানুষের তা বহন করতে অসুবিধা হয়। সেই সমীক্ষার মতামত মাথায় রেখেই ৫০ টাকার কয়েন আনার বর্তমানে কোনও পরিকল্পনা নেই কেন্দ্রের। হলফনামায় বলা হয়েছে, কোনও মুদ্রা চালু করার আগে জনগণের মতামত নেওয়া দরকার। জানা দরকার যে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন লেনদেনে এই কয়েন ব্যবহার করতে প্রস্তুত কি না। উল্লেখ্য, দিল্লি হাইকোর্টে দায়ের মামলায় বলা হয়েছিল, বেশিরভাগ নোট এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা চিনতে পারেন, কিন্তু ৫০ টাকার নোটে এমন কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। এর জন্যই ৫০ টাকার কয়েন আনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।

'১৯৭৫ নয়, এটা নতুন ভারত,' জরুরি অবস্থা নিয়ে তোপ থারুরের

থারুরের মন্তব্যে দলের অন্দরেই তৈরি মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাইঃ ভারতের অতীতের এক অন্ধকার অধ্যায় ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার কঠোর সমালোচনা করলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম প্রজেক্ট সিন্ডিকেট-এ প্রকাশিত একটি জোরালো মতামত প্রবন্ধে তিনি লেখেন, ''ইন্দিরা গান্ধির একনায়কতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিপন্ন করেনি, বরং গোটা দেশজুড়ে ভয়, দমন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক 'ভয়াবহ তালিকা' তৈরি করেছিল- যার অনেকটাই বিশ্ব অজানাই থেকেছে।'' থারুর লিখেছেন, ''ইন্দিরা গান্ধি দাবি করেছিলেন এই কঠোর পদক্ষেপগুলি দেশের 'অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা' ও 'বাইরের হুমকি' মোকাবেলায় জরুরি ছিল। তাঁর মতে, জরুরি অবস্থাই একমাত্র পথ ছিল যা ভারতকে 'শৃঙ্খলাবদ্ধ' ও 'দক্ষ' করতে পারত। কিন্তু বাস্তবে এই সিদ্ধান্ত দেশজুড়ে ভয় আর অবদমনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল।'' এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে শশী থারুরের দূরত্ব আরও প্রকাশ্য হয়ে উঠছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক নীতির প্রশংসা করে দলীয় অবস্থান থেকে বিচ্যুত হওয়ায় থারুরকে নিয়ে দলের অন্দরেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ''জরুরি অবস্থার সময়কালে দেশজুড়ে যে ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন, রাজনৈতিক বিরোধীদের গ্রেফতার, সংবাদপত্রে সেন্সরশিপ এবং সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করা

হয়েছিল, তার যথাযথ নথিভুক্তি হয়নি। অথচ, ওই সময়ের বাস্তবতা ছিল ভয়াবহ।'' থারুরের এই বক্তব্য শুধুমাত্র অতীত পর্যালোচনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং কংগ্রেসের ইতিহাস, আত্মসমালোচনা এবং বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি পরোক্ষ বার্তা হিসেবেও বিবেচিত হচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই লেখার মাধ্যমে থারুর আবারও দেখিয়ে দিলেন, তিনি দলীয় লাইন অনুসরণ না করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বলতে পিছপা নন।

চিনের নতুন শয়তানি শুরু! এবার ভারতকে ডুবিয়ে মারার চাল?

বড় আশঙ্কা প্রকাশ করলেন অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী

ইটানগর, ১০ জুলাইঃ চিনের আবার শয়তানি শুরু। এবার ভারতকে আর সামরিক ক্ষমতা বা সীমান্তে রক্তচক্ষু নয়, ভয় দেখাচ্ছে জল দিয়ে। অরুণাচল প্রদেশের ঠিক গা ঘেঁষেই বাঁধ তৈরি করছে চিন। এই বিশাল বাঁধ 'জল বোমা'য় পরিণত হবে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমা খাণ্ডু। চলতি সপ্তাহেই সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চিনের ইয়ারলুং সাংপো নদীতে (ভারতে যা ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত) বাঁধ তৈরি করা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। যেহেতু চিন কোনও আন্তর্জাতিক জল চুক্তির অধীনে নেই, তাই তাদের আন্তর্জাতিক নিয়মের ঘেরাটোপেও আনা যায় না। সেই নিয়েই আরও উদ্বেগ বলে প্রকাশ করেন তিনি। প্রেমা খাণ্ডু বলেন, ''চিনের থেকে সামরিক হুমকির পাশাপাশি আমার মনে হয় সবথেকে বড় ইস্যু এটাই। এটা আমাদের অস্তিত্ব ও জীবনযাপন নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। চিন এই বাঁধকে জলবোমা হিসাবে ব্যবহার করতে পারে।'' প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে যখন চিনের প্রিমিয়ার লি কেকোয়াং অরুণাচলের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রদর্শন করতে এসেছিলেন, তখন ইয়ারলুং সাংপো নদীতে বাঁধের ঘোষণা করেছিলেন। ২০২৪ সালে চিন সরকার ১৩৭ বিলিয়ন ডলার খরচ করে এই প্রকল্পের অনুমতি দেয়। এই বাঁধ তৈরি হয়ে গেলে, তা বিশ্বের বৃহত্তম হাইড্রোপাওয়ার বাঁধ হতে চলেছে। এই বাঁধে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হবে। অরুণাচল প্রদেশের

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, যদি চিন আন্তর্জাতিক জলচুক্তির অধীনে থাকত, তাহলে তারা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জলই ছাড়তে পারত বাঁধ থেকে। ফলে অরুণাচলের প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকত না, উল্টে ব্রহ্মপুত্রের জন্য অসম, অরুণাচল প্রদেশ ও বাংলাদেশে যে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় প্রতি বছর, তাও হত না। তবে চিন কোনও আন্তর্জাতিক জল চুক্তির অংশ না হওয়াতেই আশঙ্কা বাড়ছে। যদি এই বাঁধ থেকে হঠাৎ জল ছাড়ে চিন, তাহলে গোটা সিয়াং ভেসে যেতে পারে।

কার্যত অদৃশ্য, সেনাও চেনে না এদের, চুপিচুপি দেশকে পাহারা দেয় ভারতের এই বিশেষ বাহিনী

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

১৯৬২ সালে চিনের কাছে কার্যত পর্যুদস্ত হয় ভারত। তারপরই প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর হাত ধরে সূচনা হয় ভারতের এক বিশ্বস্ত বাহিনীর। শুরুর দিকে এই বাহিনীর সদস্যরা সকলেই ছিলেন তিব্বতি। যাঁরা চিনা আগ্রাসনের সামনে দলাই লামার সঙ্গে ভারতে চলে আসেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন দলাই লামার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরাও। বর্তমানে সময়ের দাবি মেনে এই বাহিনীতে তিব্বতি খাম্পা সম্প্রদায়ের পাশাপাশি থাকে গোর্খারাও। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই 'এস্ট্যাবলিশমেন্ট ২২'-এর। এমনকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একেবারে উচ্চ পদের আধিকারিকরা ছাড়া এই বিশেষ বাহিনীর সদস্যদের বিশেষ কেউ চেনেও না। খুব বেশি খবরও মেলে না তাদের গতিবিধি বা বিভিন্ন মিশন নিয়েও। ১৯৬২ সালে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স

কাজ শুরু করেছিল বিভিন্ন গোপন অপারেশন চালানোর জন্য। বিশেষত চিন সীমান্ত বরাবর। আর এই কারণেই এটা ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে কাজ করে না। এই বাহিনী সরাসরি রিপোর্ট করে প্রধানমন্ত্রীর দফতরকে। আর এই বাহিনীকে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেয় ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র যদিও প্রয়োজন মতো সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে ও সেনাবাহিনীর থেকে সাহায্য নেয় এই বাহিনী। দুর্গম পর্বতশ্রেণী, উঁচু উঁচু পাহাড় এই সব বাধা কাটিয়ে এগিয়ে চলা এই বাহিনীর কাছে অত্যন্ত সহজ কাজ। উত্তরাখণ্ডের চক্রতায় এই বাহিনীর সদর দফতর। বলা হয়ে থাকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় এই বিশেষ বাহিনীকে নাকি চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় মিশনে পাঠানো হয়েছিল। এ ছাড়াও শোনা যায় কার্গিল যুদ্ধের সময়ও নাকি এই বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়েছিলও। ২০২০ সালের অপারেশন স্নো লেপার্ড চলাকালীন চিনা বাহিনীর মোকাবিলায় স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সের সাহায্য নেয় ভারতীয় সেনাবাহিনী। এই অপারেশন চলাকালীন ২০২০ সালের ১ সেপ্টেম্বর কোম্পানি লিডার নিমা তেনজিংয়ের মৃত্যু হয়। তখনই আবার সামনে আসে এই স্পেশাল ফোর্সের নাম। সীমান্তে যে কোনও শত্রুর মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত হয়েছে ভারতীয় সেনা ও একাধিক স্পেশাল ফোর্স। দেশের জন্য সর্বদা তৈরি রয়েছে স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্সও। আর এঁদের এই সাহসিকতা, ইস্পাত কঠিন মানসিকতার জন্যই দেশের ভিতরে আমরাও সুরক্ষিত রয়েছি।

CHANGE OF NAME

I, Sekh Mahiran Bibi (Old Name) W/O–Hamed Ali Sk resident of at Vill-Tehatta Nutanpara, P.O.-Tehatta, P.S.-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-74160 do hereby decrale that I have changed my name from Sekh Mahiran Bibi to Mahiran Bibi Sekh and henceforth I shall be known as Mahiran Bibi Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 10/07/2025. My name Mahiran Bibi Sekh & Sekh Mahiran Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abubakkar Siddik (Old Name) S/O–Jamiruddin Mandal residing at Vill-Bablabona, P.O.-K M Para, P.S.-Raninagar, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742308 do hereby decrale that I have changed my name from Abubakkar Siddik to Abu Bakkar Siddiqueand henceforth I shall be known as Abu Bakkar Siddique (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on10/07/2025. My name Abu Bakkar Siddique & Abubakkar Siddik both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Hamedali & Hamed Ali Sekh (Old Name) S/O–Haran Sk resident of at Vill-Tehatta Nutanpara, P.O.-Tehatta, P.S.-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-74160do hereby decrale that I have changed my name from Sekh Hamedali & Hamed Ali Sekh to Hamed Ali Sk and henceforth I shall be known as Hamed Ali Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on10/07/2025. My name Hamed Ali Sk (new name) & (old Name) Sekh Hamedali & Hamed Ali Sekhboth are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Pradyut kumar Sarkar (Old name) পিতার নাম Joydep Sarkar ঠিকানা গ্রাম রাধানগর পোঃ- দ্বারহাট্টা, থানা- জাঙ্গীপাড়া, জেলা- হুগলী, পঃবঃ পিন নং-৭১২৪০৩। সদর হুগলী কোর্টের, ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হুগলী জেলা, এফিডেভিট দ্বারা Pradyut Sarkar (New name) পরিচিত হলাম। এফিডেভিট (Sl. No 5532) তারিখ ০৫.০৭.২০২৫ Pradyut Kumar Sarkar (Old name) এবং Pradyut Sarkar (New name) একই ব্যক্তি হিসাবে গন্য হইলাম।

CHANGE OF NAME

I SAKIBUL MALLICK MY FATHER OLD NAME SIRAJUL MALLICK R/O POLTA PURBA PARA P. O BELPUKUR P.S.- DHUBULIA NADIA. MY FATHER SHALL BE KNOWN AS SIRAJ MALLICK BEFORE EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 12.06 . 25 MY FATHER SIRAJ MALLICK AND SIRAJUL MALLICK BOTH ARE SAMEPERSON

CHANGE OF NAME

I, Smritikana Chakraborty wife of Rabindra Nath Chakraborty, residing at 17/3, K. P. Roy Lane, Dhakuria, Kolkata – 700031, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Smriti Chakraborty as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/07/2025. Smritikana Chakraborty and Smriti Chakraborty both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, LINA PATRA KHAN (Old Name) W/O SHIB SANKAR KHAN Residing at Sekhpura Netaji Nagar, P.o - Midnapore, P.s - Kotwali, District - Paschim Medinipur, Pin - 721101, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as LINA PATRA (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Midnapore, vide affidavit no 12638 dated 24-06-2025. LINA PATRA KHAN (Old Name) and LINA PATRA (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, SOHAM CHAKROBORTY (Old Name) S/O DEBASISH CHAKRABORTY Residing at Raghunathpur, P.o - Anandanagar, P.s - Kalyani, District - Nadia, Pin - 741245, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SOHAM CHAKRABORTY (New Name) as declared before the Ld. A.C.J.M.II (1st Class) at Kalyani Nadia, vide affidavit no 53 dated 03-07-2025. SOHAM CHAKROBORTY (Old Name) and SOHAM CHAKRABORTY (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pankaj Sarogi alias Pankaj Barjatya (Old Name) S/o Babulal Saraogi Residing at Victoria Vistas, Flat No. 12B, 14A, D.L Khan Road, Bhawanipur, Vtc+P.o - Bhawanipur, District- Kolkata, Pin- 700025 West Bengal shall henceforth be known as Pankaj Kumar Jain (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrateat (1st Class) at Kolkata vide affidavit no 1590 Dated 08-07-2025. Pankaj Sarogi, Pankaj Barjatya (Old Name) and Pankaj Kumar Jain (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Arpan Das S/o Late Ajoy Kumar Das Residing at 99, Rash Behari Avenue, P.o - Sarat Bose Road, P.s - Rabindra Sarobar, District - Kolkata, Pin - 700029 West Bengal India shall henceforth be known as Arpan Kumar Das. I declare that Arpan Das and Arpan Kumar Das is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-07-2025.

CHANGE OF NAME

I, Sara Rajdev Mandal D/o Rajdev Mandal Residing at 1B, Trishna Appartment, Plot No - BA 87, Street No - 140, P.o+P.s - New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700156 West Bengal India shall henceforth be known as Sara Mandal. I declare that Sara Rajdev Mandal and Sara Mandal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-07-2025.

CHANGE OF NAME

I, Seema Rajdev Mandal W/o Rajdev Mandal Residing at 1B, Trishna Appartment, Plot No - BA 87, Street No - 140, P.o+P.s - New Town, District - North 24 Parganas, Pin - 700156 West Bengal India shall henceforth be known as Seema Mandal. I declare that Seema Rajdev Mandal and Seema Mandal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 10-07-2025.

CHANGE OF NAME

I, Deepak Agarwal S/o Late Sumitra Agarwal Residing at Diamond City West, Tower-7, FL-12D, 18 Ho Chi Minh Sarani, P.o+P.s - Sarsuna, District - Kolkata, Pin- 700061, West Bengal India that my deceased Mother who previously known as Sumitra Devi Agarwal shall henceforth be known as Sumitra Agarwal.I declare that my deceased Mother Sumitra Devi Agarwal and Sumitra Agarwal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 10-07-2025.

ওয়াগন ওভারহলিং দ্রুত করার জন্য নৈহাটি ডিপোতে কাটিং এজ টেকনোলজিক্যাল ডিভাইস কমিশন করা হয়েছে

কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ নৈহাটি ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন (সিএন্ডডব্লিউ) ডিপো দ্রুত ওয়াগন রুটিন ওভারহলিং (ROH) নিশ্চিত করে শিয়ালদহ ডিভিশনের ট্রেন পরিচালনার নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গুরুত্বপূর্ণ ডিপো রেলওয়ে ক্যারেজ এবং ওয়াগনগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য দায়ী, যাতে তারা নিরাপদে পরিচালনার জন্য ভাল অবস্থায় থাকে। রেলওয়ে অপারেশনে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত ডিভাইস স্থাপন দক্ষতা, সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে এবং ট্রেনের ডাউনটাইম কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সম্পদ বরাদ্দকে সর্বোত্তম করে তুলতে, বিলম্ব কমাতে এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা উন্নত করতে পারে। সেই ধারাবাহিক প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, শ্রী রাজীব সাক্সেনা, ডিআরএম / শিয়ালদহ, নৈহাটি ডিপোতে কয়েকটি অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিন চালু করেছেন যা এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ- ঘর্ষণ কমাতে এবং মসৃণ পরিচালনা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন রোলিং স্টকে CTRB কন্ডিশন মনিটরিং সিস্টেম - কার্টিজ টেপার্ড রোলার বিয়ারিং (CTRB) ব্যবহার করা হয়। রুটিন ওভার হোলিং (ROH) এর সময়, CTRB চেকিং বাধ্যতামূলক কিন্তু বেশিরভাগ ডিপো ম্যানুয়াল চেকিংয়ের উপর নির্ভর

করে যার মধ্যে মানুষের ত্রুটি জড়িত। নৈহাটিতে নতুন মনিটরিং সিস্টেম চালু হওয়ার সাথে সাথে, মানুষের ত্রুটির উৎপাদানটি অনেকাংশে হ্রাস পাবে। ডিজিটাল ফর্ম্যাটে কন্ডিশন রিপোর্ট পাওয়ার ফলে রক্ষণাবেক্ষণের সময় সনাক্ত হওয়া ব্যর্থতা সম্পর্কিত সমস্যাগুলির বিস্তারিত ট্র্যাকিং পাওয়া যাবে। এই ডিজিটাল মেশিনটি রেলওয়েকে আরও ভাল এবং দ্রুত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আপগ্রেডেশনে সহায়তা করবে। ওয়েল্ডিং সিমুলেটর - ভারতীয় রেলওয়ের বিশাল বহর বিভিন্ন রক্ষণাবেক্ষণের উপর নির্ভর করে যেখানে ওয়েল্ডিং গভীরভাবে সংহত করা হয়। ওয়েল্ডারদের দক্ষতা এবং পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ রেলওয়ের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ওয়েল্ডিং সিমুলেটর হল একটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (VR) ভিত্তিক আধুনিক মেশিন যা কোনও ভোগ্যপণ্য ব্যবহার না করেই বাস্তব ওয়েল্ডিংয়ের অভিজ্ঞতা প্রতিলিপি করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আরও ভাল ওয়েল্ডিং দক্ষতা বিকাশ করে। এই মেশিনটি সাশ্রয়ী, রিয়েল টাইম প্রতিক্রিয়া প্রদান করে এবং কোণ, ঢালাই গতি, চাপের দৈর্ঘ্য ইত্যাদি সহ ওয়েল্ডিং কৌশল সম্পর্কিত প্রতিবেদন তৈরি করে। এটি বিভিন্ন ওয়েল্ডারের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা মূল্যায়ন, কর্মক্ষমতা ট্র্যাকিং সমর্থন করে। নৈহাটি ইয়ার্ডে বিভিন্ন ব্রেকিং উৎপাদানের ওভারহলিং - নৈহাটি ডিপো শিয়ালদহ বিভাগের জন্য একটি প্রধান ওয়াগন ROH ডিপো। বিপুল সংখ্যক বিশেষ প্রিমিয়াম রেকও পরীক্ষা করা হয় যার জন্য ১০০ শতাংশ ব্রেক পাওয়ার প্রয়োজন। শ্রী রোহিত রঞ্জন, সিনিয়র DME / SDAH-এর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে, SAB, BC, LSD, APM ইত্যাদি বিভিন্ন ব্রেকিং উৎপাদানের ওভারহলিং এখন নৈহাটি ডিপোতেই করা হচ্ছে যা লিলুয়া এবং কাঁচরাপাড়ার মতো ওয়ার্কশপের উপর নির্ভরতা হ্রাস করতে সাহায্য করবে এবং আরও কার্যকর ট্র্যাফিক পরিচালনার জন্য গড় ওয়াগন আটকানোর সময় কমাতেও সাহায্য করবে। ডিস্ট্রিবিউশন ভালভ (DV) ওভারহলিং - নৈহাটি সিএন্ডডব্লিউ ডিপো প্রচুর সংখ্যক প্রিমিয়াম রেক পরীক্ষা করে যার জন্য ১০০ শতাংশ ব্রেক পাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের সময় এই ডিপোর বিশাল চাহিদা মেটাতে ফিডিং ডিপো এবং ওয়ার্কশপ থেকে সরবরাহ পর্যাপ্ত নয়। ইয়ার্ডের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আরও ভাল ওয়াগন ওভারহলিং নিশ্চিত করার জন্য গতকাল ডিআরএম / শিয়ালদহের উপস্থিতিতে ডিপো পর্যায়ে ডিস্ট্রিবিউশন ভালভ (ডিভি) এর ওভারহলিংও শুরু হয়েছে। উল্লেখিত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ নিশ্চিতভাবে দ্রুত উপাদন এবং আরও সঠিকতা সহ নৈহাটি ক্যারেজ এবং ওয়াগন ডিপোকে উৎসাহিত করবে। নতুন মেশিনগুলি উন্নত করার ফলে রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হ্রাস করে এবং যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে শিয়ালদহ বিভাগের কর্মক্ষম দক্ষতা অবশ্যই উন্নত হবে।

বন্ধ বক্সা পাহাড়ের কমিউনিটি হেলথ ইউনিট, সমস্যায় বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ জুলাই ঃ দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে বক্সা পাহাড়ের কমিউনিটি হেলথ ইউনিট। ফলে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন পাহাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা। একে বক্সার গ্রামগুলিতে গাড়ি চলাচলের রাস্তা নেই, ফলে কেউ অসুস্থ হলে তাকে কাঁধে করে সমতলে নামিয়ে ছুটতে হচ্ছে ৩০ কিলোমিটার দূর আলিপুরদুয়ার হাসপাতাল, নয়তো

৩৪ কিলোমিটার দূর লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। গত ২০২১ সালে সমতল থেকে প্রায় তিন হাজার ফুট উচ্চতায় বক্সাদুয়ারে প্রথম স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হয়। স্বাস্থ্য দফতরের সহায়তায় তিন শয্যা বিশিষ্ট এই কমিউনিটি হেলথ ইউনিট পরিচালনের দায়িত্বে ছিলেন ফ্যামিলি প্লানিং এসোসিয়েশন নামে এক সংগঠন। সেখানে বক্সা পাহাড়ের ১৩ টি গ্রামের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি, সপ্তাহে একদিন শনিবার করে বহিঃবিভাগে রোগীদের দেখতেও আসতেন এক চিকিৎসক। তবে বাসিন্দারা জানান, গত প্রায় পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবা। বর্তমানে আগাছায় ভরে গেছে সেই কমিউনিটি হেলথ ইউনিট চত্বর। গত ২০২৩ থেকে স্বাস্থ্য দফতর তরফে বক্সা পাহাড়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া ফ্যামিলি প্লানিং এসোসিয়েশনকে কোনও টাকাই দেওয়া হয়নি। একপ্রকার বাধ্য হয়ে বন্ধ করতে হয়েছে হেলথ ইউনিট। এবিষয়ে বক্সা পাহাড়ের সদর বাজারের বাসিন্দা বলেন, আমরাও চাইছি যাতে হেলথ ইউনিটটি পুনরায় চালু হয়। তবে স্বাভাবিক ভাবেই এতদিনের বকেয়া বেতন ছাড়া কেউ কাজ করতে চাইবে না। এই বিষয়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শ্রীকান্ত মণ্ডল জানান, স্বাস্থ্য ইউনিট বন্ধ আছে। উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে আশা করছি।

দুই প্রতিবন্ধী মহিলার হাতে ত্রান সামগ্রী তুলে দিলেন মেহেমুদ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ জুলাই ঃ টানা বৃষ্টিতে দামোদরের জলস্তর বেড়ে চলেছে। এর জেরে জামালপুর ব্লকের উত্তর শুঁড়া, দক্ষিণ শুঁড়া, হরগোবিন্দপুর সহ একাধিক নদী সংলগ্ন গ্রামে বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন তৃণমূলের জামালপুর ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন। গতকাল তিনি বৃষ্টির মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো পরিদর্শন করেন। এক অসহায় বৃদ্ধার বাড়ির চাল বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ায় তিনি নিজে হাতে ত্রিপল টাঙিয়ে দেন। এছাড়াও, দুই বাকপ্রতিবন্ধী মহিলার ঘরের চাল দিয়ে জল পড়তে দেখে তাঁদেরও ত্রিপল দেন। আজ তাঁদের হাতে তুলে দেন ১২ কেজি চাল, একটি অতিরিক্ত ত্রিপল, কম্বল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলা কিট-যার মধ্যে ছিল রান্নার স্টোভ, হাঁড়ি, থালা, খুন্তি, বাটি, মগ ইত্যাদি। মেহেমুদ খাঁন বলেন, আমি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ মেনেই মানুষের পাশে দাঁড়াই। জন প্রতিনিধির দায়িত্ব

মানুষের পাশে থাকা। তিনি জানান, দামোদরের জল বাড়ছে এবং ব্লক প্রশাসন সতর্ক রয়েছে। তারও নজরদারি চলছে। আরও কোনও অসহায় পরিবার থাকলে তাদেরও পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দেন তিনি।

নোটিশ

আব্দুল মান্নান লস্কর দীং মহাশয়গণ ডি এস আর ১ হাওড়া অফিসে ০১০৬০ / ২০১১ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, হেমন্ত ঘোষ মহাশয়কে, উনি পাওয়ার বলে মঙ্গল রায় মহাশয়কে এ ডি এস আর হাওড়া অফিসে ০৫৩৪৭ / ২০২০ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালি জগাছা, ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, হাল দাগ-২৮৭৪।

Office of the Pradhan Kenda Gram Panchayat
Vill-Kenda, PO – Baladih, PS-Puncha, Dist-Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER NO-02/2025-26/KGP, Dated: 09/07/2025 Bid submission end date-**16.07.2025 – 6 PM.** Bid open Date(Technical)-**18.07.2025 – 2pm.** For more details information visit: **www.wbtenders.gov.in** and office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Kenda Gram Panchayat

নোটিশ

শ্যামল কয়াল দীং মহাশয়গন ডি এস আর হাওড়া অফিসে ৫১২ / ২০০৪ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন শ্যামলী সাঁতরা দীং মহাশয়গনকে, উনারা পাওয়ার বলে সজল দত্ত মহাশয়কে ডি এস আর-১ হাওড়া অফিসে ৭৩৩ / ২০১২ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, পরবর্তীকালে সজল দত্ত মহাশয় সোমা সাহা মহাশয়াকে ৬০৯ / ২০১৩ নং পাওয়ার রেজিষ্ট্রী করেন, সোমা সাহা মহাশয়া পাওয়ার বলে সন্তোষ কুমার সাহা মহাশয়কে ৮৬৭৩ / ২০১৩ নং দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন, আরো পরবর্তীকালে সন্তোষ কুমার সাহা মহাশয় ১৯০১/২০২১ নং বলে দেবশ্রী দাস মহাশয়াকে দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া দেন, এখন নাম খারিজ করার জন্য অবেদন করিয়াছেন, যদি এই নাম খারিজ ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে বালি জগাছা, ভূমি দপ্তর অফিসে যোগাযোগ করিবেন। মৌজা- জগদীশপুর, হাল দাগ- ১৬৩৬।

বাসের মধ্যে বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে আগ্রহ বাড়ছে পড়ুয়াদের সুন্দরবনে

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ১০ জুলাই ঃ বাসের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাবিস্তারে বিজ্ঞান প্রদর্শনী, ঘুরছে স্কুলে স্কুলে। সাধারণ যাত্রীবাহী বাসকে একেবারে বদলে ফেলা হয়েছে খোলনলচে। তার ভিতরেই সাজিয়ে রাখা হয়েছে বিজ্ঞানের ছোট-বড় নানা মডেল। বাসের বাইরের অংশেও নানা মডেল দিয়ে সাজানো হয়েছে। ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী নিয়ে সেই বাসটিই ঘুরছে স্কুলে-স্কুলে। বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সহায়তায় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায়

ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান সচেতনতা বাড়াতে এই ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। সম্প্রতি সুন্দরবনের কুলতলির জামতলা ভগবানচন্দ্র হাইস্কুলে এই প্রদর্শনী হয়ে গেল। উদ্যোক্তারা জানান, চলতি মাসে কুলতলি ব্লকের বিভিন্ন স্কুলে ঘুরবে বাসটি।উদ্যোক্তারা জানান, কৃষিকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কী ভাবে কাজ করে, সৌর শক্তি থেকে কী ভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, মোবাইল ফোন কী ভাবে কাজ করে ইত্যাদি নানা জিনিস মডেলের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। ছাত্র ছাত্রীরা মডেল চালিয়ে হাতে কলমে সেই সব বিষয় বুঝে নিতে পারছে। প্রদর্শনীর পাশাপাশি, যখন যে স্কুলে বাসটি দাঁড়াচ্ছে, সেখানে বিজ্ঞান নিয়ে নানা কর্মশালার আয়োজনও করা হচ্ছে,পাশাপাশি জ্যোতির্বিজ্ঞান সংক্রান্ত নানা ভিডিয়ো দেখানো হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীদের। টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ দেখানোর ব্যবস্থাও রয়েছে। উদ্যোক্তাদের তরফে রূপম দাস বলেন, প্রত্যন্ত এলাকার এই সব ছেলে মেয়েদের কাছে বিড়লা মিউজিয়ামে গিয়ে সায়েন্স শো সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখার সুযোগ কম। তাদের কথা মাথায় রেখেই এই ভ্রাম্যমান বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে ঘুরে আমরা বিজ্ঞানের পাঠ দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর এই প্রদর্শনী ঘিরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ছিলো চোখে পড়ার মত। স্কুলের ফাঁকে ভিড় করে প্রদর্শনী দেখছে তারা সায়েন্সশো গুলিতেও অংশ নিচ্ছে অনেকে। এইব্যাপারে কুলতলির জামতলা ভগবানচন্দ্র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শান্তনু ঘোষাল বলেন, প্রত্যন্ত এই এলাকায় এখনও শিক্ষার প্রসার পুরোপুরি হয়নি। মানুষের মধ্যে নানা কুসংস্কারের প্রভাব রয়েছে। সেই জায়গায় এ ধরনের বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রদর্শনী ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুবই কার্যকর। ছাত্র ছাত্রীদের জ্ঞান বিকাশে এই ধরনের প্রদর্শনী খুব দরকার আছে।

বৃহস্পতিবার কালনা শহরের বিভিন্ন প্রান্ত পরিদর্শন করলেন রাজ্যের প্রাণি সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। বিভিন্ন মন্দির বাজার রাস্তাঘাট ঘুরে দেখেন মন্ত্রী। তার এই সফরে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার INTTUC সভাপতি সন্দীপ বসু। কালনা পৌরসভার পৌরপতি আনন্দ দত্ত। উপ পৌরপতি তপন পোড়েল। কালনা পৌরসভার কাউন্সিলর অনিল বসু সহ বহু বহু বিশিষ্টগণ।

ঝোলায় ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে রোগীকে! বেহাল রাস্তার হাল ফিরবে কবে? প্রশ্ন গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১০ জুলাই ঃ রাস্তার অবস্থা ভয়ঙ্কর! গাড়ি ঢুকবে সেই উপায় নেই। বারবার প্রশাসনের কাছে দরবার করেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। সেই বেহাল রাস্তা দিয়েই কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এক অসুস্থ মহিলাকে। হ্যাঁ, তুমুল বর্ষার মধ্যে এই ছবিই দেখা গেল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ব্লকের নারায়ণগড় ২ নম্বর গ্রামরাজ অঞ্চলের সানদেউলি গ্রামে। এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, গ্রামে ঢোকার এটাই মূল রাস্তা। কিন্তু, সামনের ৭০০ মিটারের অবস্থা এমন বেহাল যে হেঁটে যাতায়াত করাই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে এইভাবে ঝোলায় ঝুলিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকে না! প্রত্যেক বর্ষাতেই একই ছবি। সান দেউলি গ্রামের বাসিন্দা ৬৫ বছরের সরস্বতী সামট। হৃদরোগের সমস্যা দীর্ঘদিন থেকে। এদিন তিনি আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু, হাসপাতালে যে নিয়ে যাবেন সেই উপায় নেই! কারণ টানা বৃষ্টিতে গ্রামে ঢোকার রাস্তা প্রায় বন্ধ। শেষে ভদ্রমহিলাকে ঝোলায় ঝুলিয়ে নিয়ে আসা হল মেইন রোড পর্যন্ত। ক্ষোভ বাড়ছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। তিনি বলছেন, আমরা এখানে ২৫টি পরিবার থাকি। সকলেই তফসিলি জাতির। এই রাস্তার জন্য জেলা শাসক থেকে শুরু করে বিডিও, সকলকেই ই-মেল করে অভিযোগ জানিয়েছি। এসডিও থেকে শুরু করে প্রধানকেও জানিয়েছি। বারবার বলার পরেও এখনও কোনও সুরাহা পায়নি। এমন অবস্থা যে সাইকেল, বাইকও যেতে পারছে না। তাই কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে ওইভাবে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই।

ফুঁসছে দ্বারকেশ্বর থেকে কংসাবতী, গর্জন থামছে না গন্ধেশ্বরী, শিলাবতীর!

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১০ জুলাই ঃ বৃষ্টি থামার কোনও নামই নেই। উল্টে এদিন নতুন করে পশ্চিমের চার জেলায় ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। নিম্নচাপের জেরে গত তিন দিন ধরে চলছে লাগাতার বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিতেই ফের বাড়তে শুরু করল বাঁকুড়ার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া একাধিক নদীর জল। দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, শিলাবতী, কংসাবতী, ভৈরোবাঁকি, বিড়াই- সহ সব নদীতেই বাড়ছে জলস্তর। হাওয়া অফিস বলছে, বাঁকুড়ার নানা প্রান্তে বৃষ্টির মাত্রা ছাপিয়ে গেছে একেবারে একশো মিলিমিটারের গণ্ডি। জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্বারকেশ্বর নদের উপর থাকা মীনাপুর সেতু জলের তলায় চলে গেছে। ফলে ওই সেতু দিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে পারাপার। ফলে ব্যপক সমস্যায় পড়েছেন দ্বারকেশ্বর নদের অপরপাড়ে থাকা বাঁশি ও আড়ালবাঁশি সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা। বাঁকুড়ার পাশাপাশি পুরুলিয়া জেলাতেও চলছে ভারী বৃষ্টি। ফুঁসছে কংসাবতী। নদী দিয়ে মুকুটমনিপুর জলাধারে ভাল পরিমাণ জল আসছে। বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়লে কংসাবতী জলাধার থেকে ছাড়া জলের পরিমাণ আরও কিছুটা বৃদ্ধি করা হতে পারে। অন্যদিকে জল ছাড়তে পারে ডিভিসিও। তাই প্লাবনের আশঙ্কা এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অন্যদিকে এদিন আবার আবহওয়া দফতর নতুন করে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমানে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। তাই প্লাবনের আশঙ্কা এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

খিদিরপুরে বেগুনি লাইনের টানেলিংয়ের কাজ শুরু

কলকাতা, ১০ জুলাই ঃ খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত বেগুনি লাইনের টানেলিংয়ের কাজ আজ অর্থাৎ ১০.০৭.২০২৫ তারিখে শুরু হয়েছে। মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি এদিন সকালে খিদিরপুরের সেন্ট থমাস স্কুল প্রাঙ্গণে একটি

বোতাম টিপে এই কাজ শুরু করেন। নেপালের মহামান্য কনসাল জেনারেল, মেট্রো রেলওয়ে, রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড (আরভিএনএল), প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ, সিএমআরআই হাসপাতাল, ডাব্লিউবিটিসি এবং সেন্ট থমাস স্কুলের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই কাজ শুরু করেন। আনন্দ প্রকাশ করে শ্রী রেড্ডি বলেছেন, ''এটি কলকাতার জনগণের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিন কারণ টানেল বোরিং মেশিন শুরু হয়েছে। এটি কলকাতার জনগণের জন্যও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দের উপলক্ষ।'' টানেল বোরিং মেশিন দুর্গা আজ ভিক্টোরিয়ার দিকে টানেল তৈরির কাজ শুরু করেছে এবং ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত টানেল তৈরির কাজ শেষ করার আশা করা হচ্ছে। এই কাজের জন্য খিদিরপুরের সেন্ট থমাস স্কুলের ভেতরে ৩৭ মিটার দৈর্ঘ্য X ২২ মিটার প্রস্থ X ১৭ মিটার গভীর লঞ্চিং শ্যাফ্ট তৈরি করা হয়েছে। ৬.৬৩ মিটার ব্যাসের (বাইরের) টিবিএম চেন্নাইতে একত্রিত করা হয়েছে এবং পরবর্তী অ্যাসেম্বলি এবং লোরিং করার জন্য ২০২৫ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। খিদিরপুর থেকে পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত টুইন টিউব টানেল নির্মাণের জন্য দুটি টিবিএম (দুর্গা এবং দিব্যা) ব্যবহার করা হচ্ছে, যার বাইরে প্রচলিত কাট অ্যান্ড কভার পদ্ধতিতে টানেল তৈরি করা হবে। কলকাতা শহরের ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি এবং নরম মাটির অবস্থার প্রভাব মেটাতে, বোরড টানেল নির্মাণের জন্য আর্থ প্রেসার ব্যালেন্সিং (EPB) টাইপ টিবিএম ব্যবহার করা হচ্ছে। ৯৫ মিটার দৈর্ঘ্য এবং প্রায় ওজনের টিবিএম। কলকাতার মাটির স্তর বিবেচনা করে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসেবে ৬০০ টন ইনফ্লাটেবল সিল, প্রেসার ট্রান্সডুসার টেইল স্কিন গ্রিস (টিএসজি) লাইন এবং ব্যাকআপ টিএসজি পাম্প দিয়ে সজ্জিত। ৫.৮০ মিটার ব্যাসের একটি সমাপ্ত টানেল তৈরির জন্য ২৭৫ মিমি পুরুত্বের এম ৫০ গ্রেডের প্রিকাস্ট কংক্রিট সেগমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। টিবিএম দুর্গা প্রথম পর্যায়ে খিদিরপুর থেকে ভিক্টোরিয়া পর্যন্ত ১.৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের টানেল তৈরি করবে এবং ২০২৬ সালের মে মাসের মধ্যে ভিক্টোরিয়ায় এটির সাফল্যের আশা করা হচ্ছে।

কার্গিল যুদ্ধে মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র শহীদকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিশেষ সম্মান প্রদান

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১০ জুলাই ঃ কার্গিল বিজয় দিবসের প্রাক্কালে ভারতীয় সেনা বাহিনীর তরফ থেকে বিশেষ সম্মান জানানো হলো শহীদ নায়েক সুবেদার মহম্মদ সানোয়ার হোসেনকে। মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা থানার অন্তর্গত শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা সানোয়ার হোসেন ১৯৯৯ সালে কার্গিলের যুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদারদেরকে ঠেকাতে গিয়ে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার প্রায় ২৫ বছর পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে শহীদ সানোয়ারের পরিবারের সদস্যদের হাতে শংসাপত্র এবং 'বীরও কে নাম' সম্মাননা তুলে দেওয়া হল। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্রাস সেক্টরে কর্মরত জাওয়ানরা মুর্শিদাবাদের শিমুলিয়া গ্রামে এসে শহীদ সানোয়ার হোসেনের স্ত্রী মোসাম্ম নাসনারা বেগম এবং তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের হাতে শংসাপত্র এবং সম্মাননা পদক তুলে দেন। কার্গিল যুদ্ধ শেষের প্রায় ২৫ বছর পর ভারতীয় সেনাবাহিনী যেভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে এসে শহীদ পরিবারের সদস্যদের হাতে সম্মান তুলে দিলেন তাতে সকলেই আপ্লুত। প্রসঙ্গত, প্রত্যেক বছর ২৬ জুলাই কার্গিল যুদ্ধে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়কে স্মরণ করার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে 'কার্গিল বিজয় দিবস' পালন করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর হানাদাররা গোপনে 'এলওসি' পার করে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে। পাকিস্তানি হানাদারদের উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরকে লাদাখ থেকে আলাদা করে দেওয়া। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েক'শ আধিকারিক এবং সেনা জওয়ান নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং হানাদারদেরকে কার্গিলের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিলো। এই যুদ্ধে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে

একমাত্র শহীদ হয়েছিলেন বড়ঞা গ্রামের বাসিন্দা এবং চাকরি সূত্রে সেই সময় কার্গিলের দ্রাস সেক্টরে কর্মরত নায়েক সুবেদার মহম্মদ সানোয়ার হোসেন। দ্রাস সেক্টর থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে সানোয়ারের পরিবারের হাতে সম্মান তুলে দিয়ে নায়েক সুবেদার রফিকুল ইসলাম বলেন, 'আসন্ন কার্গিল 'বিজয় দিবস' উপলক্ষ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তরফ থেকে শহীদদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শহীদ পরিবারকে সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি শহীদ পরিবারদের বিভিন্ন তথ্য নথিভুক্ত করা হচ্ছে। তাদের কোনও নথি সংক্রান্ত সমস্যা থাকলে তাও আমরা লিপিবদ্ধ করে নিচ্ছি, উচ্চ আধিকারিকদেরকে তা জানানো হবে।' প্রসঙ্গত সানোয়ারের স্মৃতিতে ইতিমধ্যেই তাঁর গ্রামে শহীদ স্মৃতিসৌধ তৈরি করা রয়েছে। বাড়ির প্রবেশদ্বার উপরে লেখা রয়েছে সানোয়ারের নাম। তবে কার্গিল যুদ্ধের প্রায় ২৫ বছর পর ভারতীয় সেনাবাহিনী সানোয়ারকে নতুন করে সম্মান জানানোয় খুশি তাঁর পরিবারের সদস্যরা সহ গ্রামের সাধারণ মানুষজন শহীদ জাওয়ানের ছেলে সাইদ হোসেন বলেন, 'কার্গিল যুদ্ধ প্রায় ২৫ বছর আগে শেষ হয়েছে। এতদিন পরও ভারতীয় সেনাবাহিনী আমার বাবার অবদান যে ভুলে যায়নি তা দেখে খুব ভালো লাগলো। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে বাবাকে নতুন করে শংসাপত্র এবং মেডেল দেওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।'

টঙ্কুপ্পা স্টেশনে দুন এক্সপ্রেসের অতিরিক্ত স্টপেজ

হাওড়া, ১০ জুলাই ঃ ১০.০৭.২০২৫ থেকে পূর্ব মধ্য রেলওয়ের ধানবাদ ডিভিশনে টঙ্কুপ্পা স্টেশনে ১৩০০৯ / ১৩০১০ হাওড়া - যোগ নগরী ঋষিকেশ - হাওড়া দুন এক্সপ্রেসের অতিরিক্ত স্টপেজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ১৩০০৯ হাওড়া - যোগ নগরী ঋষিকেশ দুন এক্সপ্রেস এবং ১৩০১০ যোগ নগরী ঋষিকেশ - হাওড়া দুন এক্সপ্রেসের উভয় দিকেই ০২ মিনিটের জন্য টাঙ্কুপ্পা স্টেশনে থামবে। রেলের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানানো হয়েছে।

জাহান্নগর মোড় থেকে ভান্ডারটি গুড়ি স্টেশন রাস্তা বেহাল, দ্রুত সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১০ জুলাই ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের জাহান্নগর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জাহান্নগর মোড় থেকে ভান্ডারটি গুড়ি স্টেশন পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার দীর্ঘ পাকা রাস্তা বর্তমানে চরম বেহাল অবস্থায় রয়েছে। রাস্তার বড় বড় গর্ত, কোথাও কোথাও কাঁদা জলের স্তূপ-সব মিলিয়ে দৈনন্দিন যাতায়াতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই এই রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও তাতে সাড়া মেলেনি প্রশাসনের তরফে। ফলে বৃষ্টি হলে অবস্থা আরও জটিল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে স্কুল-কলেজ পড়ুয়া, কর্মজীবী মানুষজন, এমনকি রোগী পরিবহনের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পথচলতি মানুষজন জানান, প্রতিদিনই এই রাস্তায় ছোটখাটো দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। বিশেষ করে মোটরসাইকেল আরোহীরা বারবার সমস্যার মুখে পড়ছেন। এক টোটো চালক বলেন, রাস্তা এমন খারাপ যে মাঝেমধ্যেই বাইক উল্টে পড়ছে, ছোট বাচ্চারা স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছে রোগী নিয়ে যেতে দুর্ভোগ পোয়াতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, বাজারে যাওয়া তো দূরের কথা, বর্ষাকালে এই রাস্তায় পা রাখা যায় না। তবু কোনো দিক থেকে উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। এলাকাবাসীর তরফে প্রশাসনের কাছে দাবি উঠেছে, অবিলম্বে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি সংস্কার করে দেওয়া হোক, যাতে সাধারণ মানুষকে এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি দেওয়া যায়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, 09-10-2025 তারিখ থেকে আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেডের সাঁইথিয়া শাখার ১ম তলা, ওয়ার্ড-১১, সাঁইথিয়া পৌরসভার কাছে, সাঁইথিয়া-সুরি মেইন রোড, পিও-পিএস - সাঁইথিয়া, জেলা-বীরভূম, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিনকোড-৭৩১২৩৪, সাঁইথিয়া মুরারই কলোনি, হোল্ডিং নং ২৩০/এ ওয়ার্ড নং ৬, জেলা-সাঁইথিয়া বীরভূম, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড-৭৩১২৩৪-এ স্থানান্তরিত হবে। গ্রাহকরা দয়া করে মনে রাখবেন যে গ্রাহকদের অসুবিধা এড়াতে সমস্ত প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে এবং এখনও কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হলে, আরও নির্দেশনার জন্য নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কল করুন: শাখা প্রধান নং: 8250802001, 9647625632
এরিয়া প্রধান নং: 7076393122
HO: 8668090629

Asirvad Micro Finance Ltd.
(Subsidiary of Manappuram Finance Limited)
নিবন্ধিত অফিস: নং: 9, 9ম তলা, ক্লাব হাউস রোড, আন্না সালাই, চেন্নাই 600 002. তামিলনাড়ু, ভারত
কর্পোরেট অফিস: ভবন নং: 4/85 বি, সি এবং ডি, চান্থাপ্পাডি,ভালাপাদ, ত্রিশুর, কেরালা, ভারত-680567

Before the Central Government Registrar of Companies, Kolkata
In the matter of sub-section (3) of Section 13 of Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND In the matter of PINKLINE FINANCIAL CONSULTANTS LLP having its registered office at 41, Elgin Road 4F, Neelkamal Kolkata, West Bengal, India – 700020 ....Petitioner
Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Kolkata under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "West Bengal" to the state of "Maharashtra". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Kolkata, within 21(twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.
For and on behalf of
Pinkline Financial Consultant LLP
Sd/-
Ankur Krishnakant Choksi
Designated Partner
ADDRESS: Art House, 1st Floor, 20 Swastic Society, V.M Road, Vile Parle West, next to NMIMS College, Mumbai 400056.
Date: 11-06-2025
Place: Kolkata

NOTICE INVITING TENDER NIT NO-058/Majî/15thCFC/UnTied/2025 Date- 10/07/2025
E-tender invited by the Prodhan of Majida Gram Panchayat, Lakshmipur, Purba Bardhaman The last date of tender dropping **21/07/2025 upto 12:00 PM,** For more details, Please visit the Panchayat office or go to **www.wbtenders.gov.in**

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, 09-10-2025 তারিখ থেকে আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড, কোচবিহার শাখার ১ম তলা, শিলিগুড়ি রোড, খাগড়াবাড়ি কোচবিহার, থানা: খাগড়াবাড়ি, ডাকঘর: কোচবিহার, জেলা- কোচবিহার, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭৩৬১৭৯ এর এমএফআই কার্যক্রম দিনহাটা রোড, নিউটাউন, ওয়ার্ড নং-১৩, পোস্ট+পিএস+ জেলা- কোচবিহার, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড- ৭৩৬১০১-এ স্থানান্তরিত হবে। গ্রাহকরা দয়া করে মনে রাখবেন যে গ্রাহকদের অসুবিধা এড়াতে সমস্ত প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে এবং এখনও কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হলে, আরও নির্দেশনার জন্য নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে।

কল করুন: শাখা প্রধান নং: 6294553546, 8597214445
এরিয়া প্রধান নং: 9523124562
HO: 8668090629

Asirvad Micro Finance Ltd.
(Subsidiary of Manappuram Finance Limited)
নিবন্ধিত অফিস: নং: 9, 9ম তলা, ক্লাব হাউস রোড, আন্না সালাই, চেন্নাই 600 002. তামিলনাড়ু, ভারত
কর্পোরেট অফিস: ভবন নং: 4/85 বি, সি এবং ডি, চান্থাপ্পাডি,ভালাপাদ, ত্রিশুর, কেরালা, ভারত-680567

Abridged Notice Inviting e-Tender
Online tender is hereby invited by the undersigned from bonafied and experienced agencies for 7 nos. various works. For details visit **www.wbtenders.gov.in** Tender ID:
2025_ZPHD_876153_1,
2025– ZPHD_876219_1
2025_ZPHD_876219_5 to &
2025_ ZPHD_ 876229_ 1.
Last Date and time **18-07-2025 & 25-07-2025, 6:00 P.M. Ref. NIT01/25-26 (3rd. call), NIT 02/25-26 (2nd. Call) & NIT 06/ 25-26 (2nd. Call)**
Sd/-
Executive Officer,
Namkhana Panchayat Samiti,
District South 24 Parganas

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/এইচডব্লুএইচ/ই-প্রোকিওরমেন্ট/৩৮, তারিখঃ ০৫/০৭/২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া নিম্নলিখিত সামগ্রী সরবরাহের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্বস্ত নির্মাণকারীদের থেকে ইলেক্ট্রনিক বিড আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি হল ইলেক্ট্রিক লোকোমোটিভ নির্মাণের জন্য সামগ্রী সরবরাহের জন্য। সম্ভাব্য সরবরাহকারীদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এইগুলি হল ই-টেন্ডার; কোনও পরিস্থিতিতেই এই টেন্ডারগুলির জন্য ম্যানুয়াল অফার বিড গৃহীত হবে না; শুধুমাত্র ইলেক্ট্রনিক অফার বিড গৃহীত হবে। বিস্তারিত নির্দেশাবলীর জন্য ওয়েবসাইট দেখুন। **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; স্টোর্সের বিবরণ; পরিমাণ; নির্ধারিত তারিখ; টেন্ডার মূল্য নিম্নরূপঃ [২১১]; ২৫২৫৫০৬৯এ;** স্পেসিফিকেশন নং. এমটি/২৩৬০ তারিখ ০২.০৫.২০২৫, এইচএসএন কোডঃ ৮৪৭৯৮৯৯৯ অনুযায়ী অটোমেটিক কয়েল স্প্রেডিং মেশিন, পরিমাণঃ ০১টি। [**ওয়্যারেন্টি সময়সীমাঃ** ডেলিভারি তারিখের পর থেকে ২৪ মাস]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী**; ২৫/০৭/২০২৫; **০.০০ টাকা। [২১২]; ১৪২৫২৬৪২;** ড্রইং/স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৩৫ অনুযায়ী ক্ল্যাম্পের সেট (সেট বিবরণ সংলগ্ন আছে) [পরিমাণ টলারেন্স (+/-)ঃ ৫%, আইটেম ক্যাটেগরিঃ নর্মাল, মোট পিও মূল্য ভ্যারিয়েশন অনুমোদিতঃ সর্বাধিক ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী**; ২৫/০৭/২০২৫; **০.০০ টাকা। [২১৩]; ১৪২৫২৬২৩;** সিএলডব্লু স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০৪৪ অনুযায়ী ল্যাচিং পুশ বাটন করিডোর লাইটিং। [পরিমাণ টলারেন্স (+/-)ঃ ৫%, আইটেম ক্যাটেগরিঃ নর্মাল, মোট পিও মূল্য ভ্যারিয়েশন অনুমোদিতঃ সর্বাধিক ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী**; ২৮/০৭/২০২৫; **০.০০ টাকা। [২১৪]; ১৪২৫২৫১০ডি;** স্পেসি. নং. (১) সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০২২/এইচ এবং (২) এসপিইসি/ই-১০/৩/০৯ (মোটর) তৎসহ সংশোধনী নং. ০১ থেকে ০৬ অনুযায়ী মোটর (করোনা রেজিস্ট্যান্স ওয়্যার দিয়ে বাঁধা) সহ মেশিন রুম ব্লোয়ার; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী**; ৩১/০৭/২০২৫; **০.০০ টাকা। [২১৫]; ১৪২৫২৬৮৫;** ড্রইং/স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫১/জি অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯/ডব্লুএপি-৭-এর জন্য রাবার আইটেমের সেট (সেট বিবরণ সংলগ্ন আছে) [পরিমাণ টলারেন্স (+/-)ঃ ৫%, আইটেম ক্যাটেগরিঃ নর্মাল, মোট পিও মূল্য ভ্যারিয়েশন অনুমোদিতঃ সর্বাধিক ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী**; ০১/০৮/২০২৫; **০.০০ টাকা। [২১৬]; ১৪২৫২৬৩৭;** স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০১৫৬/সি অনুযায়ী ডব্লুএজি-৯এইচসি-র জন্য স্পেসারের সেট (সেট বিবরণ সংলগ্ন আছে) [পরিমাণ টলারেন্স (+/-)ঃ ৫%, আইটেম ক্যাটেগরিঃ নর্মাল, মোট পিও মূল্য ভ্যারিয়েশন অনুমোদিতঃ সর্বাধিক ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী**; ০১/০৮/২০২৫; **০.০০ টাকা। [২১৭]; ১৪২৫২৯৫৩এ;** স্পেসি. নং. (১) সিএলডব্লু/ইএস/৩/০০২২/এইচ এবং (২) এসপিইসি/ই-১০/৩/০৯ (মোটর) তৎসহ সংশোধনী নং. ০১ থেকে ০৬ অনুযায়ী মোটর (করোনা রেজিস্টান্স ওয়্যার দিয়ে বাঁধা) সহ স্ক্যাভেঞ্জ ব্লোয়ার থেকে এমআর ব্লোয়ার; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী**; ০৪/০৮/২০২৫; **০.০০ টাকা। [২১৮]; ১৪২৫২৯৭০;** ড্রইং/স্পেসি. নং. সিএলডব্লু/ইএস/৩/০৬৬৭, অল্ট.২ অনুযায়ী ওসিবি এবং ওসিআর-এর অ্যাসেম্বলীর জন্য রাবার গ্যাসকেট [পরিমাণ টলারেন্স (+/-)ঃ ৫%, আইটেম ক্যাটেগরিঃ নর্মাল, মোট পিও মূল্য ভ্যারিয়েশন অনুমোদিতঃ সর্বাধিক ৮ লাখ]; **টেন্ডার/নথিপত্র অনুযায়ী**; ০৬/০৮/২০২৫; **০.০০ টাকা।**

PR3/131 **পিসিএমএম/সিএলডব্লু/হাওড়া**

আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

শনিবার থেকেই অনুশীলনে যোগ দেবেন বাগানের দুই তারকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ পরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন মরসুমটা শুরু করতে পারেনি মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগ তথা সিএফএলের প্রথম ম্যাচেই পরাজিত হতে হয়েছিল পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবের কাছে। যা কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি দলের সমর্থকরা। কিন্তু সেই হতাশা ভুলে ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে খুব একটা সমস্যা হয়নি ডেগি কার্ডোজোর ছেলেদের পক্ষে। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ম্যাচে অতি সহজেই এসেছিল জয়। চারটি গোলের ব্যবধানে অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স দলকে। যেটা নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল দলের সকল ফুটবলারদের। সেই ধারা বজায় রেখেই গত সোমবার বারাকপুরের বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নেয় সবুজ-মেরুন। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে দুইটি গোলের ব্যবধানে তাঁরা পরাজিত করেছিল রেলওয়ে এফসিকে। এবার এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই প্রধান লক্ষ্য ময়দানের এই প্রধান দলের। পাশাপাশি চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই শুরু হতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপ। মাসখানেক আগে দেশের প্রথম সারির একাধিক ফুটবল ক্লাব এই টুর্নামেন্ট থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিলে ও টুর্নামেন্ট খেলার ক্ষেত্রে সক্রিয়তা দেখিয়েছে ময়দানের তিন প্রধান তথা ইমামি ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সেইমতো নিজেদের পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করে দিয়েছে প্রত্যেকে। তবে এক্ষেত্রে গতবারের মতো এবারও দলের অধিকাংশ জুনিয়র ফুটবলারদের সামনে রেখেই এই ঐতিহাসিক ফুটবল টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়ার কথা মেরিনার্সদের। সেইসাথে পরবর্তীতে যুক্ত করা হতে পারে সিনিয়র দলের কয়েকজন খেলোয়াড়দের। তবে এসবের মাঝেই উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, আগামী শনিবার থেকেই ফের দলের অনুশীলনে যোগদান করতে চলেছেন দলের দুই তারকা ফুটবলার। সুহেল আহমেদ ভাট এবং গ্রেন মার্টিন্স। বিগত কয়েক মরসুম ধরেই সবুজ-মেরুন জার্সিতে অভূতপূর্ব পারফরম্যান্স করে আসছেন এই দুই ভারতীয় ফুটবলার। তাঁদের উপস্থিতিতে ফের পুরনো ছন্দ ফিরে পাবে সবুজ-মেরুন শিবির।

৩ বছরের চুক্তিতে রাজস্থান থেকে ইস্টবেঙ্গলে এলেন মার্তান্ড রায়না

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ জুলাইঃ গত কয়েক বছর ধরেই য়ুটবল মানেই ইস্টবেঙ্গলের একরাশ ব্যর্থতা। তবুও সমর্থকরা হতাশ নন। এটাই হল পদ্মা পাড়ের ক্লাবের চরম প্রাপ্তি। তবে এবার ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া লাল-হলুদ কর্তারা। মরশুম শুরুর অনেকদিন আগে থেকেই দল গোছাতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। কোচ অস্কার ব্রুজনের পছন্দ অনুযায়ী

ফুটবলারদের সই করিয়ে চলেছে মশাল ব্রিগেড। বেশকিছু বিদেশি ফুটবলারের পাশাপাশি তরুণ ভারতীয় ফুটবলারদেরও এবার দলে নেওয়া হয়েছে। ক্লাবের এবার নতুন সংযোজন মার্তান্ড রায়না। গতবার আই-লিগে রাজস্থান ইউনাইটেড এফসির এই ডিফেন্ডার দারুন নজর কেড়েছিলেন। তারপর থেকে আইএসএলের বেশ কিছু ক্লাবের নজরে ছিলেন তিনি। অবশেষে ধরা দিলেন লেসলি ক্লডিয়াস সরণির জালে। ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসির সঙ্গে মার্তান্ড রায়না যোগ দিয়েছেন তিন বছরের চুক্তিতে। রাজস্থানে জন্মগ্রহণকারী এই ডিফেন্ডার এবার ইস্টবেঙ্গলের ১৬ নম্বর জার্সি পরবেন। রেড অ্যান্ড গোল্ড ব্রিগেডে রায়নাকে স্বাগত জানিয়ে ইস্টবেঙ্গল এফসির ফুটবল প্রধান থাংবোই সিংটো বলেন, ''আমাদের দলে রায়না একজন গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, কারণ আমরা আমাদের ডিফেন্সকে শক্তিশালী করতে এবং আসন্ন মরশুমের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক দল গড়ে তুলতে চাই। আই-লিগের শীর্ষ প্রতিভাদের তুলে ধরা এবং তারা যাতে দীর্ঘ সময় ধরে ইস্টবেঙ্গলের সেবা করতে পারে তা নিশ্চিত করা আমাদের সচেতন প্রচেষ্টা। গত মরশুমে আই-লিগে রায়নার অবিশ্বাস্য ধারাবাহিকতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমরা বিশ্বাস করি, সে পরবর্তী স্তরে যেতে পারবে এবং ক্লাবের সাফল্যে অবদান রাখতে পারবে।'' ২০২৪-২৫ আই-লিগ মরশুমে অসাধারণ পারফর্মার রায়নার বহুমুখী প্রতিভা রয়েছে। এই সেন্টার-ব্যাকের ইন্টারসেপশন অসাধারণ। পাশাপাশি এয়িলের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। সেই সঙ্গে আক্রমণে উঠে দলকে সাহায্য করার ক্ষেত্রেও তিনি মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। গত মরশুমে রায়না ২১টি ম্যাচে অংশ নিয়ে ১,৭৬৬ মিনিট ডিফেন্স সামলানোর পাশাপাশি চারটি গোলও করেছিলেন। গত আই লিগে রায়না ছিলেন সর্বোচ্চ গোলদাতা সেন্টার-ব্যাক ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল হেড স্যার ব্রুজন বলেছেন, ''গত মরশুমে আই-লিগে রায়না সবচেয়ে কার্যকর এবং ধারাবাহিক পারফর্মারদের একজন ছিলেন। আমাদের ডিফেন্স শক্তিশালী করতে এবং প্রাথমিক একাদশে জায়গা পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা তীব্র করার জন্য আমরা তাকে চুক্তিবদ্ধ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলাম।'' ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে যাত্রা শুরু করতে পেরে রোমাঞ্চিত রায়না বলেন, ''এমন একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং উৎসাহী ভক্ত বেসের ক্লাবে যোগ দিতে পেরে আমি সম্মানিত। আমি বাংলার ফুটবলের সঙ্গে অপরিচিত নই, এর আগেও অ্যাডামাস ইউনাইটেডের প্রতিনিধিত্ব করেছি। এটি আমার জন্য একটি বিশাল সুযোগ। আমার পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সমর্থকদের গর্বিত করতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।''

সুখবর ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের!

নীল জার্সিতে মাঠে ফিরছেন রো-কো জুটি

মুম্বই, ১০ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটের দুই জীবন্ত কিংবদন্তি, রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ফের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। একদিকে তাঁরা টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন। অন্যদিকে আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁদের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বিসিসিআই শীঘ্রই তাঁদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে ক্রিকেটমহলে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে টেস্ট ক্রিকেট থেকে নিয়েছিলেন দুই তারকা। তবে টেস্ট অবসর মানেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়া নয়। এবার সেটাই প্রমাণ করতে চলেছেন এই দুই অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী আগস্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজে দলে দেখা যেতে পারে রোহিত ও কোহলিকে। মূলত বাংলাদেশের সঙ্গে নির্ধারিত সিরিজটি পিছিয়ে যাওয়ায়, বিসিসিআই ও শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড নতুন সিরিজের পরিকল্পনা করছে বলে জানা গিয়েছে। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা শেষবার একসঙ্গে

ভারতের হয়ে খেলেছিলেন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ওই টুর্নামেন্টে ভারত শিরোপা জয় করে। সেখানে অভিজ্ঞ দুই ক্রিকেটারের অবদান ছিল নজরকাড়া। গত বছর রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন দল শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজ ২-০ ব্যবধানে হেরে যায়। ওই সিরিজ ছিল প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথম বড় মঞ্চে পরীক্ষা। সেই পরাজয়ের পরে ভারতীয় দল বেশ কিছু পরিবর্তন ও পুনর্গঠনের পথে হেঁটেছে। এবার শ্রীলঙ্কা সদ্য বাংলাদেশকে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত করেছে। সেই সাফল্যের পর তাদের আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। এই মুহূর্তে দুই বোর্ডই আগস্টের জন্য একটি উপযুক্ত উইন্ডো খুঁজছে যাতে ভারত-শ্রীলঙ্কা তিন ওডিআই ও তিন টি-টোয়েন্টির একটি পূর্ণাঙ্গ সিরিজ খেলতে পারে। ১০ জুলাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে লর্ডসে। খবর অনুযায়ী, রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি সেই ম্যাচ দেখতে উপস্থিত থাকতে পারেন। যদিও তাঁরা খেলবেন না, তবুও ড্রেসিং রুমে তাঁদের উপস্থিতি দলের তরুণ খেলোয়াড়দের কাছে বড় প্রেরণা হয়ে উঠতে পারে। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তন শুধুমাত্র ভক্তদের নয়, পুরো ভারতীয় দলের জন্যই এক ইতিবাচক বার্তা। তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য তাঁদের অভিজ্ঞতা ও নেতৃত্ব হবে অমূল্য। এদিকে ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দিকেও তাকিয়ে বিসিসিআই। সব মিলিয়ে, আগামী মাসে যদি রোহিত ও কোহলিকে আবার নীল জার্সিতে মাঠে দেখা যায়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এক বড় উদযাপনের মুহূর্ত হবে।

আবারও সেমিফাইনালে সিনারের সামনে জকোভিচ

লন্ডন, ১০ জুলাইঃ গত মাসে ফ্রেঞ্চ ওপেনের সেমিফাইনালে ইয়ানিক সিনারের মুখোমুখি হয়েছিলেন নোভাক জকোভিচ। ২৪ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী সার্বিয়ান তারকা লড়াইটা জিততে পারেননি। হেরেছিলেন সরাসরি তিন সেটে। এবার মাস গড়াতেই আরেকটি গ্র্যান্ড স্লাম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছেন জকোভিচ-সিনার। আজ উইম্বলডন কোয়ার্টার ফাইনালে দুজনই নিজ খেলায় জিতেছেন। র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ খেলোয়াড় সিনার যুক্তরাষ্ট্রের বেন শিলটনকে হারিয়েছে ৭-৬ (৭২), ৬-৪, ৬-৪ গেমে। অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে ইতালির ফ্ল্যাবিও কোবোলির বিপক্ষে জকোভিচ জিতেছেন ৬-৭ (৬৮), ৬-২, ৭-৫, ৬-৪ গেমে। কোবোলিকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নেওয়ার মাধ্যমে একটি রেকর্ড গড়েছেন জকোভিচ। এখন উইম্বলডনে সবচেয়ে বেশি ১৪ বার পুরুষ একক সেমিফাইনাল খেলার রেকর্ড তাঁর। ৩৮ বছর বয়সী সার্ব-তারকা ছাড়িয়ে গেছেন রজার ফেডেরারের ১৩ সেমিফাইনালকে। সিনারের বিপক্ষে ম্যাচটি হতে যাচ্ছে জকোভিচের ক্যারিয়ারের ৫২তম গ্র্যান্ড স্লাম সেমিফাইনাল, যা পুরুষদের টেনিসে সর্বোচ্চ। এবারের উইম্বলডনে পুরুষ এককের অপর সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবেন গত দুই আসরের চ্যাম্পিয়ন কার্লোস আলকারাজ ও যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম বাছাই টেলর ফ্রিটজ।

জোড়া গোলে নতুন রেকর্ড মেসির মাচেরানো বললেন, ইতিহাসেই সেরা

ম্যাসাচুসেটস, ১০ জুলাইঃ মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) সেরা ছন্দে আছেন লিওনেল মেসি। সর্বশেষ তিন ম্যাচে জোড়া গোলের পর আজ নিউ ইংল্যান্ড রেভল্যুশনের বিপক্ষেও জোড়া গোল করেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি। ইন্টার মায়ামির ২-১ গোলে জয়ের এই ম্যাচে রেকর্ডও গড়েছেন মেসি। এমএলএসের ইতিহাসে প্রথম ফুটবলার হিসেবে টানা চার ম্যাচে একাধিক গোল করলেন মেসি। গত মে মাসে মন্ট্রিয়লের বিপক্ষে শুরু হয় মেসির গোলের এই যাত্রা। এরপর কলম্বাস, আবার মন্ট্রিয়ল এবং সর্বশেষ আজ নিউ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দুটি গোল করলেন। তাতে লিগে টানা পাঁচ ম্যাচে অপরাজিত মেসির দল। জয় চারটিতে, ড্র একটি। মন্ট্রিয়ল ও কলম্বাসের বিপক্ষে ম্যাচের পর মেসিরা ক্লাব বিশ্বকাপে অংশ নেন। যেখানে মেসি চার ম্যাচে একটি গোল করলেও পিএসজির বিপক্ষে হেরে শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় তাঁর দল ইন্টার মায়ামি। এমএলএসে মেসির গোল সংখ্যা ১৫ ম্যাচে ১৪টি। গোলদাতাদের তালিকায় দ্বিতীয় মেসি ন্যাশভিলের স্যাম সারিজের চেয়ে মাত্র দুই গোল পিছিয়ে। যদিও সারিজ মেসির চেয়ে ৬ ম্যাচ বেশি খেলেছেন। মেসি আজ দুটি গোলই করেছেন ম্যাচের প্রথমার্ধে। জিলেট স্টেডিয়ামে ম্যাচের ২৭তম মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলের সুযোগ নিয়ে বাঁ পায়ের শটে প্রথম গোলটি করেন। এরপর ৩৮তম মিনিটে সের্হিও

বুসকেটসের লম্বা পাস ধরে দারুণ এক শটে নিজের দ্বিতীয় গোলটি পেয়েছেন। ইন্টার মায়ামির অভিজ্ঞ গোলরক্ষক অস্কার উস্তারিও এদিন জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন। ৬টি গুরুত্বপূর্ণ সেভ করেছেন এই গোলরক্ষক। তবে নিউ ইংল্যান্ডের স্প্যানিশ মিডফিল্ডার কার্লেস গিল ৭৯তম মিনিটে একটি গোল শোধ করেন। এই জয়ে ইন্টার মায়ামি ইস্টার্ন কনফারেন্সে ষষ্ঠ স্থান থেকে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে। তাদের পয়েন্ট ৩৫, শীর্ষে থাকা সিনসিনাটির চেয়ে ৭ পয়েন্ট কম। তবে মায়ামি তাদের চেয়ে তিন ম্যাচ কম খেলেছে। ম্যাচ জেতানো ৩৮ বছর বয়সী মেসিকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন কোচ হাভিয়ের মাচেরানো। ম্যাচ শেষে বলেছেন, ''আমি সব সময়ই বলি, লিও (মেসি) বিশেষ খেলোয়াড়। আমার দৃষ্টিতে ফুটবলের ইতিহাসেই সেরা। এই বয়সেও ও যেভাবে খেলছে, সেটা অবিশ্বাস্য। অনেক বছর আগে যা কল্পনাও করা যেত না, আজ সে মাঠে সেটা করে দেখাচ্ছে। আমরা ভাগ্যবান, মেসিকে আমাদের দলে পেয়েছি।''

স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে দলে টানার পথে ডায়মন্ড হারবার

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ড হারবার, ১০ জুলাইঃ শেষ কিছু সিজনে বঙ্গীয় ফুটবলে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। বিশেষ করে স্প্যানিশ কোচ কিবু ভিকুনার তত্ত্বাবধানে তাঁদের পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে চমকে দিয়েছিল ফুটবলপ্রেমীদের। আগের বছর কলকাতা লিগে ইমামি ইস্টবেঙ্গলের পাশাপাশি লিগ জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে উঠে এসেছিল এই ফুটবল ক্লাব। পরবর্তীতে তৃতীয় ও দ্বিতীয় ডিভিশন আইলিগে চূড়ান্ত সাফল্য পায় বাংলার দল। যারফলে প্রথ ডিভিশন আইলিগ খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। এক্ষেত্রে গতবারের তুলনায় দলকে আরও শক্তিশালী করাই প্রধান লক্ষ্য ম্যানেজমেন্টের। পূর্বে একাধিক দেশি ও বিদেশি ফুটবলারদের নিশ্চিত করেছে ডায়মন্ড হারবার। বিগত কয়েক সপ্তাহে সেইমতো একাধিক ফুটবলারদের যোগদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ক্লাবের সোশ্যাল সাইটের তরফে। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হতে পারে এক স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের নাম। তিনি মাইকেল কোর্তাজার। পূর্বে এসডি আমোরেবিয়েটার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই লেফট ব্যাক। তবে চলতি মাসের প্রথমেই শেষ হয়েছে সেই চুক্তি। সেদিকে নজর রেখেই তাঁকে দলে টানতে মরিয়া ডায়মন্ড হারবার। একটা সময় স্পেনের সক্রিয় ফুটবল ক্লাব বিলবাওয়ের যুব দল থেকে উঠে এসেছিলেন এই ডিফেন্ডার। সেখানে বেশ কয়েক বছর কাটানোর পর সিডি বাস্কোনিয়ায় যোগদান করেছিলেন মাইকেল। তারপর সান্টুটাক্সু থেকে শুরু করে বিলবাও অ্যাথলেটিক, ইউডি লগরনস, চালোর, সহ এস ডি টারাজোনার মতো দলের হয়ে খেলেছিলেন এই ফুটবলার। সব ঠিকঠাক থাকলে এবার ডায়মন্ড হারবার এফসির জার্সিতে খেলতে দেখা যেতে পারে মাইকেলকে। এখন সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

রিয়াল মাদ্রিদকে উড়িয়ে ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে পিএসজি

থিবো কোর্তোয়ার চমৎকার দুটি সেভের পরও ২৪ মিনিটের মধ্যে তিন গোলে পিছিয়ে পড়ল রিয়াল মাদ্রিদ। পিএসজির গোছানো আক্রমণাত্মক ফুটবলের সামনে খুঁজেই পাওয়া গেল না জাবি আলোন্সোর দলকে। দ্বিতীয়ার্ধে খেলায় একটু উন্নতি করলেও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের চ্যালেঞ্জই জানাতে পারল না তারা।

নিউ ইয়র্ক, ১০ জুলাইঃ ক্লাব বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনালে বুধবার ৪-০ গোলে হেরেছে রিয়াল। জোড়া গোল করেছেন ফাবিয়ান রুইস, একটি করে গোল করেছেন উসমান দেম্বেলে ও গন্সালো রামোস। ভীষণ হতাশার মরসুমে ট্রফি শূন্যই থাকল ইউরোপের সফলতম দলটি। এর বিপরীত অবস্থা পিএসজির। আরাধ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের পর এবার লুইস এনরিকের দলের সামনে সুযোগ আরেকটি শিরোপা প্রথমবারের মতো জয়ের। আগামী রবিবার নতুন আঙ্গিকের ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে চেলসির মুখোমুখি হবে পিএসজি। প্রথম চার মিনিটে দুটি দুর্দান্ত সেভ করেন থিবো কোর্তোয়া। কিন্তু তার ডিফেন্ডারদের নিদারুণ ব্যর্থতায় পরের পাঁচ মিনিটে জোড়া গোল করে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় পিএসজি। নিজেদের পেনাল্টি স্পটের কাছে বল পেয়ে ঠিকঠাক ক্লিয়ার করতে পারেননি রিয়ালের সেন্টার-ব্যাক রাউল আসেন্সিও। বল কেড়ে নিয়ে এগিয়ে যান দেম্বেল। ছুটে গিয়ে তাকে কড়া ট্যাকল করে বসেন কোর্তোয়া। বলের নাগাল পাননি বেলজিয়ান গোলরক্ষক, সেটি পেয়ে যান রুইস। অরক্ষিত স্প্যানিশ মিডফিল্ডার অনায়াসে খুঁজে নেন ফাঁকা জাল। ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই আরেক সেন্টার-ব্যাক আন্টোনিও রুডিগারের মারাত্মক ভুলে আরও পিছিয়ে পড়ে রিয়াল। নিজেদের অর্ধে বল পেয়ে শট নিতে পারেননি জার্মান ডিফেন্ডার। পেছন থেকে ছুটে গিয়ে বল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আড়াআড়ি শটে ঠিকানা খুঁজে নেন ফরাসি ফরোয়ার্ড দেম্বেলে। যানজটের জন্য দুই দল ২০ মিনিট দেরিতে আসায়, ১০ মিনিটে

দেরিতে শুরু হওয়া ম্যাচে রিয়াল শুরু করেছিল অনেকটা যেন ঘরের মাঠে খেলার অনুভূতি নিয়ে। গ্যালারিতে আধিক্য ছিল তাদের সমর্থকদের। কিন্তু শুরুর দুই গোলে তাদের মাঝে নেমে আসে পিনপতন নীরবতা। ২৪তম মিনিটে তাদের যেন শোকের সাগরে ডুবান রুইস। 'ওয়ান টাচ' আক্রমণের দুর্দান্ত প্রদর্শনীতে রিয়ালের রক্ষণকে পুরোপুরি অকার্যকর করে ফেলে পিএসজি। পেনাল্টি স্পটের কাছে আশরাফ হাকিমির চমৎকার পাস পেয়ে, ফেদে ভালভের্দের চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে ঠাণ্ডা মাথায় নিজের দ্বিতীয় ও দলের তৃতীয় গোলটি করেন রুইস। পিএসজির রক্ষণে পাল্টা চাপ তৈরি করা দূরের কথা, বলের নাগালও পাচ্ছিল না রিয়াল। প্রায় ৮০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে আক্রমণ করে যাচ্ছিল পিএসজি। ৩৯তম মিনিটে ব্যবধান আরও প্রায় বাড়িয়েই ফেলছিল তারা। একটুর জন্য শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি খাভিচা কাভারাস্খেলিয়া। দ্বিতীয়ার্ধে ৪৭তম মিনিটে রিয়ালের জালে বল পাঠান দিজিরে দুয়ে। কিন্তু অফসাইডের জন্য মেলেনি গোল। এর ১০ মিনিট পর দেম্বেলে ও কাভারাস্খেলিয়াকে তুলে নেন পিএসজি কোচ। আর ৬১তম মিনিটে জুড বেলিংহ্যামের জায়গায় লুকা মদ্রিচকে নামান রিয়াল কোচ আলোন্সো। ফাইনালের কথা মাথায় রেখে দ্বিতীয়ার্ধে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের তুলে নেন পিএসজি কোচ। বিরতির পর বেশ উন্নতি করলে রিয়াল গোলের তেমন নিশ্চিত কোনো সুযোগই তৈরি করতে পারেনি। ৭০তম মিনিটে মাঠে আসেন রিয়ালের অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার দানি কার্ভাহাল। গত অক্টোবরের পর এই প্রথম খেলতে নামলেন স্প্যানিশ রাইট-ব্যাক। একপেশে ম্যাচের ৮৮তম মিনিটে ব্যবধান আরও বাড়ান রামোস। খুব কাছ থেকে গতিময় শটে জাল খুঁজে নেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। গোল উদযাপনে তিনি স্মরণ করেন মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো জাতীয় দলের সতীর্থ দিয়োগো জটাকে। পিএসজি ছাড়ার পর প্রথমবার নিজের প্রাক্তন দলের মুখোমুখি হয়ে তেমন কিছুই করতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপে। ফরাসি ক্লাবটির রেকর্ড গোলদাতার মতোই নিজের ছায়া হয়েছিলেন ভিনিসিউস জুনিয়র। এই ম্যাচ দিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ অধ্যায় শেষ হলো মদ্রিচ ও লুকাস ভাসকেসের। দলের এমন ছন্নছাড়া পারফরম্যান্সে নতুন মরসুমের আগে নিশ্চয় জেগে ওঠার বার্তা পেলেন নতুন কোচ আলোন্সো।

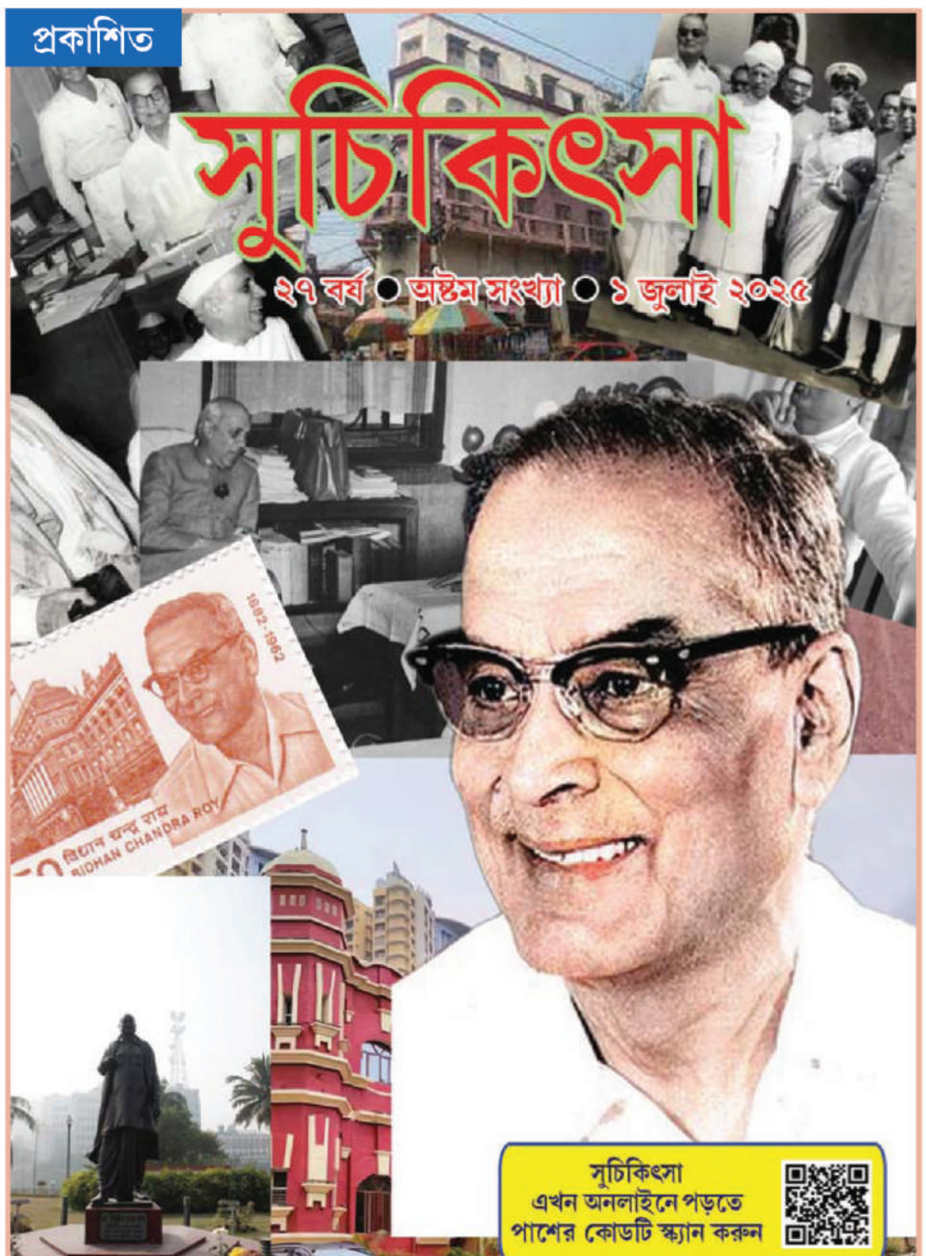

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com